সিংহগড়

মূল্য ৫·০০ টাকা
মূল্য ৫·০০ টাকা

## প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক



---


Printed by—A. K. Chandra, Jagadhatri Press, 5/2, Shibkrishna Daw Lane, Calcutta-7.

# সিংহগড়

[ কাল্পনিক নাটক ]

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ

আর্য্য অপেরায় অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

জেলা—নদীয়া, গ্রাম—কেচুয়া ডাঙ্গা

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—

৯৭।১।এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩৩৪

প্রথম সংস্করণ ]

## প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

**মানুষের ঠাকুর** শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত পৌরাণিক ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। দ্বাপরযুগে মনুষ্যত্বের পূজারী অনন্তব্রতধারী পরম বৈষ্ণব রাজা চিত্রাঙ্গদ বস্‌লেন মনুষ্যত্বের সাধনায়। যুগরাজ দ্বাপর হ'লেন ক্রুদ্ধ। আরম্ভ হ'ল দেবতা ও মানুষের সংঘর্ষ। পাপ ও মোহিনী মায়ার অস্ত্রে দেবতাসম মানুষের রাজাকে পথভ্রষ্ট ক'রে নামালেন পাপের পথে। উঠলো হাহাকার—চললো হত্যার উৎসব—বয়ে গেল রক্তের বন্যা—ঝরে পড়লো ব্যথার বাদল—সত্য হ'ল ধর্ম্মহারা—রাজার সাধনা ভক্তি গেল নির্ব্বাসনে। পাপের জ্বালায় মানুষের রাজা হ'ল উন্মাদ—রাজ্যহারা। কে রক্ষা করবে সর্ব্বহারা মানুষকে? কে ফিরে দিলে তার হারানো মনুষ্যত্ব? সেকি ভগবান? না না, ভগবান নয়, **মানুষের ঠাকুর**। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

**কঙ্কাল** কয়েদী নাটক প্রণেতা শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর রহস্যঘন নাটক। বাংলার রাজা দনুজমর্দনের শাসনে ও শোষণে মানুষ হ'ল কঙ্কালসার। কঙ্কালের আর্ত্তনাদে বাংলার বুকে বহ্নির জন্ম। দনুজনিধনে বহ্নির শক্তিসাধনা ও সিদ্ধিলাভ। রূপমুগ্ধ দনুজের বহ্নির পাণি প্রার্থনা। উপেক্ষিত দনুজ কর্ত্তৃক ভাই আলোকের জীবন নাশ। প্রতিশোধ গ্রহণে বাংলার বুকে বহ্নির সৃষ্টি। দনুজমর্দন কর্ত্তৃক শান্তরূপের নির্য্যাতন, গণেশনারায়ণের জাগরণ ও রাজা দনুজমর্দন কর্ত্তৃক রাণী আলোছায়ার নির্য্যাতন। দেওয়ান চক্রকান্তের চক্রান্তে দনুজমর্দনের যুদ্ধ-যাত্রা। বহ্নি রায় ও গণেশনারায়ণসহ রাজা দনুজমর্দনের ভীষণ যুদ্ধ, দনুজমর্দন নিধন। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

**কয়েদী** উদীয়মান নাট্যকার শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর নাটক। দি ক্যালকাটা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। হূনসম্রাট মিহিরকুলের অত্যাচারে ভারতব্যাপী হাহাকার—পাষাণ কয়েদ ভেঙ্গে চৌদ্দ বৎসরের কয়েদীর পলায়ন, হূন-ভাগ্যাকাশে উল্কার সৃষ্টি, ভারতের মাটি ফুঁড়ে হূনধ্বংসকারী কালোসওয়ারের আবির্ভাব ও ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ। অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য মিহিরকুল কর্ত্তৃক ভাই বারমানের বক্ষে ভীষণ পদাঘাত—প্রতিশোধ গ্রহণে বারমানের বিপক্ষদলে যোগদান ও দেশের কল্যাণে পুত্র বলিদান—বারমানের সাহায্যে কালোসওয়ার কর্ত্তৃক মিহির-কুলের নিধন ও হূনরক্তস্রোতের উপর কয়েদীর ছদ্মবেশ ত্যাগ। মূল্য ২·৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড, কালঃ-৬

# উৎসর্গ

প্রখ্যাত নটগুরু ও নাট্যকার—পরিচালক

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে

স্নেহমুগ্ধ

**অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়**

# আমার কথা

এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ভিনদেশী একটি প্রখ্যাত কাহিনীর ইশারা।

মূলত: নাটকটি "দি নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা"-য় অভিনয়ের জন্যে তাঁদের অনুরোধক্রমে রচিত হলেও শেষ অবধি অভিনীত হয় শ্রীযুত রূপকুমার ভট্টাচার্যের তত্বাবধানে "আর্য অপেরা"-য়। সুখের বিষয়, "আর্য অপেরায়"-য় "সিংহগড়" অপার সাফল্য অর্জন করে।

এই সাফল্যের জন্য আমি এতজনের কাছে এতভাবে ঋণী যে তার তালিকা দান এই স্বল্প-পরিসরে একান্ত অসম্ভব।

প্রকাশক-বন্ধু শ্রীযুত গোবর্ধন শীলকে ধন্যবাদ এর প্রকাশনাভার গ্রহণ করার জন্য।

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

# চরিত্র

## পুরুষ

| | | | |
|---|---|---|---|
| সমরজিৎ | ... | ... | সিংহগড়ের ভাবী রাজা |
| অমরজিৎ | ... | ... | চন্দাবাঈয়ের পুত্র |
| চঞ্চল | ... | ... | বাঙালী যুবা |
| অনন্তরাও | ... | .... | সিংহগড়ের মন্ত্রী |
| রত্নাকর | ... | ... | ,, দেওয়ান |
| মোহনসিংহ | ... | ... | ,, সৈন্যাধ্যক্ষ |
| পাণ্ডুরং | ... | ... | বন্দী |
| ব্যাসদেব | ... | ... | সরলপ্রাণ যুবা |
| শ্যামলাল | .... | ... | উদাসী |
| সুবল | ... | ... | বৈষ্ণব-বালক |

## স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| চন্দাবাঈ | ... | ... | স্বর্গত সিংহগড়াধিপতির নটী-উপপত্নী |
| কাবেরী | ... | ... | অনন্তরাওয়ের কন্যা |
| ফুলমায়া | ... | ... | কাবেরীর আত্মীয়া ও সহচরী |
| পাপিয়া | .... | ... | চন্দাবাঈয়ের আশ্রিতা |

বাঈজী, নর্তকীগণ।

## প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

**যুগান্তর** শ্রীযুক্ত বেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। শূন্যে নহবৎ রব—চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা—সংসারে আনন্দের হিল্লোল——সেই শান্তির শুভ মুহূর্ত্তে মূক প্রাণীর বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার! কাঞ্চনের মোহে পতিপ্রাণার সতীত্বের গণ্ডী অতিক্রম! সাধুর নির্য্যাতন, মায়ের লাঞ্ছনা—আপাদ মস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের বুকের উপর প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা! ধর্ম্মের চরম অবমাননা! আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাব! দুর্ভিক্ষ মহামারীর মিলিত অট্টহাসি! ভূমিকম্পে বিশ্ব বিপর্য্যস্ত! মূর্ত্তিমান কলির তাণ্ডব নর্ত্তন! সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তে ভারতে কল্কি অবতার অবতীর্ণ! দুর্নীতির বিনাশ—প্রকৃতির স্থির, পাপের পূর্ণধ্বংস! বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা! কলির অবসান! পৃথিবীর কোলে সত্যযুগ! জগতে যুগান্তর! মূল্য ২·৭৫ টাকা। প্রেমের পূজা—২·৭৫ টাকা।

**গাঁয়ের বৌ** শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত সামাজিক নাটক। ভারতীয় রূপনাট্যম অপেরায় অভিনয় হইতেছে। লজ্জাশীলা গাঁয়ের বৌ মঙ্গলাকে ফেলে অরুণ ছুটে গেল বারাঙ্গনা আলেয়ার পিছনে। সতীর্থ প্রতাপ নাগ তাকে টেনে আনলো ধ্বংসের পথে। আরম্ভ হ'ল মঙ্গলার সতীত্বের সাধনা। বাল্যবন্ধু অজয়ের সাথে প্রতাপ নাগের বাধলো তুমুল সংগ্রাম। আলেয়া কর্ত্তৃক মঙ্গলা হ'ল অপমানিতা লাঞ্ছিতা। অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল দরবার-কক্ষ. সতীর আর্ত্তনাদে আকাশ হ'ল বিদীর্ণ! জয়ী হ'ল কে? বারাঙ্গনা আলেয়া—না সতীসাধ্বী গাঁয়ের বৌ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

**দস্যুকন্যা** "রঘুডাকাত"-খ্যাত সুতীক্ষ্ণ সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন নাটক। মণিপুর—স্বাধীন মণিপুর।... সিংহাসনের অধিকারী দুটি রাজভ্রাতা—কল্যাণবর্ম্মা আর অনঙ্গবর্ম্মা—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—অভিন্ন হৃদয়। বিদেশী শাসক ও লুণ্ঠকের শ্যেনদৃষ্টি স্বাধীন মণিপুরের ওপর! দুটি ভাইয়ের শৌর্যবীর্যে বার বার ব্যর্থ হয়ে যায় মগরাজ মংবার আক্রমণ। তবু মণিপুরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্য্যোগের কালো মেঘ। আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্লব। শত্রু হয়ে উঠতে চাইল সেই অভিন্ন-মন দুটি রাজভ্রাতা।—কিন্তু কেন? এ কার চক্রান্তের ফল? দস্যুরাজ মংবা? বিক্ষুব্ধ তান্ত্রিক রুদ্রাচার্য্য? ভিন্‌দেশী অর্থপিশাচ বেণিয়া শেঠ ধরমদাস? চীনা রেশম-ব্যবসায়ী ওয়াং-হো? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-কবি বিনায়ক? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণা? অথবা—মগরাজকন্যা মেয়ে বোম্বেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন? বিপ্লবী নাটক। মূল্য ২·৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

# সিংহগড়

## প্রস্তাবনা

### পাষাণ-কারা

গীতকণ্ঠে বন্দীর প্রবেশ

বন্দী।—

গীত

হে পাষাণ, কথা কও, কথা কও।
বন্দীর অন্তরে রক্তধারা, লও, মুছে লও॥
কত বন্ধন ইতিহাস তোমার বুকে,
কত ক্রন্দন করিল যে গভীর দুখে,
অত ব্যথা-বেদনা, হায় বুঝিনা,
কেমনে যে সও।
কও, কথা কও।
যত হাহাকার রচে ঝড় তোমারে ঘিরে,
যত প্রাণ ম্রিয়মান আজো গুমরে,
অথির ধরণী তায় দ্বিধা হ'তো হায়,
তুমি থির রও।
কও, কথা কও॥

[ প্রস্থান

———

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### কারাকক্ষ

শীর্ণদেহ, অবসন্ন, দুর্বল সমরজিতের টলিতে টলিতে প্রবেশ

সমর। জল—একটু জল! একটু বাতাস! কে আছো কারা-প্রহরী? আমি সিংহগড়ের ভাবী অধীশ্বর কুমার সমরজিৎ মিনতি করছি, একটু জল দাও! একটু বাতাস, একটু আলো আর এক ঢোক জল দাও আমায়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তার বিনিময়ে আমি বিলিয়ে দেবো সিংহগড়ের রাজ-সিংহাসন। শুনছো? কেউ শুনতে পাচ্ছো আমার মিনতি? সাড়া দাও! সাড়া দাও—! কথা কও—কথা কও—[ পাথরে মাথা কুটতে থাকে ]

দাড়ি-গোঁফে আবৃতমুখ, ছিন্নবাস পাণ্ডুরংয়ের
অতি সন্তর্পণে প্রবেশ

পাণ্ডু। কেউ কথা বলবেনা। কেউ সাড়া দেবেনা। বৃথা চেষ্টা।

সমর। [ আশ্চর্যে ] কে? কে তুমি?

পাণ্ডু। [ মুখে আঙুল রেখে সাবধান করে ) চুপ্! অত জোরে কথা নয়। আস্তে। শুনতে পাবে।

সমর। কোথায় কে? এখানে কি মানুষ আছে যে শুনতে পাবে?

পাণ্ডু। মানুষ নেই। আছে শয়তান—এক পাল জ্যান্ত শয়তান। হাজারটা চোখ তাদের—লক্ষ লক্ষ কাণ—সব টের পায়। খুব সাবধান।

সমর। কিন্তু তুমি কে ?

পাণ্ডু। আমি ? [ নিঃশব্দে বীভৎস হাসি ] একদিন মানুষ ছিলুম। এসেছিলুম এখানে মানুষ হ'য়েই। তারপর প্রেত হ'য়ে গেছি। বেঁচে নেই। আমি ম'রে গেছি। আজ আঠারো বছর ধ'রে ম'রে জীবন্ত প্রেত হ'য়ে এই পাষাণ-কারার বদ্ধ ঘরে পাথরে পাথরে মাথা কুটে ফিরছি।

সমর। আশ্চর্য ! আঠারো বছর ? কিন্তু তুমি এ-ঘরে এলে কী ক'রে।

পাণ্ডু। আঠারো বছর ধ'রে প্রতিদিন তিল তিল ক'রে পাষাণ খইয়ে একটা ছিদ্র তৈরি করেছি। সেইখান থেকে রোজ তোমায় লক্ষ্য করি। আজও সেই রন্ধ্র-পথেই তোমার কাছে এসেছি। এখন যা বলি, তার জবাব দাও। তুমিই কি সিংহগড়ের ভাবী রাজা কুমার সমরজিৎ ?

সমর। হ্যাঁ।

পাণ্ডু। তুমি এখানে এলে কেন ? কী ক'রে এলে ?

সমর। চক্রান্তে। আমাকে পানীয়ের সঙ্গে মাদক সেবন করিয়ে জ্ঞানহারা ক'রে ফেলে। জ্ঞান হ'তে দেখি, আমি এখানে বন্দী।

পাণ্ডু। কে তোমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে যুবরাজ ?

সমর। ঠিক জানিনা। তবে মনে হয়, এর পেছনে আছে দেওয়ান রত্নাকর রাও আর আমার স্বর্গত পিতার এক নটী উপপত্নীর ষড়যন্ত্র।

পাণ্ডু। কী নাম সেই নটীর ?

সমর। চন্দাবাঈ।

পাণ্ডু। [ চমকিয়া ] চন্দাবাঈ ?

সমর। অমন ক'রে চম্‌কে উঠলে কেন ?

পাণ্ডু। না—না, ও কিছু নয়। তারপর বলো। তোমায় বন্দী করায় ওদের স্বার্থ ?

সমর। হয়ত আমার অবর্তমানে ওরা চায় আমার পিতার ঔরসজাত সেই নটীপুত্র অমরজিৎকে রাজা করতে।

পাণ্ডু। সম্ভব। কিছুই অসম্ভব নয় ঐ চন্দাবাঈয়ের পক্ষে। চন্দাবাঈ ? চন্দাবাঈ !

সমর। তুমি তাকে চেনো ?

পাণ্ডু। চিনতুম। সেকথা থাক্। মুক্তি চাও ?

সমর। কে দেবে ?

পাণ্ডু। আমি।

সমর। কী ক'রে ?

পাণ্ডু। আমার ঘরের একদিকে তোমার এই ঘর। অন্যদিকে—বিশহাত নিচে—খরস্রোতা নর্মদা! এদিকের মতন সেদিকেও এক রন্ধ্র করেছি। সেই পথে পালাতে হবে। পার হ'তে হবে উত্তাল নর্মদা। তারপর—মুক্তি।

সমর। আমি—আমি কি তবে বন্দী আছি অমরজিতের খাশ তালুক পাহাড়-মঞ্জিলের পাষাণ-কারায় ?

পাণ্ডু। ঠিক—ঠিক ধরেছ।

সমর। এখানে আমায় বন্দী ক'রে রেখেছে কে ?

পাণ্ডু। এখানে তুমি তিলে তিলে শুখিয়ে মরবে, কেউ জানতেও পারবেনা। ইতিমধ্যে রাজ্যে হয়ত রটানো হয়েছে তোমার রহস্যময় নিরুদ্দেশের কথা। খুঁজবে সবাই। অথচ কেউ পাবেনা তোমার সন্ধান। তারপর—তোমার মৃত্যুর পর—রাজা হবে নটীপুত্র অমরজিৎ। এর চাইতে চমৎকার চক্রান্ত আর কী হ'তে পারে ?

সমর। ওঃ, ভগবান! মানুষ এত নীচ হ'তে পারে?

পাণ্ডু। পারে। আরও নিচে—আরও গভীর পাঁকে—অতল নরকে নাম্‌তে পারে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—অমৃতস্য পুত্রাঃ এই মানুষ সামান্য আত্মস্বার্থের লোভে। তুমি জানোনা। আমি জানি। আমি দেখেছি। শিউরে উঠেছি।

সমর। তুমি যেই হও—উদ্ধার করো আমায় এই নরক হ'তে।

পাণ্ডু। কর্‌বো—কর্‌বো উদ্ধার! একটা সর্তে।

সমর। চাও যদি—তোমায় দান করতে পারি সিংহগড়ের সিংহাসন।

পাণ্ডু। চুলোয় যাক্ সিংহাসন! কে চেয়েছে তা?

সমর। তবে? আর কী চাও?

পাণ্ডু। প্রতিশোধ!

সমর। প্রতিশোধ?

পাণ্ডু। হ্যাঁ। প্রতিশোধ! প্রতিজ্ঞা কর—তোমার আমার ওপর এই অন্যায় অকথ্য অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে?

সমর। কী সেই প্রতিশোধ?

পাণ্ডু। যথাকালে তা শিখিয়ে দেবো। এখন—কথা দাও।

সমর। দিলুম কথা।

পাণ্ডু। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বে?

সমর। অন্যথায় আমি স্বর্গত মহারাজ বিশ্বজিৎ রাওয়ের সন্তান নই।

পাণ্ডু। এসো তাহ'লে আমার সঙ্গে। ঝাঁপ দিতে হবে খরস্রোতা নর্মদায়। তারপর—

সমর। এই দুর্বল দেহে আমি কি পার্‌বো সাঁতার দিয়ে নর্মদা পার হ'তে?

পাণ্ডু। কেন পারবেনা? তুমি না রাজপুত্র? তুমি না সিংহগড়ের

রাজা হবে ? এইটুকু পারবেনা ? পারতেই হবে তোমায়। ওঠো—ওঠো।

সমর। [ ওঠার চেষ্টা ক'রেও প'ড়ে যায় ] না—না ! আমি পারবো না। পারছিনা—।

পাণ্ডু। ধরো—ভর দাও আমার কাঁধে। ওঠো। হ্যাঁ, চলো এইবার। সাবধান ! খুব হুঁসিয়ার ! [ সমরজিৎকে ধ'রে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পাগলের মত হেসে ওঠে ]

সমর। ওকি ! অমন ক'রে হাসছো কেন ?

পাণ্ডু। হাসতে দাও ! বাধা দিওনা ! আঠোরো বছর আমি হাসিনি। হাসতে দাও—[ অট্ট অট্ট হাসতে থাকে ]

সমর। থামো ! থামাও তোমার ও পিশাচ-হাসি। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে আমার ! থামো—

পাণ্ডু। উপায় নেই ! ভেঙ্গেছে—পাষাণ বাঁধ আজ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে ! যুগ-যুগান্তরের বন্দী বন্যা এবার সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে পরমাক্রোশে ভৈরব গর্জনে। কারো বাধা—কোনও মানা—কোনও মিনতি সে আর মানবেনা—মানবেনা—মানবেনা—! সে বন্যার ঢেউয়ের দোলায়-দোলায় ফুঁসে গর্জে উঠবে এক নব কালীয় নাগ, আর বিষে বিষে নীল ক'রে দেবে সারা সৃষ্টিটাকে। দুলবে আর ছোবল দেবে ! দে দোল—দে দোল—

[ অট্টহাস্যে সমরজিৎসহ প্রস্থান

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়-মঞ্জিলের রঙমহল

নৃত্যগীতরতা বাঈজীসহ মদ্যপানরত রত্নাকর

বাঈজী।—

গীত।

পিউ পিউ পাপিয়া ডেকোনা রে আর।
ফুলশরে জরজর তনু যে আমার॥
ফাগুন এলো আগুন নিয়ে মনোমাঝে মোর,
ঘর ছেড়ে হায় বনমাঝে খুঁজি মনোচোর,
মোর দেহ-যমুনায়
একি ভরা জোয়ার ছায়,
প্রিয় বিনা মিছে হ'লো নিশি-অভিসার॥

গানের শেষদিকে ব্যস্তব্যাকুলভাবে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। দেওয়ানজি—দেওয়ানজি! মুণ্ডু সাম্‌লান!

রত্নাকর। কার মুণ্ডু যাবে ব্যাসদেব বাবাজি?

ব্যাসদেব। আমার—আপনার—বাঈজীর—সবার! ওরে বাবা, একী কাণ্ড! হায় হায়!

রত্নাকর। আঃ! কী হয়েছে তাই স্পষ্ট ক'রে বলোনা মূর্খ! বাঈজি, তুমি যাও এখন! [ বাঈজীর প্রস্থান ] বলো এবার—কি হয়েছে?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, বল্‌বার আর কিছু নেই দেওয়ানজি! ইষ্টিনাম পর্যন্ত মনে পড়্‌ছেনা। বাঁইবাঁই ক'রে মাথা ঘুরছে।

রত্নাকর। ব্যাসদেব! মর্‌তে চাও?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে না। তবু মর্‌তে হবে। বাঘে মারলেও মার্‌বে, নয়তো বাঁদরে খিম্‌চে খাবে। দেওয়ানজি, খাঁচা ফাঁকা! পাখী ফুড়ৎ!

রত্নাকর। কোন্ পাখী?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে রাজপাখী আর তার পাশের ঘরের সেই বাজপাখী—দুইই!

রত্নাকর। সে কী!

ব্যাসদেব। আজ্ঞে হাঁ। হৈ হৈ প'ড়ে গেছে। এইমাত্র দেখে এলুম। দুচোখে ধোঁয়া দেখছি সেই থেকে।

রত্নাকর। কী করে পালালো?

ব্যাসদেব। ফুড়ুৎ ক'রে। দুই দেওয়ালে ইয়া ইয়া দুই ফুটো! তাই দিয়ে গ'লে পিছলে পালিয়েছে।

রত্নাকর। আশ্চর্য! প্রহরীরা কী কর্‌ছিল?

ব্যাসদেব। শুন্‌লুম—ওদের মহালে পাহারায় ছিল উজবুক সিং! সে ব্যাটাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রত্নাকর। খুঁজতে বলো। এখুনি বার হোক্ সবাই সব দিকে। নর্মদায় নামাক্ সব কটা বজরা।

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, তোড়জোড়ের ত্রুটি নেই। ক' ব্যাটা এরি মধ্যে হন্তে হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাকীগুলো হ্যারাহ্যারা ক'রে সাজগোজ কর্‌তে কর্‌তে নরক গুল্‌জার কর্‌ছে! তাতে ছাই হবে! উড়ন্ত পাখী আর কি সোনামুখ করে খাঁচায় সেঁধোবে? গেল—গেল এবার বেঘোরে প্রাণটা! হয় ওপর থেকে এক কোপে ধড়মুণ্ডু আলাদা, নয়তো নিচে থেকে চড়্ চড়্ করে শূল! ওরে বাবা, যা-তা অপরাধ নয়! রাজদ্রোহ। রাজাকে খাঁচায় পুরে রাখার মজাটা এবার—

রত্নাকর। চুপ! ওকথা আর একটিবার মুখে এনেছ কি ও-মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দেবো : যাও, শুনিয়ে দাও আমার হুকুম—জ্যান্তে না পারুক্, দুটোরই মরা লাশ আমার চাই-ই!

ব্যাসদেব। আজ্ঞে যাচ্ছি। তবে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো কিনা জানিনা। হাঁটুদুটো যা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

রত্নাকর। আর একটা কথাও অম্নি সবাইকে শুনিয়ে দেবে।

ব্যাসদেব। আবার? বেশ, আজ্ঞা করুন।

রত্নাকর। নর্মদার খাড়িতে আমাদের দুটো কুমীর বাঁধা আছে জানো?

ব্যাসদেব। শুনেছি। চোখে দেখার সাহস হয়নি আজ পর্যন্ত।

রত্নাকর। অনেককাল শুধু জোলো মাছ খেয়ে কুমীর দুটোর মুখে অরুচি ধ'রে গেছে। ডাক ছাড়ছে মানুষের মাংসের লোভে। ওদের বলে দিয়ো—পাখী দুটোকে ওরা যদি আবার ফিরিয়ে আনতে না পারে, তাহ'লে ওদের প্রত্যেককে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে সেই দুটো অভুক্ত, লোভার্ত কুমীরের মুখে। যাও—

ব্যাসদেব। হ'লো—হ'লো এবার যদুবংশ নির্বংশ।

[ সভয়ে প্রস্থান

রত্নাকর। হাতের শিকার পালালো। যদি ধরা ওদের না যায়, তাহ'লে—

অমরজিতের প্রবেশ

অমর। যারা পালায়, তারা ধরা দেবে ব'লে পালায়না দেওয়ানজি!

রত্নাকর। [ সহসা মিষ্টকণ্ঠে ] এই যে কুমার অমরজিৎ! আসুন।

অমর। খবর শুনেছেন?

রত্নাকর। শুনতে হ'লো বৈকি। দুঃখ করবেননা কুমার। আমি আছি।

অমর। নিজের জন্যে নয় দেওয়ানজি, দুঃখ হ'চ্ছে আপনাদের জন্যে। বাড়া ভাতে ছাই পড়লো। দেওয়ানজি, কুমার সমরজিৎ আমার শত্রু। একই রাজার সন্তান হ'য়েও আমি বিনাপরাধে তার কাছে শুধু জারজ এক নটীপুত্র। এ-উপেক্ষা আর কলঙ্ক আমার কণ্ঠে হ'য়ে আছে অনির্বাণ বিষজ্বালা।

রত্নাকর। আর সুন্দরী কাবেরী?

অমর। সেও আরেক জ্বালা। আমার মানসীকে কেড়ে নিতে চায় সে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে শুধু চায় আমাকে ঠকিয়ে, ফাঁকি দিয়ে রিক্ত সর্বহারা করতে। সে আমার চরম শত্রু। তার মৃত্যু আমার পরম কাম্য।

রত্নাকর। তাইতো আমার সর্বসামর্থ্য নিয়োগ করেছি কুমার অমরজিতের মনস্কাম পূরণে।

অমর। সাধু, সাধু! কিন্তু দেওয়ানজি, শুনে বোধহয় অবাক হবেন যে, কুমার সমরজিতের এ-পলায়নে আমি নিজে একটুও দুঃখিত হইনি, খুশি হয়েছি। কেন জানেন?

রত্নাকর। আমি বৃদ্ধ রাজসেবক মাত্র!

অমর। মৃত্যু চাই আমি সমরজিতের। কিন্তু গুপ্তহত্যা নয়। আমি যুঝতে চাই তার সঙ্গে সামনাসামনি, খোলা তলোয়ার হাতে। বুঝিয়ে দিতে চাই যে, দক্ষতায় এই নটীপুত্রও তার চেয়ে নগণ্য নয়।

রত্নাকর। তাতে প্রথমতঃ অনর্থক শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে কুমার! তার ওপর আছে—প্রকাশ্য রাজদ্রোহের অপরাধ। কাজ কি কুমার অত ঝক্কিতে?

অমর। গুপ্তঘাতকে বুঝবেনা কত মহান্ সেই ঝক্কি।

রত্নাকর। বোঝালেও অনেকে বোঝেনা কুমার, যে, রাজনীতি আর সাধুনীতি এক নয়।

অমর। চাইনা বুঝতে আপনাদের ঐ চমৎকার চক্রান্তনীতি। শুধু আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন দেওয়ানজি, সমরজিৎকে ত্যাগ ক'রে আমার ওপর কেন আপনার এত করুণা ?

রত্নাকর। অন্যায়কে আমি প্রশ্রয় দিতে পারিনা কুমার! ঐটাই আমাদের চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা। আপনার ওপর এই অন্যায় অবিচারের জন্যই আপনার পক্ষ নিতে আমি বিবেকের নির্দেশ অমান্য করতে পারিনি। এরই জন্য এতো চক্রান্ত, এতো হত্যা আর রক্তক্ষয়ের আয়োজন। আপনাকে ঐ সিংহাসনে বসানোই আমাদের একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্তব্য কুমার!

অমর। কিন্তু আমি তো বার বার বলেছি দেওয়ানজি, সিংহাসনের প্রত্যাশী আমি নই।

রত্নাকর। চন্দাবাঈয়ের কিন্তু ইচ্ছা তাই-ই। তাঁরই নির্দেশে সব আয়োজন।

অমর। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সিংহাসনে বসাবেন ?

রত্নাকর। চন্দাবাঈয়ের সঙ্কল্প তাই।

অমর। সিংহাসন পারবে আমার জন্মের কলঙ্ক মুছে দিতে ?

রত্নাকর। রাজ-ঐশ্বর্যে চাপা প'ড়ে যাবে সব কলঙ্ক। তার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না কুমার।

অমর। তবু যদি তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় ?

রত্নাকর। রক্তে ধুয়ে সাফ ক'রে দেবো সেই বিদ্রোহী কলঙ্ক-কালিমাকে।

অমর। সবাইকে ভোলালেও আমি কী ক'রে ভুলবো সেই কলঙ্ক-কথা?

রত্নাকর। ডুব দিন সুরার স্রোতে। কুমার কি শোনেননি যে, সুরার আর এক নাম "বিস্মরণী-সুধা"?

অমর। আমার চেয়ে সেকথা আর কেউ ভাল ক'রে জানেনা দেওয়ানজি! আমি সব ছেড়ে শরণ নিয়েছি শুধু ঐ বিস্মরণী-সুধার। কিছু হয় না। শুধু মাত্রা বাড়ে, আর বাড়ে জ্বালা। ভুল্তে পারিনা— কিছুতেই ভুলতে পারিনা আমার জন্মগত কলঙ্ককালিমা। ভুল্তে পারিনা যে আমি রাজার কুমার হ'য়েও অতি হেয়, ঘৃণ্য এক নটীর সন্তান!

রত্নাকর। বিচলিত হবেননা কুমার! এমন সুরা এবার তৈরী করাবো আপনার জন্যে, যা পানমাত্র সব ভুলে যাবেন—সব।

অমর। সে-সুরা বুঝি তৈরী হবে মানুষের রক্ত জ্বাল দিয়ে?

রত্নাকর। হয়ত তার সঙ্গে আরো থাক্‌তে পারে সিংহাসনের মাদক যত সম্মান-প্রতিপত্তির আরক, আর সোণা-রূপো মণি-মুক্তার যতরকম মিষ্টি-চূর্ণ আর ভস্ম। তাকে আর সুরা বলা চল্‌বেনা কুমার, তা হবে সুধা!

অমর। চাইনা—চাইনা আমি অমন সুধা! চাইনা সিংহাসন আর রাজ-ঐশ্বর্য! বসুক্ সিংহাসনে আমার পরম শত্রু ঐ সমরজিৎ। তাতে আমার একটুও হিংসা হবেনা। আমায়—আমায় শুধু সবাই মুক্তি দিক্ এই অসহ্য জ্বালাময়—জন্মকালিমা হ'তে। আর দিক্ আমার সঙ্গে আমার মানসীকে। আর কিছু চাইবোনা। চ'লে যাবো দূরে—অনেক দূরে।

রত্নাকর। অনেক দূর পা বাড়ানো হয়েছে কুমার,—অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। আর ফেরা চলেনা। ইচ্ছায় হোক্—আর অনিচ্ছাতেই হোক্—এখন চলতে হবে শুধু সাম্‌নে। আর কোনও পথ নেই।

অমর। আমি যদি না যাই?

রত্নাকর। আপনার মা—চন্দাবাঈ আপনাকে সঙ্গে না নিয়ে হয়ত ছাড়বেন না কুমার !

অমর। তাহ'লে শুনে রাখুন দেওয়ানজি, শুনিয়ে দেবেন আমার নটী মাকে,—ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে মানুষকে যদি রক্তমাতাল দানব ক'রে তোলা হয়, তাহ'লে রক্তলোভে সেই দানব একদিন তার এহেন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীদেরও রক্তপান করতে হয়ত দ্বিধা করবেনা ! সাবধান দেওয়ান রত্নাকর রাও, সেদিনের জন্যে আপনারা দু'জনেই সাবধান !

[ প্রস্থান

রত্নাকর। [ হাস্‌তে হাস্‌তে ] মূর্খ ! এত আয়োজন যে একটা মূর্খের জন্য নয়, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও নেই।...রাজা হবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কে রাজা হবে, কেউ জানেনা ! কেউ জানে না যে নটীরাণী চন্দাবাঈ আবার রাণী হবে কোন্ ভাগ্যবানের ! জানে শুধু একজন। সে কিন্তু কাউকে বল্‌বেনা, কাউকে না।

সুবলের প্রবেশ

সুবল। জয় রাধেকৃষ্ণ। কিছু ভিক্ষে দেবে বাবা ?

রত্নাকর। বলো বালক, কী ভিক্ষা চাও তুমি ?

সুবল। যা চাইবো, দেবে ?

রত্নাকর। সোণা চাও ?

সুবল। না।

রত্নাকর ! রত্ন-আভরণ ?

সুবল। না।

রত্নাকর। বসন ? উত্তরীয় ?

সুবল। তাও না।

রত্নাকর। গ্রাম? গোধন?

সুবল। না গো, না, ওসব কিছু আমার চাইনা।

রত্নাকর। তবে আর কী চাও?

সুবল। বিসর্জন দাও তোমার দুর্মতি!

রত্নাকর। [ সরোষে ] বালক!

সুবল। হাঁগো, দিতেই যদি হয়, দাও সেরা জিনিষ। দাও স্নেহ, প্রীতি, প্রেম। ভালবাসো সবাইকে। মনে মনে তোমার যে সর্বনেশে সঙ্কল্প, তা ছাড়ো!

রত্নাকর। আমার সঙ্কল্পের কথা তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

সুবল। সে সঙ্কল্পের ছবি যে আঁকা রয়েছে তোমার চোখে-মুখে। কই, দাও ভিক্ষা।

রত্নাকর। অসম্ভব তোমার কামনা বালক। তুমি আমার সৌভাগ্যের পথ বন্ধ কর্‌তে চাও?

সুবল। তুমি অন্ধ। তাই বুঝতে পার্‌ছোনা, ঐ সৌভাগ্যই হবে তোমার চরম দুর্ভাগ্য।

গীত।

ওরে, তোর এ কোন খেলা বল্।
কেন আনিস্ ডেকে সর্ব্বনাশে ছল্‌তে গিয়ে ছল।
তুই ভাবিস্ মনে সঙ্গোপনে কর্‌বি কিস্তিমাৎ,
দমকা ঝড়ে মাঝ-দরিয়ায় বজরা হবে কাৎ;
ওরে হিতবচন শোন্ মূঢ় মন, ফির্‌তি পথে চল্।

রত্নাকর। তুমি জানোনা—জানোনা বালক, ঐ আমার মহাতীর্থের পথ। ঐ পথে অপেক্ষা কর্‌ছে আমার সিদ্ধি।

সুবল।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ও ভাই, নিমগাছেতে সিম ফলেনা, কুকমে ছায় পাপ,
ঐ অধমেতেই কুরুকুল আর রাবণ হ'ল সাফ,]
ও তুই পার পাবিনা, ভুগতে হবে বিষম বিষফল।

[ প্রস্থান

রত্নাকর। বাধা—বাধা! শুভকাজে একি বাধা?

ব্যস্তভাবে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। দেওয়ানজি! দেওয়ানজি! পাওয়া গেছে।

রত্নাকর। কাকে?

ব্যাসদেব। রাজ-পাখীকে।

রত্নাকর। কোথায়?

ব্যাসদেব। নদীর পাড়ে—একটা খাড়ির মুখে। না-না, জ্যান্ত নয়। মরা লাশটা।

রত্নাকর। সে কী! কে মারলে?

ব্যাসদেব। ভূতে জানে। তবে এ্যায়সা মার মেরেছে, চেনা যায়না। সমস্ত মুখটা থেঁতলে দিয়েছে। শুধু পরণের পোষাক থেকেই—যা চেনা যায়। ইস, রাত্তিরে আমার ঘুমের দফা জন্মের মতন রফা হ'য়ে গেল।

রত্নাকর। আর দুজন?

ব্যাসদেব। উধাও। কোথাও পাওয়া যায়নি তাদের।

রত্নাকর। কে কে দেখেছে লম্পটকে?

ব্যাসদেব। শুধু আমি আর হরিসিং। লুকিয়ে রেখেছি গুমোট-ঘরে।

রত্নাকর। ব্যাসদেব, জীবনের মায়া আছে তোমার ?

ব্যাসদেব। ভীষণ।

রত্নাকর। অকালে অপঘাতে মর্‌তে চাও ?

ব্যাসদেব। কক্ষণো না। মাইরি না।

রত্নাকর। যদি এই লাশের কথা আমাদের তিনজোড়া কাণ ছাড়া আর কারো কাণে যায় তোমাদের গাফিলতিতে, কী হবে জানো ?

ব্যাসদেব। না তো।

রত্নাকর। তাহ'লে এমনি ক'রে—[ গলা টিপে ধরে ব্যাসদেবের ]

ব্যাসদেব। উহু-হু! ম'রে গেলুম—দম্ আট্‌কে ম'রে গেলুম! উহুহু—ছাড়ুন—ছাড়ুন—

রত্নাকর। ( হাস্‌তে হাস্‌তে ) ভুলোনা—বাঁচতে চাও তো ভুলোনা একথা—ভুলোনা—

[ হাস্‌তে হাস্‌তে সেই অবস্থাতেই ব্যাসদেবকে টান্‌তে টান্‌তে প্রস্থান

———

## তৃতীয় দৃশ্য

অনন্তরাওয়ের গৃহের পুষ্পোদ্যান

[ অদৃশ্য কোকিল কুহুতান মুখর ]

পুষ্পচয়নরতা কাবেরীর প্রবেশ

কাবেরী। [ অদৃশ্য কোকিলকে উদ্দেশ ক'রে ] বুঝেছি কোকিলা, বুঝেছি, তোদের বসন্ত এসেছে। তাতে আমার কী? তোদের ডাকে সাড়া পাবি। আস্‌বে তোদের মনের মানুষ! আমার? কে আছে? কে সাড়া দেবে? যারও বা আশা ছিল, সেও নিরুদ্দেশ। না—না, কোকিলা, দোহাই তোর, থাম্! ডাকিসনে আর অমন ক'রে। সইতে পারিনা!

ফুলমায়ার প্রবেশ

ফুলমায়া। [ সকৌতুকে ] কী হ'লো সখি, কোকিলার ওপর অত রাগ কেন?

কাবেরী। দেখনা ফুলমায়া, দিনরাত কাণের কাছে এমন কুহুকুহু করবে যে, কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেল। ভাল লাগে?

ফুলমায়া। কাণ নয় সখি, মন তোর বিগ্‌ড়েছে!

কাবেরী। হাঁ, তোকে বলেছে।

ফুলমায়া। বলেইছে তো।

কাবেরী। কে বলেছে শুনি?

ফুলমায়া। তোর চোখ, মুখ, দীর্ঘশ্বাস।

কাবেরী। । ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু।

ফুলমায়া। সখি, তোর অসুখ করেছে।

কাবেরী। কক্ষণো না।

ফুলমায়া। নিশ্চয়ই।

কাবেরী। কী অসুখ?

ফুলমায়া। যে অসুখে মানুষ মরে না, আধমরা হ'য়ে ধড়ফড় করে। দুনিয়া ফাঁকা ঠেকে। বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চায় সাতসাগরের মস্ত মস্ত ঢেউ। এই বয়সেই ধরে সেই মারাত্মক রোগ।

কাবেরী। নাম নেই সেই অসুখের?

ফুলমায়া। লোকে তার নাম দিয়েছে—বিরহ।

কাবেরী। [ সরোষে ] ফুলমায়া!

ফুলমায়া। সব লক্ষণ হুবহু মিলে যাচ্ছে। তোকে বল্‌বো কি সখি, এই রোগে শ্রীরাধা পর্য্যন্ত কেঁদে আকুল হ'য়ে লাজ মান কুল সব জলাঞ্জলি দিয়ে পথে পথে ব'লে বেড়িয়েছিল—

কাবেরী। কি বলেছিল?

ফুলমায়া। শুন্‌বি? আচ্ছা, দাঁড়া। [ নেপথ্যে ডাক দেয় ] কই গো বাছা! এসো তো এদিকে।

## সুবলের প্রবেশ

সুবল। জয় রাধেকৃষ্ণ!

ফুলমায়া। এই যে সুবল। হ্যাঁরে সুবল, কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হ'য়ে কি বলে দুঃখু করেছিল বল্‌তো তোর রাধা?

সুবল। রাধা বলেছিল—[ সুরে ] ললিতে, ও ললিতে।

আমার অঙ্গ জ্বলে কৃষ্ণ-পিরীতে॥

ফুলমায়া। শুন্‌লে তো সখি! হ্যাঁরে সুবল, বল্‌লিনা তো—কৃষ্ণ-

অদর্শনে কী অবস্থা হ'তো তোর রাধার ? শুনিয়ে দে তো আমার সখীকে ।

সুবল । আকুল কান্নায় ভেঙ্গে প'ড়ে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করেছিল সখী ললিতাকে—

গীত

ললিতে, ও ললিতে ! কোথায় আছে কানু আমার
পারিস্ বলিতে, ( সেকি ) পারিস্ বলিতে ?
ওলো বৃন্দ-দূতীর কুঞ্জে তারে দেখেনিকো কেউ,
তার বিহনে নীল যমুনার ছলছল ঢেউ,
ও তুই জানিস্ নাকি লো,
কানু কোথায় লুকালো, শুধু মোরে ছলিতে ।
মোর এ কোন্ প্রিয় হায়,
সে যে হাসিতে কাঁদায়,
পথে টেনে ফাঁকি দিল দেখাটি দিতে ।

( গান শুনিয়া কাবেরীর চোখে জল দেখা দিল )

সুবল । একি ! তুমিও কাঁদছো বোন ! বুঝেছি । আবার কোন কালো মাণিক বুঝি তোমাকেও কাঁদিয়েছে । ওরা যে অমনিই গো ! যুগে যুগে অমনি ক'রেই সবাইকে কাঁদায় ।

কাবেরী । না—না, ও কিছু নয় । এই নাও । [ মালা দিল ] যখনই এদিকে আস্‌বে, গান শুনিয়ে যেও ।

সুবল । আস্‌বো, আবার আস্‌বো । [ প্রস্থান

ফুলমায়া । কাবেরি, আবার কাঁদছিস্ ? ইস্, একবারও তো চোখে দেখিস্‌নি কুমার সমরজিৎকে, একটা কথা বলারও সুযোগ হয়নি, তাতেই এত ? দেখা-সাক্ষাৎ যদি থাকৃতো—

কাবেরী। যতটুকু পারছি, হয়ত তাও সইতে পারতুম না ফুলমায়া। আচ্ছা, বল্‌তো সই, কোথায় উধাও হ'লো সে এমনভাবে? কেন গেল?

ফুলমায়া। রাজার খেয়াল। ভাবিস্‌নে কাবেরি, আবার সে ফিরে আস্‌বে।

কাবেরী। খবর পেয়েছিস্ কিছু?

ফুলমায়া। না। তবে লোক গেছে চারদিকে। হয়ত শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌বে।

কাবেরী। যদি না আসে? যদি লোকে যা বল্‌ছে, তাই সত্যি হয়?

ফুলমায়া। অর্থাৎ—অমরজিৎ তাকে গুম্ ক'রে রেখে থাকে সিংহাসনের লোভে, এইতো?

কাবেরী। হ্যাঁ।

ফুলমায়া। তাহ'লে পাতাল ফুঁড়েও তাকে বার ক'রে চাচাজী অনন্তরাও এমন শাস্তি দেবেন ঐ নটীপুত্রকে, যে—[ সহসা নেপথ্যে লক্ষ্য করে ] ঐ রে, এলেন বোধ হয় আমার গুণের নিধি মোহন! আস্‌ছি—

কাবেরী। এই না আমাকে ঠাণ্ডা করছিলি ফুলমায়া! আমার না হয় বাড়াবাড়ি: কিন্তু তুই কেন মোহনকে দেখে এমন ছট্‌ফট্ করিস্ বল্‌তো?

ফুলমায়া। জ্বালিয়ে খেলে ভাই, প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলেছে! ছিনে জোঁক একটি। তাড়ালেও যাবে না। কী যে করি ওকে নিয়ে!

[ প্রস্থান

কাবেরী। ঠিক! ঠিক বলেছ ফুলমায়া! কার জন্যে ভাব্‌বো আমি এতো! কুমার সমরজিৎ আমার কে?

অমরজিতের প্রবেশ

অমর। আমিও তো বারবার তাই বলি কাবেরি, সমরজিৎ তোমার কে যে এমন ক'রে সে তোমার মন জুড়ে থাকবে?

কাবেরী। তুমি? তুমি আবার কেন এসেছ?

অমর। অপদার্থ সমরজিতের শূন্যস্থান অমরজিৎ ভরিয়ে দেবে তার ভালবাসা আর অনুরাগে।

কাবেরী। ও-কথার জবাব তো আরও অনেকবার দিয়েছি।

অমর। ভুল করেছ আমায় ফিরিয়ে দিয়ে। সে-ভুল সংশোধন করো আমার পত্নীত্ব স্বীকার ক'রে।

কাবেরী। নর্মদায় আজও জলের অভাব হয়নি অমরজিৎ। আশা তোমার মিটবেনা কোনদিন।

অমর। কেন?

কাবেরী। তুমি জানোনা? তুমি লম্পট, তুমি মাতাল, তুমি—

অমর। সমরজিৎ যে আমার চেয়ে অনেক বড় মাতাল আর লম্পট, সেকথা কি শোননি কোনদিন?

কাবেরী। শুনেছি। তবু আমি তাঁর বাক্‌দত্তা। আমার বাবা কথা দিয়েছেন।

অমর। কথা, কথা! শুধু মুখের কথার জন্যে এমন একটা জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবার কোনও অধিকার নেই কোনও পিতার। কাবেরি, ভুলে যাও সমরজিৎকে।

কাবেরী। ভোলা তাঁকে যায়না।

অমর। কেন—কেন যায়না কাবেরি? তাকে কোনদিন না দেখেও কী এমন পেয়েছ তার মধ্যে যা আমার মধ্যে নেই? শৌর্য্য, সম্পদ,

ভালবাসা, রূপ, স্বাস্থ্য—কি নেই আমার? কীসে আমি ছোট তার চেয়ে?

কাবেরী। শুধু একটি জিনিষে অমরজিৎ। একটা মাত্র জায়গায় তাঁর সঙ্গে তোমার আকাশ-পাতাল তফাৎ।

অমর। কিসের সেই পার্থক্য কাবেরি?

কাবেরী। শুনতে চাও?

অমর। শুনতে আমায় হবেই।

কাবেরী। পারবে সহ্য করতে?

অমর। তোমার জন্যে আমি কি না পারি কাবেরি? বলো—

কাবেরী। শোন তবে। তফাৎটা হ'লো এই যে, তিনি রাজপুত্র আর তুমি নটীপুত্র!

[ প্রস্থান

অমর। [ কষাহতের মত আর্ত্তকণ্ঠে ] কাবেরি! ব'লোনা—ব'লোনা ওকথা! [ অপমানে সে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে। একটু পরে ফিরে দেখে কাবেরী চ'লে গেছে। গভীর খেদে সে আপন মনেই ব'লে চলে ] নটীপুত্র! নটীপুত্র! চমৎকার খেতাব আমার! কাবেরি, আরও চমৎকার বিচার তোমাদের! তাই বারবার তোমরা ভুলে যাও যে, আমারও পিতা ঐ স্বর্গত মহারাজ বিশ্বজিৎ রাও, আর নটী হ'লেও আমার মা-ও তোমাদেরই মতন আর একটি নারী।

[ প্রস্থান

---

## চতুর্থ দৃশ্য

বনাভ্যন্তর

সন্তর্পণে পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। হ'লোনা হ'লোনা! ব্যর্থ হ'য়ে গেল আমার ব্রহ্মাস্ত্র। ভীরু, কাপুরুষ! তীরে এসে তরী ডোবালে আমার। চমৎকার জাল ফেলেছিলুম। নিখুঁতভাবে সেই জালে জড়িয়ে নিয়েছিলুম প্রহরীটাকেও। তবু হ'লোনা!......হবেনা? চরিতার্থ হবেনা আমার আকাঙ্ক্ষা?... আঠারো বছর ধ'রে প্রতি মুহূর্তে যে সঙ্কল্পের শপথ করেছি, দিবারাত্র যে স্বপ্ন দেখেছি, তা মিথ্যে হ'য়ে যাবে? ......না। আবার আমি নতুন ক'রে গড়বো! পা দেবো নতুন পথে। লক্ষ্য থাক্‌বে একই। আর সেই লক্ষ্যে আমায় পৌঁছতেই হবে! [ সহসা চম্‌কে ওঠে ] কে?...... কে আস্‌ছে!....পালাই— [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। শান্ত হো যাও দোস্ত্‌—শান্ত্‌! বলো মাভৈঃ!

পাণ্ডু। কে—কে তুমি?

শ্যাম। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছোনা দোস্ত্‌?

পাণ্ডু। তুমি—তুমি শ্যামলাল না?

শ্যাম। হাঁ বন্ধু।

পাণ্ডু। বদ্‌লে গেছো—এমন বদলে গেছো তুমি যে, আর চেনাই যায়না তোমাকে।

শ্যাম। বদ্‌লে তুমিও গেছ বন্ধু। তবু তোমাকে চিন্‌তে আমার একটুও দেরি হয়নি। কেন জানো?

পাণ্ডু। কেন ?

শ্যাম। আমি তো তোমায় চোখ দিয়ে ভালবাসিনি বন্ধু। ভাল-বেসেছিলুম—মন দিয়ে। আমার মনের মধ্যে আঁকা আছো তুমি। ভুলতে কি পারি তোমায় ?

পাণ্ডু। তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু শ্যামলাল। এ বিশাল পৃথিবীতে আত্মজন আজ আর আমার কেউ নেই। কেমন আছো বন্ধু ?

শ্যাম। হারাণোর ব্যথা তোমারও বুকে, আমারও। বিরহের আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক্ হচ্ছি যত, ততই শুনতে পাচ্ছি তাঁর মিলনের ডাক। সেই সব-পাওয়ার অভিযানে আমার নিত্যযাত্রা বন্ধু।

পাণ্ডু। তোমাকে আমার হিংসা হ'চ্ছে শ্যামলাল। তুমি দেখ্‌ছি বেশ ভুলে গেছ অতীতটাকে। আমি কিন্তু পার্‌ছিনা ভুলতে একটা মুহূর্ত। দিবারাত্র জলে-পুড়ে খাক্ হ'চ্ছি। উঃ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল।

শ্যাম। ভুলতে চাও ? শান্তি চাও বন্ধু ?

পাণ্ডু। পারো দিতে ?

শ্যাম। তাহ'লে শরণ নাও সেই সর্বজ্বালাহর চিরশান্তিময়ের। তাঁকে ডাকো। বলো—

### গীত

হে গোবিন্দ, হে মুরারি, কৃষ্ণ ভগবান্।
শান্তি-শরণ দাও দাও প্রভু বিপদে পরিত্রাণ॥
অন্তরতম অন্তরে রহি চাল হে চালক মোর,
হতাশার ঘন আঁধার নিশায় নাশিও ভ্রান্তি ঘোর,
যত দ্বিধা-সংশয় করো করো লয় দিশারী জ্যোতিষ্মান॥
সত্যসাধনে ধর্মপালনে রেখো প্রভু অবিচল,
জীবনে-মরণে স্বপনে-ধেয়ানে ও চরণ সম্বল,
হে গো চরম পরম প্রিয় মনোরম, আশিস্ করো গো দান॥

পাণ্ডু। না—না, এ গান আমি শুন্‌বোনা। এমন ক'রে তুমি আমায় দুর্বল ক'রে দিওনা শ্যামলাল! তুমি যাও—তুমি যাও। আমি রুদ্রের পূজারী। আমি ভৈরব, আমি ভয়ঙ্কর। এ-গান আমার শুন্‌তে মানা—শুন্‌তে মানা—

[ দ্রুত প্রস্থান

শ্যাম। দোস্ত্‌! শান্ত্‌ হো দোস্ত্‌! শোনো বন্ধু, শোনো—

[ পিছু পিছু শ্যামলের প্রস্থান

অনন্তরাও ও মোহনের প্রবেশ

অনন্ত। গেলনা—পাওয়া গেলনা মোহন। তন্ন তন্ন ক'রে এই বিশাল বন খুঁজেও পাওয়া গেল না কুমার সমরজিৎকে। এত পরিশ্রম আমার ব্যর্থ হ'লো।

মোহন। হতাশ হবেননা সর্দারজি। হয়তো অন্য কোথাও সন্ধান মিল্‌তে পারে যুবরাজের।

অনন্ত। আর কোনও আশা নেই মোহন। চারিদিক থেকে দূতেরা ফিরে এসে শুধু হতাশার বাণীই শুনিয়েছে। না, না মোহন, আর কোথাও যাননি কুমার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ ওরাই তাকে গুম্‌ ক'রে রেখেছে।

মোহন। অর্থাৎ—অমরজিৎ?

অনন্ত। হয়তো অমরজিৎ এর জন্যে দায়ী নয়। জানেও না হয়তো সে কিছু।

মোহন। তাহ'লে?

অনন্ত: হয়ত—হয়ত এর পিছনে আছে ঐ দেওয়ান রত্নাকর আর নটী চন্দাবাঈয়ের নিভৃত চক্রান্ত।

মোহন। একটা কথা সর্দারজি।

অনন্ত। বলো।

মোহন। চন্দাবাঈয়ের স্বার্থ বুঝি। অমরজিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা হ'য়ে সে হয়ত তার কলঙ্ক মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু দেওয়ান রত্নাকর কেন তার সঙ্গে একজোট হ'য়ে হাত মেলাবেন ?

অনন্ত। লোভ। একজনের রাজ্যলোভ আর একজনের নারী লোভ।

মোহন। সেকী! রত্নাকর রাও কি চন্দাবাঈয়ের প্রতি—

অনন্ত। আসক্ত। আজ নয়। মহারাজ বেঁচে থাকতেই এ সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মোহন। আশ্চর্য!

অনন্ত। কিছুই আশ্চর্য নয় মোহন। এ দুনিয়ায় নারীর জন্য যত অনর্থ ঘটেছে, যত রক্তপাতে শ্যামলা ধরণী বারবার লালে লাল হ'য়ে গেছে, যত রাজ্য ভেঙেছে, পড়েছে, তত আর কিছুর জন্যই হয়নি। লঙ্কা আর কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মূলেও ছিল নারীর প্রতি লোভ আর নারী নির্যাতন।

মোহন। [ সহসা সচকিতে ] সর্দারজি, হুঁসিয়ার। বাঘ।

অনন্ত। কোথায় ?

মোহন। ঐ যে!

অনন্ত। এত কাছে! [ বন্দুক তুলিল, সহসা তার আগেই নেপথ্যে গুলির শব্দ হয় ]

মোহন। মরেছে বাঘ। ঐ লুটিয়ে পড়েছে। অব্যর্থ লক্ষ্য ?

অনন্ত। [ সাশ্চর্যে ] কিন্তু—কার এই অব্যর্থ লক্ষ্য ? আমি তো গুলি করিনি। কে গুলি করলো ?

ব্রিচেস্-পরিহিত বন্দুকধারী চঞ্চলের প্রবেশ

চঞ্চল। আমি।

অনন্ত। কে তুমি? [ অকস্মাৎ অনন্তরাও ও মোহন তুজনেই অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে ] একি!

অনন্ত ও মোহন } যুবরাজ সমরজিৎ!

চঞ্চল। [ সবিস্ময়ে ] যুবরাজ! কে যুবরাজ?

অনন্ত। যুবরাজ! আমরা আপনার রহস্যের পাত্র নই।

চঞ্চল। আমি তো ভাব্‌ছি, আপনারাই আমার সঙ্গে রহস্য করছেন!

মোহন। [ জনান্তিকে অনন্তকে ] সর্দারজি, উনি হয়ত এখনও ঘোরে আছেন!

অনন্ত। যুবরাজ, সুরার মাত্রা কি সীমা ছাড়িয়েছে আজ এরই মধ্যে?

চঞ্চল। সুরা! মানে—মদ? আমি খেয়েছি! [ সকৌতুক হাস্যে ফেটে পড়ে ] হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজব রসিকতা আপনাদের! জীবনে যে একফোঁটা সিদ্ধিও খায়নি, সে গিল্‌বে মদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনন্ত। যুবরাজ! আপনি সুরা পান করেননি?

চঞ্চল। আজ্ঞে, না মশায়! আর, আমি কস্মিনকালেও কোনও নিশ্চিন্দিপুরের যুবরাজ নই। আমার নাম—চঞ্চল সেন।

মোহন। অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না।

চঞ্চল। পারে না?

অনন্ত। না। আপনার কথাকে সত্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে হ'লে আমাদের নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস কর্‌তে হয়।

চঞ্চল। কিন্তু আপনাদের কথা মান্‌তে হ'লে আমাকে যে নিজের জন্মটাকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস কর্‌তে হয়।

অনন্ত। আপনি বল্‌ছেন, আপনি কুমার সমরজিৎ নন, আপনি হ'লেন এক চঞ্চল সেন ?

চঞ্চল। আজ্ঞে, হাঁ। ইস্, এ কোন্ দেশে মর্‌তে বেড়াতে এলুম রে বাবা! আচ্ছা ঝঞ্চাট তো!

অনন্ত। আপনি সুরাপান করেননা ?

চঞ্চল। আজ্ঞে না। একটা ছাড়া আমার আর কোন নেশা নেই।

মোহন। সেটা কোন্ নেশা জানতে পারি ?

চঞ্চল। অনায়াসে। এই দেখুন—[ সিগ্রেট কেশ বার ক'রে সিগ্রেট ধরায়। অপর দুজনে অপার বিস্মিত হয় ]

মোহন। সিগ্রেট্ ?

অনন্ত। তাইতো !

চঞ্চল। কেন বাবা ? এ দেশে কি সিগ্রেট-টানাও মানা ?

অনন্ত। না না, তা নয়। মোহন, বুঝ্‌তে পার্‌ছো কিছু ?

মোহন। না তো সর্দারজি !

অনন্ত। ইনি ঠিকই বলেছেন। কুমার সমরজিতের অনেক নেশা ছিল, কিন্তু সিগ্রেটের নেশা কোনদিন ছিলনা। অকাট্য প্রমাণ! ইনি যুবরাজ হ'তেই পারেননা।

চঞ্চল। বাঁচলুম। এই সোজা কথাটা বুঝ্‌তে এত দেরী লাগে ?

মোহন। কিন্তু হুবহু সেই চেহারা! আশ্চর্য, এমন মিলও সম্ভব সর্দারজি, এ যে সত্যই—

অনন্ত। ভাব্‌তে দাও—আমায় ভাব্‌তে দাও মোহন!

চঞ্চল। খুব ভাল কথা। আপনারা দুজন যতক্ষণ খুশি এই বসে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে থাকুন। আমি আসি। নমস্কার!

[ প্রস্থানোদ্যোগ ]

অনন্ত। একটু দাঁড়ান।

চঞ্চল। নাও, আবার পিছু ডাক?

অনন্ত। মাফ কর্‌বেন, ক'টা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো আপনাকে?

চঞ্চল। বিলক্ষণ! দিল্ খোল্‌সা ক'রে ফেলুন।

অনন্ত। আমার নাম অনন্তরাও। সামন্তরাজ্য এই সিংহগড়ের আমি মন্ত্রী।

চঞ্চল। বলেন কী? স্বয়ং মহামন্ত্রী? নমস্কার, নমস্কার!

অনন্ত। নমস্তে। এ হ'লো সৈন্যাধ্যক্ষ মোহন সিং।

চঞ্চল। ওরে বাবা, আপনিও তো বড় একটা কেওকেটা নন; আপনাকেও নমস্কার!

মোহন। নমস্তে জি!

অনন্ত। আপনার নাম—চঞ্চল সেন?

চঞ্চল। আজ্ঞে হাঁ। আমার দোষ নেই। বাপ-মা ঐ নাম রেখেছিলেন।

অনন্ত। সিংহগড়ে কবে এসেছেন?

চঞ্চল। আজই।

অনন্ত। কেন এসেছেন জান্‌তে পারি?

চঞ্চল। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে নয়। বেড়াতে আর শিকার কর্‌তে।

অনন্ত। সঙ্গে আর কে এসেছেন?

চঞ্চল। কেউ না। জ্ঞান হবার পর থেকে এক বাবা ছাড়া আর কোনও আপনার জনকে দেখিনি। তিনিও বছর দুই আগে এক কাঁড়ি

টাকা আর আমাকে এই দুনিয়ায় একা রেখে অন্য দুনিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন।

অনন্ত। কোথায় বাড়ি আপনার ?

চঞ্চল। বাংলাদেশে।

অনন্ত। আপনি বাঙালী ?

চঞ্চল। হাঁ।

অনন্ত। আশ্চর্য! বাঙালীর হাতের এমন অব্যর্থ টিপ্ হয় ? ভেতো বাঙালী—

চঞ্চল। [ তীব্র গর্জ্জনে ] হুঁসিয়ার সর্দারজি ! [ বন্দুক তোলে ]

অনন্ত। কী হ'লো নওজোয়ান ?

চঞ্চল। ভেতো বাঙালী! বাঙালী আপনি দেখেননি সর্দারজি, বাঙালীকে আপনি চেনেন না ; তাই ঐ কথা মুখে উচ্চারণ করার সাহস হ'লো আপনার। বাঙালী একদিন সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কাজয় করেছে, উত্তুঙ্গ হিমালয় পার হয়ে বাঙালী চীন-তিব্বতে ধর্মকথা শুনিয়েছে, বাংলার চাঁদ—কেদার—প্রতাপ—ঈশাখাঁর পরাক্রমে তামাম হিন্দুস্থানের দোর্দণ্ড-প্রতাপ মোগল-বাদশার তক্ৎ-এ-তাউস থর্থর্ ক'রে কেঁপে উঠেছে, বাঙালীর বিক্রমে পলাশীর মাঠে বোম্বেটে ক্লাইভ বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেছে, বাঙালীর নেতাজী সুভাষকে নিখিল বিশ্ব আভূমি প্রণাম জানায় আজও।

অনন্ত। নেতাজীকে আমারও লাখো সেলাম নওজোয়ান, লাখো সেলাম !

চঞ্চল। সেই বাংলার ছেলে বাঙালী আমিও। আমরা বিনয়ে যেমন পরম বৈষ্ণব, তেমনি রাগে আবার মুহূর্তে হ'য়ে উঠতে পারি মূর্তিমান কালভৈরব ! হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা বল্‌বেন।

অনন্ত। গোস্তাকী মাফ হোক নওজোয়ান! অপরাধ আমি স্বীকার করছি।

চঞ্চল। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার?

অনন্ত। জেরা নয়, একটা অনুরোধ।

চঞ্চল। বলুন।

অনন্ত। রাজা হবেন?

চঞ্চল। রাজা! আমি হবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনন্ত। হাসবেন না। রাজা হবেন? অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে?

চঞ্চল। সিংহাসনটি কোথাকার?

অনন্ত। সিংহগড়ের।

মোহন। সর্দারজি!

অনন্ত। তুমি থামো মোহন! বলুন নওজোয়ান, রাজী আছেন?

চঞ্চল। দাঁড়ান—দাঁড়ান সর্দারজি। আমায় একটু ভাব্‌তে দিন। বুঝ্‌তে পারছিনা, আমি নেশা করেছি, না আপনারা? আপনি আমাকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে এই সিংহগড়ের রাজা করতে চান্, কেমন?

অনন্ত। হাঁ।

চঞ্চল। তা সিংহাসনে বসার লোকের কি এখানে একান্ত অভাব হ'চ্ছে সর্দারজি?

অনন্ত। সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা হঠাৎ।

চঞ্চল। কোথায় গেছেন তিনি?

অনন্ত। জানিনা। তবে সন্দেহ হয়, বিপক্ষদল হয়ত কোনরকমে তাঁকে গুম্ ক'রে রেখেছে।

চঞ্চল। বিপক্ষদল কারা।

অনন্ত। স্বর্গত রাজার এক নটী উপপত্নী চন্দাবাঈ, তার ছেলে অমরজিৎ, আর দেওয়ান রত্নাকর রাও।

চঞ্চল। তাঁদের হঠাৎ এহেন সাধু ইচ্ছার হেতু?

অনন্ত। তাঁরা চান—কুমার সমরজিতের বদলে চক্রান্ত ক'রে অমরজিৎকে সিংহাসনে বসাতে। স্বর্গত মহারাজ বিশ্বজিৎ রাওয়ের মৃত্যুর পর সিংহাসন এতদিন খালি ছিল। সম্প্রতি শুভদিন নির্ণয় ক'রে যুবরাজ সমরজিতের অভিষেকের তিথি ঘোষণা করা হয়েছে। মাঝখানে বাকি আছে আর সামান্য কটা দিন। ইতিমধ্যে—

চঞ্চল। যুবরাজ উধাও, কেমন?

অনন্ত। দুসপ্তাহ আগে এই বনে শিকারে এসেছিলেন তিনি। হয়ত কোনও এক ফাঁকে শিকারের পিছু পিছু ছুটে তিনি দলছাড়া হ'য়ে পড়েন; আর ফিরে আসেননি।

চঞ্চল। হুঁ! ব্যাপারটা যেন একটা ঐতিহাসিক নাটক ব'লেই মনে হ'চ্ছে। হাঁ, ভালকথা সর্দারজি, কিছু মনে করবেননা, আপনাদের যুবরাজের কোনও উপসর্গ ছিল কি?

অনন্ত। লজ্জার কথা, তবু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি—রাজ-উপসর্গ তাঁর সবই ছিল।

চঞ্চল। মদ চলতো?

অনন্ত। সাঁতার দিতেন সুরাস্রোতে।

চঞ্চল। নারীর নেশা?

অনন্ত। আরও বেশি।

চঞ্চল। তাহলে—আপনার কি মনে হয়না যে—

অনন্ত। বুঝেছি বাবুজি! নারী নিয়ে উধাও হওয়া তাঁর পক্ষে

বিচিত্র নয়, নূতনও নয়। এর আগেও এমন কাণ্ড বারকয়েক ঘটে গেছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।

চঞ্চল। কী ক'রে বুঝলেন ?

অনন্ত। আগে তিনি যতবারই উধাও হয়েছেন, ততবারই খুজে পাওয়া যায়নি একটি ক'রে সিংহগড়ের সুন্দরীকে। এবার কিন্তু তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। দুসপ্তাহ ধ'রে তন্ন তন্ন ক'রে দিগ্বিদিকে যুবরাজকে খুঁজেছি আমরা। এখনও পর্যন্ত কোনও হদিশ পাইনি। আপনি যদি—

চঞ্চল। নকল রাজা সাজি, তাহ'লে শত্রুর চক্ষে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হয়, না সর্দারজি ?

অনন্ত। ঠিক ধরেছেন বাবুজি। যতদিন যুবরাজ ফিরে না আসেন, ততদিন আপনি অভিনয় করুন যুবরাজের। আপনি পারবেন। আপনার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল আছে। বাবুজি, আমার মিনতি—

চঞ্চল। যদি রাজী না হই ?

অনন্ত। বুঝবো, বাঙালী সম্পর্কে একটু আগে যেসব কথা বলেছেন, তা সব মিথ্যে, আর বাঙালী সম্বন্ধে আমাদের শোনা কথাটাই সত্যি। বুঝবো, বাঙালী ভয় পায় বিপদকে, অভিযানকে।

চঞ্চল। কিন্তু রাজী হবো আমি কোন্ স্বার্থে সর্দারজি ?

অনন্ত। বিপদের সঙ্গে কোলাকুলির আনন্দে আর বৈচিত্রের হাতছানিতে। অবশ্য আর্থিক প্রাপ্তির কথা যদি বলেন, সোণায় মুড়ে দিতে পারি আপনাকে।

চঞ্চল। যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি ?

অনন্ত। অর্থাৎ ?

চঞ্চল। ধরুন যদি আপনাদের সত্যি রাজা ফিরে আসার পরও আমি গদী না ছাড়ি ?

অনন্ত। বয়েস আমার অনেক হয়েছে বাবুজি! অনেক রকমের অনেক মানুষ দেখেছি। আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আর তেমন ভুলই যদি হয়, তাহ'লে—

চঞ্চল। থামলেন কেন? বলুন।

অনন্ত। অনন্তরাওয়ের পক্ষে সিংহগড়ে একটা গুমখুন করা আর একটা মাছিমারা প্রায় একই কথা।

চঞ্চল। চমৎকার! হাঁ, অপরপক্ষ যদি সত্যিই গুম্ ক'রে রেখে থাকে আসল যুবরাজকে, তাহ'লে নকলকে দেখে তারা সব কথা ফাঁস করে দেবেনা ?

অনন্ত। না। সে সাহস তাদের কখনো হবেনা। কারণ—রাজ-উত্তরাধিকারীকে গুম করা হ'লো রাজদ্রোহ। আর সেই অপরাধের একমাত্র শাস্তি হ'লো—মৃত্যু।

চঞ্চল। আরও চমৎকার! তাই কাঁল খেয়ে তাদের কাঁল চুরি করতে হবে, কেমন ?

অনন্ত। হাঁ বাবুজি, এ হ'লো শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি।

চঞ্চল। কিন্তু আমি তো রাজকার্য, আপনাদের আদব-কায়দা, কিছু জানিনা।

অনন্ত। আমি শিখিয়ে নেবো। সে-ভাবনা আমার। আপনি রাজী ?

চঞ্চল। রাজী।

অনন্ত। [ সহর্ষে ] বাবুজি!

চঞ্চল। হাঁ, রাজী। ভেবে দেখলুম সর্দারজি, রাজা হবার এমন দুর্লভ সুযোগ ছাড়া উচিত হবেনা।

অনন্ত। আপনি আমায় বাঁচালেন বাবুজি! আপনাকে লাখো শুক্রিয়া! মোহন সিং!

মোহন। সর্দারজি!

অনন্ত। একথা যেন চতুর্থ কাণ না হয়।

মোহন। মোহন সিংহের জান্ কবুল।

অনন্ত। এই মুহূর্ত্ত হ'তে বাবুজী হলেন—যুবরাজ সমরজিৎ রাও।

মোহন। মনে থাকবে সর্দারজি।

অনন্ত। যুবরাজ, বৃদ্ধ মন্ত্রীর অভিবাদন গ্রহণ করুন। [ অভিবাদন ]

চঞ্চল। প্রীত হ'লাম মন্ত্রীর বিনয়ে।

মোহন। যুবরাজ সমরজিৎ রাওয়ের জয় হোক! [ অভিবাদন জানায় ]

চঞ্চল। তোমার আনুগত্যের কথাও আমার মনে থাক্‌বে মোহনসিং।

অনন্ত। ব্যস, আর কোন কথা নয়। মোহনসিং, সসম্মানে নিয়ে চলো যুবরাজকে রাজপ্রাসাদে।

মোহন। [ সচকিতে ] সর্দারজি! ঐ দেখুন।

অনন্ত। সর্বনাশ! মোহন সিং শীগগির তোমার উত্তরীয়ে ঢাকা দিয়ে দাও যুবরাজের মুখ। জল্‌দি। [ মোহনের তথাকরণ ]

চঞ্চল। [ সাশ্চর্যে ] এই—এই! এসব কি হ'চ্ছে?

অনন্ত। এখন কোনও কথা নয় যুবরাজ! দয়া ক'রে একটু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন। [ চঞ্চলের তথাকরণ ]

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। আরে, কেও? মন্ত্রী অনন্তরাও! এই বনের মধ্যে আপনারা কী করছেন?

অনন্ত। সেকথাটা কি আমি তোমাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারিনা দেওয়ান রত্নাকর?

রত্নাকর। [ সহসা চঞ্চলের দিকে দৃষ্টি পড়ায় ] আরে, একি? আউরৎ! বাহবা, মন্ত্রিজী কি এই বৃদ্ধ বয়সেও গন্ত্ করেন নাকি? খাশা গায়ের রঙ তো? আধা মরদ, আধা আউরৎ! পেশোয়ার থেকে আমদানি বুঝি?

অনন্ত। তাতে তোমার দরকার?

রত্নাকর। নিছক কৌতুহল। দেখি—দেখি মুখখানি একবার।

অনন্ত। এগিও না দেওয়ান!

রত্নাকর। আহা, খেয়ে তো আর ফেল্‌ছিনা? শুধু একটিবার চোখের দেখা—[ অগ্রসর হয় ]

মোহন। খবর্দার! [ সহসা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে রত্নাকরকে। উভয়ের যুদ্ধ ]

অনন্ত। [ সহসা পিস্তল উঠিয়ে অনন্তরাও বলে উঠে ] হুঁসিয়ার রত্নাকর! [ রত্নাকর সাশ্চর্যে ফিরে দেখে যে তার আগে-পিছে খোলা তলোয়ার হাতে মোহন ও উদ্যত বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্তরাও। ]

রত্নাকর। এর অর্থ কি মন্ত্রিজি?

অনন্ত। অনধিকারচর্চা করোনা। ফিরে যাও।

রত্নাকর। ভাল। তবে মনে রাখ্‌বেন মন্ত্রী অনন্তরাও যে, খেল্ আমিও জানি। আর সে খেল্ যেদিন দেখাবো—তাক্ লেগে যাবে। আচ্ছা, চলি— [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। [ সহসা গুণ্ঠন সরিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে ] না না, আপশোষ নিয়ে যাবেননা দেওয়ানজি! দেখে যান।

রত্নাকর। [ সেদিকে চেয়ে সহসা যেন বজ্রাহত হ'য়ে যায়। অপার বিস্ময়ে বলে ] কুমার সমরজিৎ!

চঞ্চল। অভিজ্ঞ দেওয়ানজীকে কি আজও আমার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, অধীনস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে যুবরাজের অন্ততঃ একটা অভিবাদন পাওনা থাকে?

রত্নাকর। [ আত্মদমন করতে করতে ] যুবরাজের জয় হোক্। [অভি-বাদন করে ] ভুল হ'য়ে গিয়েছিল যুবরাজ! গোস্তাকী মাফ্ করুন।

চঞ্চল। স্মরণ রাখ্‌বেন, ভবিষ্যতে এমন গোস্তাকী কিন্তু আর মাফ হবেনা। যান—

রত্নাকর। [ আবার অভিবাদনান্তে ] যুবরাজ মেহেরবান! আশ্চর্য! আশ্চর্য!                                                    [ প্রস্থান

চঞ্চল। [পরম কৌতুকে এবার হেসে ওঠে] বেচারা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনন্ত। সাবাস্ যুবরাজ। চমৎকার চাল চেলেছেন। কিন্তু আর দেরি নয়। চ'লে আসুন—

চঞ্চল। চলুন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ সকলের প্রস্থান

সন্তর্পণে পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। আমিও বলি—সাবাস্! হে অদৃশ্য খেলোয়াড়, চমৎকার চাল চেলেছো তুমি! আমার হারাণো ব্রহ্মাস্ত্র আবার হাতে ফিরে এসেছে! এইবার—আবার চাল চাল্‌বো আমি। দেখি, কিস্তিমাৎ হয় কিনা? ...ভগবান! সত্যিই তুমি আজব যাদুকর! তোমায় হাজার বাহাদুরী দিই! সাবাস্! সাবাস্!

[ প্রস্থান

———

## পঞ্চম দৃশ্য

চন্দাবাঈয়ের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

গীতকণ্ঠে পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া।—

### গীত

না, না গো, না, তুমি ডেকোনা আমায়।
আলো নহি প্রিয়, আলেয়া যে আমি,
ক্ষণেকে আঁধার ছায়॥
মরুমাঝে আমি মিছে মরীচিকা,
নীলিম আকাশে উল্কার শিখা,
সাগর-মথনে যত সুধা মোর
হ'লো হলাহল হায়॥
কেন এনু হেথা বুঝিতে পারিনা,
বেঁচে থাকা কেন কিছুতো বুঝিনা,
বাসা বাঁধি যত ধু ধু বালুচরে,
বারে বারে ভেঙ্গে যায়॥

ডাক্‌তে ডাক্‌তে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। পিয়া! পিয়া! এই যে পিয়া—

পাপিয়া। [ সকাতরে ] আবার কেন এসেছো? কেন এসেছো?

ব্যাসদেব। এই নাও, তুমিও ধমকাতে সুরু করলে? কেন আসি তুমি জানোনা?

পাপিয়া। কিন্তু—কতবার আর বল্‌বো তোমায় ব্যাস, যে, তা হয় না, হ'তে পারে না।

ব্যাসদেব। কেন হয়না শুনি?

পাপিয়া। আমি অমঙ্গলা। আমার সংস্পর্শে কেউ সুখী হয়না।

ব্যাসদেব। আমি হই।

পাপিয়া। না না, তুমি জানোনা ব্যাস! আমার নিঃশ্বাসে বিষ। আমি—বিষকন্যা।

ব্যাসদেব। কোন্ শালা বলে?

পাপিয়া। আমি নিজে জানি। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে খেয়েছি। আমি দেখেছি ব্যাস, পদে পদে আমি টের পেয়েছি নিজের অদৃষ্টকে। ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠেছি।

ব্যাসদেব। কচু! এইতো আশ্রয় দিয়েছে তোমাকে চন্দাবাঈ, এতদিন রয়েছ এখানে, কী ক্ষতিটা হয়েছে তার শুনি? বরং ছিল বাঈজী, হ'তে চলেছে রাজার মা।

পাপিয়া। [ সভয়ে ] চুপ্-চুপ্! ওকথা আর উচ্চারণ ক'রোনা। বাতাসেরও কাণ আছে! এতো অসাবধান কি হ'তে আছে? যদি কোনও রকমে কাণে যায়, তাহ'লে—

ব্যাসদেব। তাইতো এতো ক'রে বলি তোমাকে, আমায় সামলানোর ভারটা নাও। তা কিছুতে যদি—

পাপিয়া। পারবোনা। আমি জেনেশুনে তা পারবোনা ব্যাস!

ব্যাসদেব। ও! তুমি তাহ'লে আমার বৌ হবেনা?

পাপিয়া। সে-ভাগ্য আমার নয়।

ব্যাসদেব। তাহ'লে বিয়ে আমার হবেনা? চিরকাল থুবড়ো আইবুড়ো দাগা-ষাঁড় হ'য়ে হন্তে হ'য়ে বেড়াবো?

পাপিয়া। অনেক মেয়ে আছে ব্যাস। ভাবনা কী?

ব্যাসদেব। ভাবনা অনেক। মেয়ে বল্‌তে মাত্তর দু'জনের সঙ্গে আমার চেনাশোনা। এক তুমি। আর—ছিয়াশী বছরের হাবাকালা জটের বিধবা পিসী। তাকে বিয়ে করতে বলো? অত বুকের পাটা আমার নেই। বিয়ে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কর্‌ছিনা।

পাপিয়া। না-না, তুমি যাও—যাও ব্যাস।

ব্যাসদেব। তাড়িয়ে দিচ্ছো?

পাপিয়া। হ্যাঁ। আর এসোনা।

ব্যাসদেব। বেশ। তবে চল্‌লুম। এই শেষ যাওয়া! জ্যান্তে আর দেখা হবেনা। [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

পাপিয়া। [ সশঙ্কে ] ব্যাস, তোমার ও-কথার মানে কী?

ব্যাসদেব। আত্মহত্যে হবো। গলায় দড়ি দেবো। কড়িকাঠে ঝুল্‌বো।

পাপিয়া। না-না।

ব্যাসদেব। আমি মরবোই! এ-প্রাণ আর রাখবোনা। আফিং খাবো। নর্মদায় ঝাঁপ দেবো। কাঠকাটা কুড়ুল বসাবো নিজের মাথায়। চল্‌লুম—

[ প্রস্থান

পাপিয়া। না—না। ব্যাস! শোনো—শোনো—

[ ব্যাসদেবের পিছু পিছু প্রস্থান

ব্যস্তভাবে চন্দাবাঈ ও রত্নাকরের প্রবেশ

চন্দা। না, না, না, এ অসম্ভব! সমরজিতের যদি মরা লাশ পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহ'লে আবার সে জীবন্ত হ'য়ে সুস্থ দেহে ফিরে আস্‌তে পারে কী ক'রে?

রত্নাকর। পারে অনেক রকমে। একটা মানুষের মতন আর একটা মানুষকে সাজানো শক্ত হ'লেও হয়ত একান্ত অসম্ভব নয়।

চন্দা। তার মানে ? জাল রাজা ?

রত্নাকর। ঐ বুড়ো শয়তান অনন্তরাও সব পারে।

চন্দা। অচল ক'রে দিতে হবে এ-চাল।

রত্নাকর। কী ক'রে চন্দাবাঈ ?

চন্দা। সেকথা আমি তোমায় ব'লে দেবো ? জিজ্ঞাসা করতে তোমার লজ্জা করছেনা রত্নাকর ?

রত্নাকর। লজ্জাটা বোধহয় বিধাতা আমাকে নেহাৎই কম দিয়ে ছিলেন চন্দাবাঈ! নইলে, এতকাল ধরে কাঙালের মতন তোমার পিছুপিছু ঘুরবো কেন ? কই, কিছু তো পেলামনা।

চন্দা। কিছুই দিইনি তোমায়!

রত্নাকর। দিয়েছ বৈকি। হাতছানি দিয়েছ, চার দিয়েছো, টোপ দিয়েছ। মাছ নইলে খেলবে কেন ?

চন্দা। দেবো—সব দেবো রত্নাকর! আমার মনস্কাম তুমি পূর্ণ করো, তোমার মনস্কামও অপূর্ণ থাকবেনা। সরিয়ে ফেল—পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলো!

রত্নাকর। অর্থাৎ—আবার হত্যা ?

চন্দা। ভয় কী ? একটা খুনেও যে পাপ, দুটোতেও তাই। এত দুর এগিয়ে আর পিছু ফেরা চলবেনা।

রত্নাকর। সামনে যদি গভীর খাদ পড়ে ?

চন্দা। ডিঙোতে হবে।

রত্নাকর। যদি বেড়া আসে ?

চন্দা। ভাঙবো।

রত্নাকর। আমি যদি রাজী না হই ?

চন্দা। রাজী হ'তে তোমায় আমি বাধ্য করাবো।

রত্নাকর। পারবে ?

চন্দা। কী পারিনি আমি এতদিন রত্নাকর ? কোথায় ছিলুম, কোথায় এসেছি। নির্বিঘ্নে কেউ আমায় আস্‌তে দেয়নি। বাধা এসেছে অনেক। মানিনি। ভেঙ্গেছি, দুহাতে তছনছ করেছি, দুপায়ে দ'লে থেঁতো করেছি যা কিছু পড়েছে আমার পথে। সে-পথের শেষে আছে ঐ সিংহাসন। এ-পথে তুমি আমার এতদিনের সঙ্গী হ'য়েও আজ যদি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে স'রে দাঁড়াতে চাও, তোমার বিরুদ্ধে রাজহত্যার অভিযোগ নিয়ে রাজসভায় গিয়ে দাঁড়াতে একটুও বাধ্‌বে না আমার।

রত্নাকর। [ হেসে ওঠে ]

চন্দা। হাস্‌ছো যে ?

রত্নাকর। [ হাস্‌তে হাস্‌তে ] চমৎকার। সুন্দরী তোমার চেয়ে আমি অনেক দেখেছি চন্দাবাঈ, দেখিনি তোমার মতন সুন্দরী বাঘিনী। তাইতো তুমি আমায় এতো ক'রে টানো সুন্দরি ! তাইতো তোমাকে শিকার ক'রে জয় করায় আমার এত আগ্রহ। চমৎকার ! তুমি আমায় মুগ্ধ করোনি চন্দাবাঈ, মাতাল করেছো।

চন্দা। তা'হলে ?

রত্নাকর। চলো, দুজনে আবার হাত ধরাধরি ক'রে একই পথে পা বাড়াই।

চন্দা। পারবে আমায় আমার মানস-স্বর্গে পৌঁছে দিতে ?

রত্নাকর। না পারি, দুজনে আমরা নতুন একটা নরক গ'ড়ে নিতে পারবো নিশ্চয়ই ! এসো চন্দাবাঈ—[ চন্দাবাঈসহ প্রস্থানোদ্যোগ ]

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। হুঁসিয়ার মুশাফির, হুঁসিয়ার! ফেরো।

রত্নাকর। অসম্ভব।

শ্যাম। ও-পথে কাঁটা আছে।

রত্নাকর। কোনও বাধা আমরা মানিনা—মান্‌বোনা। হয় ইষ্টের সাধন, নয়তো শরীর পতন।

শ্যাম। ইষ্ট কোথায়? তোমরা যে চলেছো অনিষ্টের পথে। ফেরো—এখনো ফেরো।

চন্দা। দূর করো—দূর করো এই অমঙ্গলকে।

শ্যাম। আমিও তো তাই বলি—দূর করো অমঙ্গলকে। মঙ্গল ঘট ভ'রে বরণ ক'রে নাও চিরমঙ্গলময় আর চিরসুন্দরকে। আমার অনুরোধ—আমার মিনতি তোমাদের কাছে—এতবড় ভুল তোমরা ক'রোনা।

গীত:

তোরে মিনতি করুঁ করজোড়।
তু কাল ভয়াল ছোড়, ভাল ত্রাণ দেখ,
বাঁধ রে সবে প্রেমডোর॥

চন্দা। তুমি জানোনা, কী আমাদের লক্ষ্য?

শ্যাম। জানি।

চন্দা। বলতে পারো, কি ক'রে সে লক্ষ্যভেদ সম্ভব হবে?

শ্যাম। আমি দিতে পারি আরও মহান্ লক্ষ্যের সন্ধান।

রত্না। কী সেই লক্ষ্য?

শ্যাম।— গীতাংশ:

রতন-আসনে তোলা হৃদ-অভিলাষ,
হৃদয়-আসনে তোর হরিয়া কি বাস,

অরে কাঁচ বদলে উঠা হীরক খাশ,
ঔর্ মায়া-মিরিগ পিছু ঢুঁড়ণ ছোড়্ ॥

চন্দা । কে চায় তোমার ঐ অসার উপদেশ ?

শ্যাম । অসার নয় । এ হ'লো সর্বকালের, সর্বমানবের উপদেশ !

গীতাংশ ।

সুরথ পরথ কর মদ ছোড়ি মাধ্,
মধুর মোহন যো প্রেমকি স্বাদ,
দীপ জলাও লিয়ে গগন কি চাঁদ,
ঝুটি স্বপনঘোর তোড়্ রে তোড়্ ॥

[ প্রস্থান

চন্দা । [ উন্মাদিনীর মত ] জানি, জানি, সব জানি । তবু আমায় এগোতেই হবে । পথে যদি মহানাগ আসে বাধা দিতে, পা দিয়ে তার মাথা নোয়াব থিয়া-থৈ কালীয়-নৃত্যে । আসে যদি সৃষ্টির যত হিংস্র শ্বাপদ, নখের আঁচড়ে হার মানাবো তাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত নখকে । থাম্বোনা—আমি থাম্বোনা—!

রত্নাকর । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ক্ষেপেছে, আবার ক্ষেপেছে ঐ মানবী-বাঘিনী ! চমৎকার ! চমৎকার ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ।

চন্দা । মান্বোনা, হার আমি মান্বোনা । আমি এক হাতে নেবো বিষের ভাণ্ড, অন্য হাতে শাণিত কৃপাণ । যদি প্রয়োজন হয়, সেই কৃপাণ বসিয়ে দেবো নিজেরই কণ্ঠে । রক্তের ফোয়ারা ছুটবে ছিন্নশির কবন্ধ হ'তে । আর খল খল অট্টহাস্যে অনর্গল পান করবো আমি সেই রক্তধারা ছিন্নমস্তা হ'য়ে । তবু বাধা আমি মান্বোনা—মান্বোনা—

[ অট্ট অট্ট হাস্যরত রত্নাকরের হাত ধ'রে প্রস্থান

———

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### সিংহগড়-রাজপ্রাসাদ

### অসিক্রীড়ারত চঞ্চল ও অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

[ কিছুক্ষণ ভীষণ যুদ্ধ চলার পর অকস্মাৎ চঞ্চলের হাত হ'তে তলোয়ার প'ড়ে যায় ]

অনন্ত। [ সোল্লাসে ] এইবার ?

[ অনন্তরাও তলোয়ার স্থাপন করতে যায় চঞ্চলের কণ্ঠে। সহসা চঞ্চল ব'সে পড়ে, নিজের তলোয়ার কুড়িয়ে নিয়ে তীব্র আঘাতে অনন্তরাওয়ের হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়ে তার কণ্ঠে তলোয়ার স্পর্শ ক'রে হেসে উঠে বলে ]

চঞ্চল। এইবার সর্দার ?····মাৎ ?

অনন্ত। মাৎ !

[ তলোয়ার নামিয়ে নেয় চঞ্চল। তারপর সহাস্যে হাত মেলায় সে অনন্তরাওয়ের সঙ্গে ]

অনন্ত। [ সখেদে ] সর্দার অনন্তরাওয়ের হাতের হাতিয়ার এর আগে আর কেউ খসাতে পারেনি যুবরাজ ! আপনার ভেল্কির খেলায় আজ আমার সে গুমোরও টুটে গেল।

চঞ্চল। দুঃখ ক'রোনা সর্দার ! সামর্থ্যে আর নৈপুণ্যে তোমার কাছে সত্যিই আমি নগণ্য। আমি মাৎ করেছি তোমায় শুধু উপস্থিতবুদ্ধিবলে। এটা হ'লো বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ !

অনন্ত। [ সচকিতে ] চুপ—চুপ! এখনও কেন ভুলে যেতে পারছেননা যে আপনি বাঙালী নন, আপনি এখন সিংহগড়ের ভাবী অধীশ্বর কুমার সমরজিৎ?

চঞ্চল। অভ্যাস! জন্মগত অভ্যাস আর ধারণাকে এতো সহজে ভোলা যায়না সর্দার!

অনন্ত। সবই তো চমৎকার মানিয়ে নিয়েছেন। এতটুকু খুঁত নেই কোথাও।

চঞ্চল। সে তোমার তালিম আর হাতযশ সর্দার। তবু ভয় হয়, কোনদিন না এমনি বেফাঁস একটা কিছুর ফলে তোমার এই প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ ক'রে বসি!

[ নেপথ্যে প্রতিহারীর ডাক শোনা যায়—"দেওয়ান রত্নাকর রাও রায়জী মহারাজ হাজির!" ]

অনন্ত। [ সচকিতে ] হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার যুবরাজ! জানিনা কী মৎলব নিয়ে এত সকালেই দেওয়ানজীর শুভাগমন!

চঞ্চল। [ নেপথ্যের প্রতি ] আসতে দাও। [ অনন্তকে ] তুমি যখন পাশে আছো, তখন আর ভয় কি সর্দার?

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। [ অভিবাদনান্তে ] যুবরাজের জয় হোক্।…সুপ্রভাত সর্দারজি!

অনন্ত। সুপ্রভাত! হঠাৎ এত সকালে যে?

রত্নাকর। প্রভাতে রাজদর্শনে নাকি মহাপুণ্য লাভ হয়। এতদিন সর্দারজীই কিন্তু সে-পুণ্য একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছেন। এবার আমিও একটু ভাগ নিতে এসেছি। আপত্তি আছে?

চঞ্চল। রাজা তো আমি এখনও হইনি দেওয়ানজি।

রত্নাকর। তুলসীপাতার ছোট বড় নেই যুবরাজ। ভাবী রাজাই তো যুবরাজ। ক'দিনই বা বাকি আর অভিষেকের?

চঞ্চল। দিন হয়ত আরও পিছিয়ে যেতে পারে।

রত্নাকর। বিলক্ষণ যুবরাজ! অদৃষ্টের কথা কিছু বলা যায়না। কথায় বলে—হাত আর মুখের মাঝে শত যোজনের তফাৎ। তাইতো অনেক সময় তৈরী গ্রাসও ভোগে লাগেনা।

অনন্ত। দেওয়ানজি! ভুলে যেওনা যে তুমি যুবরাজের শিক্ষকও নও, উপদেষ্টাও নও।

রত্নাকর। আপনি থাকতে সে ভুল হবার আমার যো কি সর্দারজি! ...যুবরাজ, শরীর ভাল আছে এখন?

চঞ্চল। আছে। ধন্যবাদ।

রত্নাকর। মেজাজ তাহ'লে নিশ্চয়ই সরিফ? না, রাতে ঘুম হ'চ্ছে না মহারাজের?

চঞ্চল। ঘুম? ঘুম হবে না কেন?

রত্নাকর। কে যেন বলছিল; রাতে নাকি যুবরাজ আজকাল কীসব দুঃস্বপ্ন দেখে চম্‌কে চম্‌কে ওঠেন।

অনন্ত। মিছে কথা।

রত্নাকর। নিশ্চিন্ত হলুম! ভগবান যুবরাজকে সবরকম আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। অনিদ্রা কি তাহ'লে আপনার হয়েছে সর্দারজি?

অনন্ত। আমার নিদ্রা-অনিদ্রার জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ দেখিনা দেওয়ানজি।

রত্নাকর। চিন্তা হবে বৈকি সর্দারজি! এতদিনের চেনাশোনা, এত

বন্ধুত্ব, তার ওপরে এই বৃদ্ধ বয়সে এতবড় রাজ্যের ভার যখন আপনার ওপর, তখন—

চঞ্চল। দেওয়ানজি, আপনি রাজকার্যে এসেছেন, না বন্ধুর সঙ্গে সদালাপ করতে এসেছেন ?

রত্নাকর। রাজকার্যে যুবরাজ !

চঞ্চল। তাহ'লে সেই কাজটুকু সেরে নিয়ে তারপর অন্য কোনও কক্ষে গিয়ে প্রাণ খুলে বন্ধুমিলনটুকু সেরে নিলে হয়না ?

রত্নাকর। যুবরাজের যেমন মর্জি। [ একটা লিপি বার করে ] এই খতটায় একটা দস্তখত ক'রে দিতে হবে যুবরাজ !

চঞ্চল। কী ওটা ?

রত্নাকর। ভারত-সরকারের কাছে অভিষেক উৎসবের আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি।

চঞ্চল। ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র কী হ'লো ?

রত্নাকর। সারা হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রপতির কাছে উচিত ছিল সর্দারজীর নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ জানানো। তা যখন নানান্ ঝামেলায় সম্ভব হ'লোনা সর্দারজীর পক্ষে, তখন যুবরাজের নিজের দস্তখৎ-করা লিপি ছাড়া ছাপানো লিপি পাঠালে তাঁরা অপমান বোধ করতে পারেন। তাই—

চঞ্চল। সর্দারজি ?

অনন্ত। দেওয়ান অবশ্য যুক্তিযুক্ত কথাই বলেছেন যুবরাজ !

রত্নাকর। কী আশ্চর্য ! সর্দারজী কি একথাটাও এখনো যুবরাজকে শিখিয়ে দেননি ?

অনন্ত। শিখিয়ে দেবো আমি যুবরাজকে ? তোমার কথার মধ্যে যেন একটা বাঁকা ইঙ্গিত পাচ্ছি দেওয়ান !

রত্নাকর। [ মৃদুহেসে ] নাঃ, সর্দারজী দেখ্ছি অনিদ্রাতেই হোক্

আর দুশ্চিন্তাতেই হোক্, অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। নইলে আমার এমন সোজা কথাটার মধ্যে বাঁকা গন্ধ পাবেন কেন? আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম যে, যুবরাজ তো কিছু এর আগে কোনদিন রাজা হননি, তাই আমন্ত্রণের এই প্রথাগুলো তাঁর অজানা থাক্‌লেও আপনি সেগুলো মহারাজকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস ছিল। এখন দেখছি—

চঞ্চল। দেখি চিঠিখানা। [ লিপি পাঠ করে ] রেখে যান। দস্তখৎ ক'রে পাঠিয়ে দেবো।

রত্নাকর। আপনার আদেশ শিরোধার্য যুবরাজ। কিন্তু— আজকের ডাক এখুনি চ'লে যাবে। এরপর—তিনদিন ছুটি আছে ডাকঘরের। তাই—

চঞ্চল। এখুনি দস্তখত ক'রে দিতে হবে?

রত্নাকর। যুবরাজের মর্জি।

চঞ্চল। একটা কলম—

রত্নাকর। এই যে যুবরাজ! [ কলম বের ক'রে দেয় চঞ্চলকে ]

চঞ্চল। একটু দাঁড়ান! [ আসনে বস্‌তে যায়, দেখে—সেখানে তলোয়ার দু-খানা রাখা আছে। রত্নাকরের দিকে পিছু ফিরে চঞ্চল তলোয়ার দুটোকে সরাতে গিয়ে সহসা যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি ক'রে ওঠে ] উঃ—

অনন্ত। এ্যাঁ! কী হ'লো?

রত্নাকর। কী হ'লো যুবরাজ?

[ চঞ্চল ফিরে দাঁড়ায়। দেখা যায়, তার ডানহাতের আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে। ]

চঞ্চল। তাড়াতাড়িতে চোট লেগে গেল।

অনন্ত। এই, কে আছিস্। ডাক্তার সাবকে আস্‌তে বল্। জল্‌দি—

চঞ্চল। থাক্ সদারজি, ব্যস্ত হবেননা ; এমন কিছু মারাত্মক জখম নয়। আপনি বরং পকেট থেকে আমার রুমালটা বার ক'রে আঙুলটাকে কষে বেঁধে দিন।

[ অনন্তের তথাকরণ ]

রত্নাকর। তাইতো! এলুম রাজদর্শনের পুণ্যলাভ করতে। রাজ-রক্ত দর্শন ক'রে দেখছি মহাপাপ হ'লো।

চঞ্চল। দুঃখ আমার ; কিন্তু রক্তপাতের জন্য আপনার এমন দরকারী চিঠিটায় সই করতে পারলুম না : আর কবে যে পারবো, তাও তো—

রত্নাকর। সত্যিই তো! চিঠিতে দস্তখতের তাহ'লে কী হবে সর্দারজি ? আজ না গেলে যে—

অনন্ত। এই বুদ্ধি নিয়ে দেওয়ানের মোটা মাইনে খাও রত্নাকর ? দুর্ঘটনার কথাটা চিঠিতে আর দুটো ছত্রে লিখে শীলমোহর মেরে পাঠিয়ে দাও।

রত্নাকর। ঠিক—ঠিক বলেছেন সর্দারজি! ঠিক সময়ে সবাইকে বাঁচবার আর বাঁচাবার এমন সৎপরামর্শ দিতে পারেন ব'লেই না রাজ্য জুড়ে আপনার এত নাম আর এত বোল্‌বোলাও! কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা।

অনন্ত। সময়ে তুমি কিছুই বুঝতে পারোনা দেওয়ান। বলো—কী কথা ?

রত্নাকর। রাজ্যের সেরা তলোয়ারবাজ আপনি। আপনার ছাত্র হ'য়েও যুবরাজকে তলোয়ারের ধার সম্বন্ধে সাবধান হবার পাঠ কেন দেননি, তাই ভাবছি অবাক হ'য়ে। নইলে অসাবধানতায় যুবরাজের হাত—

অনন্ত। সব জিনিষ সবাইকে বোঝালেও বোঝে না দেওয়ান রত্নাকর। অনর্থক কৌতূহল না দেখিয়ে এখন তুমি আসতে পারো।

চঞ্চল। না না, মনে খুতখুতুনি নিয়ে যাবেননা দেওয়ানজি। শুনে যান, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

রত্নাকর। আদেশ করুন যুবরাজ।

চঞ্চল। ধার এবং সাবধানতা সম্পর্কে পাঠ আমি যথাকালে যথা নিয়মেই পেয়েছিলুম। দোষটা শিক্ষার নয়, মানুষের স্বাভাবিক ভুলো মনের। এমন ভুল কমবেশি সবারই হয়।

রত্নাকর। না যুবরাজ, এমন মারাত্মক ভুল হওয়া উচিত নয়।

চঞ্চল। তবুও হয় দেওয়ানজি। আমার সামান্য ভুল, তাই সামান্য আঙ্গুলের চোটের ওপর দিয়ে গেছে। অনেকে এতবড় বেকুব যে তারা ভুলেই যায় যে, ঐ তরোয়ালের সামান্য একটু ছোঁয়ায় তাদের গলাও দুফাঁক হ'য়ে যেতে পারে—তাদের সামান্যতম অসাবধানতা আর হিসেবের গাফিলতিতে।

রত্নাকর। [ সবিস্ময়ে ] যুবরাজ!

চঞ্চল। দেখবেন, আপনিও যেন কথাটা ভুলে যাবেননা কোনদিন। আসুন এবার—

রত্নাকর। [ অভিবাদনান্তে ] যুবরাজ বিপদ-মুক্ত হোন।

[ প্রস্থান

[ উচ্চহাস্য ক'রে ওঠে চঞ্চল ]

অনন্ত। সাবাস্ যুবরাজ! অপূর্ব আপনার উপস্থিতবুদ্ধি। আমি তো দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিলুম ঐ শয়তান দেওয়ান-এর কূটবুদ্ধিতে। আমন্ত্রণ-লিপিতে দস্তখত যখনই চেয়েছে—

চঞ্চল। বুঝতে আমারও দেরি হয়নি যে এই ছুতোয় ও আমার সই

যাচাই ক'রে আসল-নকল প্রমাণ করার সুযোগ খুঁজতে এসেছিল। উপায়ান্তর না দেখে তাই সই এড়াবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে আঙুলটাকে জখম করতে হ'লো। যাক্, আজ তো বটেই, এখন বেশ কিছুদিন এই অজুহাতে রেহাই পাওয়া যাবে।

অনন্ত। চোট্‌টা কি খুব জবর হয়েছে যুবরাজ?

চঞ্চল। [ সহাস্যে ] কিছু না। চিৎকারটা জোরে করেছি, আর রক্তটুকু টিপে টিপে বার করেছি। [ হাস্‌তে হাস্‌তে সিগ্রেট ধরায় ]

সহসা রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। গোস্তাকী মাফ করবেন যুবরাজ। আমার কলমটা ফেলে গেছি।

অনন্ত। কি আশ্চর্য দেওয়ানজি। এত সাবধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও কেন তোমার আজকাল এত ঘনঘন ভুল হ'চ্ছে? রাত্রে কি কোনও দুশ্চিন্তায় আজকাল তোমার ঘুম হ'চ্ছেনা?

রত্নাকর। ঘুম আমার অনেক কালই চ'লে গেছে সর্দারজি।

অনন্ত। সেকী! ডাক্তার দেখাও। ফেরৎ আনাও ঘুমকে।

রত্নাকর। আস্‌বে। আরো কটা দিন দেরি আছে। [ কলম নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'য়ে সহসা চঞ্চলকে সিগ্রেট টানতে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে ] একী তাজ্জব কি বাৎ!

চঞ্চল। কীসে এত তাজ্জব হলেন দেওয়ানজি?

রত্নাকর। আপনি চুরুট ধরলেন কবে?

চঞ্চল। কটা দিন যে নিরুদ্দেশ ছিলুম তারই মধ্যে। বে আইনি করেছি কিছু?

রত্নাকর। না—না। তবে মনে হ'চ্ছে—

চঞ্চল। বলুন—বলুন।

রত্নাকর। মনে হ'চ্ছে—আমাদের যে যুবরাজ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আপনি যেন সেই লোক নন্। শুধু চেহারা ছাড়া আর সবকিছুই এমন পাল্‌টে গেছে যে চেনা শক্ত। যেন অন্য কোন এক ছদ্মবেশী—

চঞ্চল। তাহ'লে আর একটা অবাক কাণ্ডের খবরও এই ফাঁকে দিয়ে রাখি দেওয়ানজি! আমার যে-সব হিতকাঙ্ক্ষীরা আমায় সুধা ব'লে সুরা ধরিয়ে আমার জাহান্নমের পথ আর তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোলসা ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁরা শুনে অবাক আর হতাশ হবেন যে, মদ আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

রত্নাকর। সেকী!

চঞ্চল। [ সহাস্যে ] আপনিও যে চমকে উঠ্‌লেন দেওয়ানজি! হাঁ হাঁ, সত্যি, সত্যিই আমি মদ ছেড়েছি একেবারে। আর তার বদলে ধরেছি, এই ধোঁয়ার সিগ্রেট! কেন জানেন?

রত্নাকর। কেন যুবরাজ?

চঞ্চল। কারণ—টের পেলুম হঠাৎ যে সারা দুনিয়াটাই ধোঁয়ার আর ধোঁকার খেলা! স্রেফ্ ধোঁয়া আর ধোঁকা! ধোঁকা আর ধোঁয়া—

[ সহাস্যে প্রস্থান

[ বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে রত্নাকর ]

অনন্ত। [ হাস্‌তে হাসতে ] মাথা ঘুরে গেল, না দেওয়ান? দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো তো,—দুনিয়ায় আজও তাজ্জব এমন অনেক-কিছু ঘটে, যাতে তোমার মত ঝানু দেওয়ানও বেকুব হ'য়ে যেতে পারে? এ দুনিয়া এক আজব গোলকধাঁধা দোস্ত, আজব গোলকধাঁধা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ সহাস্যে রত্নাকরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### চন্দাবাঈয়ের প্রাসাদ

### উত্তেজিত চন্দাবাঈ ও অমরজিতের প্রবেশ

অমর। না—না—না, রাজা হ'তে আমি চাইনা!

চন্দা। আমি চাই রাজমাতা হ'তে। এ আমার দীর্ঘদিনের সাধ। অমর, অবাধ্য হ'য়োনা।

অমর। যদি হই?

চন্দা। পুত্র ব'লে ক্ষমা পা'বেনা।

অমর। ভাল। ক'রোনা ক্ষমা! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

চন্দা। অমর! কোথা যাস্?

অমর। পথ আমার একটাই খোলা আছে। নরকের।

চন্দা। অমর! কথা শোন্! তোর মা আমি। ভেবে দ্যাখ্ অমর, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা, কত অবিচার ভোগ করেছে তোর এই উপেক্ষিতা মা। রাজার পত্নী আমি, তবু লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে আমাকে দেখে। বলেছে—রাজার উপপত্নী। সমরজিৎ যেমন রাজকুমার, তুইও তাই। তবু সিংহাসনে আর রাজসম্মানে তোর অধিকার কেউ স্বীকার করেনি। এতবড় অন্যায় আর অবিচার মুখ বুজে আমি সহ্য করবোনা। বুঝিয়ে দেবো যে, চন্দাবাঈ হেয় নয়, তুচ্ছ নয়। তাই আমার এতো আয়োজন। একে তুই পণ্ড ক'রে দিস্‌নি বাবা।

অমর। রাজমাতা হ'লে তোমার সব খেদ মিটে যাবে?

চন্দা। যাবে। যারা আমায় উপেক্ষা করেছে, তারা তখন একটুখানি

অনুগ্রহের আশায় আমার পায়ের কাছে আমায় সসম্মানে সেলাম ক'রে দাঁড়াবে। আমি দেখ্‌বো, হাস্‌বো আর জুতোর ঠোক্করে থেঁতলে দেবো তাদের এতদিনের উদ্ধত মুখগুলোকে। কবে আস্‌বে সেই শুভদিন? আরও কতদিন পরে?

অমর। তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয় মা। ভয়ও পাই তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে।

চন্দা। ভয়? কীসের ভয়?

অমর। ভুল—বড় ভুল বুঝেছ মাগো! হীরে ফেলে তাই তুমি কাঁচ কুড়োতে ছুটেছ! ভয় তোমাকে করে লোকে, সেদিন হয়তো আরো করবে। কিন্তু মানুষকে ভয় পাওয়াবার জন্যে যত মেহনৎ তুমি কর্‌ছো মা, তার অর্ধেকও যদি কর্‌তে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে, তাহ'লে এতদিনে তুমি হয়ত নতুন একটা স্বর্গ গ'ড়ে সেখানকার দেবী হ'য়ে বস্‌তে পার্‌তে।

চন্দা। অমর, এতবড় কথাটা তুই তোর মাকে বল্‌তে পার্‌লি?

অমর। অনেক দুঃখে, অনেক আপশোষে বল্‌তে তুমিই আমায় বাধ্য করলে মা! রাজমাতা হবার স্বপ্নে আনন্দ-বিভোর হ'য়ে আছো তুমি। কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হবে একবার ভেবে দেখেছো?

চন্দা। তোকে সবাই "রাজা" বল্‌বে।

অমর। বল্‌বে—চোখের সামনে। আড়ালে লোকে আজ আমায় বলে "নটীপুত্র", সেদিন বল্‌বে "রাক্ষসী-পুত্র রাজা অমরজিৎ"। এমন রাজা হওয়ার চেয়ে কোটি কোটি জন্ম ধ'রে আমায় যদি "ভিক্ষুপুত্র" হ'য়ে থাক্‌তে হয়, আমি জান্‌বো মা, সে আমার সার্থক জনম।

[ প্রস্থান

চন্দা। [ অসহ্য রাগে গর্জে ওঠে ] রাক্ষসী! রাক্ষসী! নিজের

সন্তান আজ আমার মুখের ওপর ব'লে গেল—আমি রাক্ষসী! ভাল, রাক্ষসী হ'য়েও রাজমাতা হ'তে আমি ছাড়বোনা। পৃথিবীর বুকে রেখে যাবো আমি নারীত্বের এক নতুন নমুনা।

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। সে-নমুনা তো তুমি এরই মধ্যে স্থাপন করেছো জননি।

চন্দা। কে? আর একদিনও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, না? কে তুমি?

শ্যাম। তোমার এক ভবঘুরে উদাসী সন্তান মা।

চন্দা। সন্তান? না না, মিছে কথা। আমার একটিমাত্র সন্তান —সেও আজ পর হ'য়ে গেছে।

শ্যাম। সে যে ভয় পেয়েছে জননি।

চন্দা। কেন?

শ্যাম। তুমি যে তাকে ভয় দেখিয়েছো। সন্তান ছুটে আসে অভয়া মার কাছে। ভয়ঙ্করীকে দেখে সে ছুটে পালায়। তুমি রাক্ষসী—সংহারিণী মূর্তি ধরেছ যে। তাই সেও তোমায় ভুল বুঝেছে, তুমিও ভুল বুঝেছ তাকে।

চন্দা। ভুল?

শ্যাম। ভুল বৈকি মা! তুমি রাগ করেছ সন্তানের ওপর। কিন্তু আমি তো জানি জননি, ও তোমার রাগ নয়। তোমার সর্ব আত্মা কাঁদছে তোমার সন্তানের জন্যে। কেঁদোনা মা কেঁদোনা—

গীত

কেঁদোনা যশোদামাতা, মোছো আঁখিধার:।
অভিমানী কানু তব ফিরিবে আবার॥

হাসিয়া কাঁদাতে চায় এযে তার ছল,
মিলনে বিরহ আনে কপট চপল,
সে যে ছলাময় মায়াময় অথির শ্যামল,
পরখিয়া দেয় ধরা দুবাহু মাঝার।
মাগো, তোমার কানুরে তুমি বুঝোনাকো ভুল,
অভিমান ক'রোনাকো শিশু-সমতুল,
আহা, যুগে যুগে কতরূপে সে যে গো অতুল,
রাগশেষে অনুরাগে কাঁদে অনিবার।

শ্যাম। কেঁদোনা—কেঁদোনা মা—

চন্দা। না না, তুমি আমাকে ভুল বোঝাতে চাও। তুমি আমার সঙ্কল্প নষ্ট করতে চাও। সত্য বলো, কী চাও তুমি?

শ্যাম। একবার—একটিবার দেখ্‌তে চাই তোমার জগন্মোহিনী, জগন্মাতা রূপ। দেখা দাও—দেখা দাও জননি সেই চিরশান্তা, চিরস্নিগ্ধা, অভয়া কল্যাণী রূপে!

চন্দা। দূর হও ছদ্মবেশি! নইলে পদাঘাতে তোমায় দূর করবো!

শ্যাম। হানো—হানো পদাঘাত জননি! দেহে নয়, বুকে নয়, আমার মাথায় এঁকে দাও মা তোমার চরণ-চিহ্ন। ধন্য হোক্, পবিত্র হোক্ আমার সর্ব-দেহমন। সে যে আমার সবার বড় আশীর্বাদ মা, আমার সব পাওয়ার সেরা পাওয়া!

চন্দা। প্রহরি! প্রহরি!

শ্যাম। দয়া হ'লোনা জননি? সন্তানকে ঐটুকু ভিক্ষাও দিলিনি মা? বেশ, যাচ্ছি। তবে এও ব'লে যাচ্ছি মা, একদিন তোমাকে আমার আরাধ্যা ঐ রূপ ধারণ করতেই হবে। সেদিন আর আমি ফিরে যাবোনা মা! আমি দেখ্‌বো আর দেখ্‌বো, দুচোখ ভ'রে আশ মিটিয়ে দেখবো তোর সেই রূপ! [প্রস্থান

চন্দা। পাগল—পাগল! [ উচ্চকণ্ঠে ডাকে ] পাপিয়া! পাপিয়া—

পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া। আমায় ডাকছো চন্দামা?

চন্দা। হাঁ। তোমাকে এখন থেকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে থাকতে হবে রাজার খাস-পরিচারিকা হ'য়ে।

পাপিয়া। শেষে তুমিও আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ চন্দামা? [ চোখে জল দেখা গেল ]

চন্দা। আঃ, কান্না নয়! কান্নার কথাও নয় এটা। তুমি তো জানো যে এ-রাজ্যের প্রথামত যে-কোনও সম্ভ্রান্ত কুমারীর পক্ষে খাস-পরিচারিকা হ'তে পাওয়া পরম ভাগ্য ব'লে গণ্য হয়।

পাপিয়া। আমার ভাগ্য আমি জানি চন্দামা! কবে আমায় যেতে হবে রাজপ্রাসাদে?

চন্দা। আজই। এখুনি।

পাপিয়া। আজই? কিন্তু আমার যে—

চন্দা। কোনও "কিন্তু" নয়। তোমার জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নাও গে। মঙ্গলকে বলা আছে। সে তোমায় পৌঁছে দেবে। যাও! [ পাপিয়া প্রস্থানোদ্যত হয় ] আর—হাঁ, শোন! [ পাপিয়া ফেরে ] আরও একটা কাজ রাজপ্রাসাদে থেকে তোমাকে করতে হবে। সেইটাই হবে তোমার আসল কাজ।

পাপিয়া। কী কাজ চন্দামা?

চন্দা। এদিকে এসো। মন্ত্র গুপ্ত রাখাই উচিত। [ পাপিয়ার কানে কানে কথা বলে। পাপিয়া চমকে উঠে ]

পাপিয়া। সেকি! রাজার ওপর গোয়েন্দাগিরি?

চন্দা। চুপ্! বাতাসেরও কাণ আছে। মনে রেখো, তার সম্পর্কে প্রত্যেকটি খবর যেন আমি পাই। নইলে—

পাপিয়া। না না, একাজ আমি পারবোনা চন্দামা।

চন্দা। পার্‌বে না?

পাপিয়া। না—না—

চন্দা। তুমি যদি না পারো, জেনে রাখো তা'হলে, তোমার অবাধ্যতার জন্যে ব্যাসদেবকে অকালে প্রাণ হারাতে হবে গুপ্তঘাতকের হাতে। সইতে পার্‌বে তা?

পাপিয়া। চন্দামা!

চন্দা। রাজী?······পারবে এবার?

পাপিয়া। পার্‌বো—পারবো চন্দামা! পার্‌তেই হবে আমায়। অন্ততঃ ওকে বাঁচাবার জন্যেও আমায় পার্‌তেই হবে! [ সভয়ে প্রস্থান

চন্দা। ভয়! চমৎকার অস্ত্র এই ভয় আর ভালবাসা! ভাল হাতে ভাল ক'রে ব্যবহার কর্‌তে পারলে, এই দুই অস্ত্রে দিনকে রাত করা যায় আর রাতকে দিন।

ডাক্‌তে ডাক্‌তে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। পাপিয়া! পাপিয়া!

চন্দা। পাপিয়া চ'লে গেছে।

ব্যাসদেব। কোথায়?

চন্দা। রাজপ্রাসাদে।

ব্যাসদেব। এ্যাঁ, সেকি! কবে গেছে? কেন গেছে?

চন্দা। আজই গেছে। আজ থেকে ও হ'লো রাজার খাস-পরিচারিকা। আমিই পাঠিয়েছি।

ব্যাসদেব। অ'! বুঝেছি!

চন্দা। কি বুঝলে ব্যাসদেব?

ব্যাসদেব। [ চাপা রাগে ] বুঝলুম যে, আমাদের দুজনার ছাড়াছাড়ি করাবার জন্যেই আপনার এই কারসাজি।

চন্দা। আর কিছু বোঝনি বুদ্ধিমন্ত ব্যাসদেব?

ব্যাসদেব। আর বুঝেছি যে, আপনি একটা ইয়ে—মানে অতি দজ্জাল, অতি বজ্জাত মেয়েমানুষ।

চন্দা। [ সরোষে ] ব্যাসদেব!

ব্যাসদেব। জানেন, আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি?

চন্দা। তোমাদের ভালবাসা! কি দাম তার?

ব্যাসদেব। সেটা আপনি বুঝবেননা। কারণ—জীবনে আপনি কাউকে ভালবসেননি, তাই ভালবাসা কী—তা জানেননা।

চন্দা। জানিনা?

ব্যাসদেব। না। কী ক'রে জানবেন? নটীরা কস্মিনকালেও কাউকে ভালবাসেনা, ভালবাসার অভিনয় করে শুধু। আর কী করে জানেন? বিক্রি করে তারা সোণারূপোর দামে। হাঁ, বিক্রি করে—বিক্রি—

[ সরোষে প্রস্থান

চন্দা। আর একটা অস্ত্র। চমৎকার ধারালো অস্ত্র! একেও কাজে লাগাতে হবে। এমন অস্ত্র অনাদরে বৃথা অপচয় হ'তে দেবোনা। দেবোনা।

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। কিন্তু তোমার মারণাস্ত্রের কথাও যে আর একজন জানে বিবিজান!

চন্দা। কে? কে তুমি?

পাণ্ডু। ভয় পাচ্ছো? পায়—সবাই আমায় ভয় পায়। হুঁসিয়ার!

চন্দা। কী চাও তুমি এখানে?

পাণ্ডু। শুধু তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দিতে।

চন্দা। আমাকে সাবধান ক'রে দেবে, তুমি? সাহস তো তোমার কম নয়!

পাণ্ডু। তা সত্যি। সাহসটা আমার সত্যিই একটু বেশি। নইলে তোমাকে শাসাতে আসি?

চন্দা। তুমি—তুমি কে? যেন আমি আগে কোথায় দেখেছি।

পাণ্ডু। আশ্চর্য নয়। নটীর জীবনে কত মানুষেরই তো জোয়ার ভাটা খেলে। হয়ত কোনদিন খড়কুটোর মতন ভাসতে ভাসতে বিবিজানের বন্দরে এসে ঠেকে থাক্‌বো। আর একটা ঘটনা মনে আছে সুন্দরি?

চন্দা। কোন্ ঘটনা?

পাণ্ডু। অন্ধকার রাত। আকাশ ভেঙ্গে নেমেছে ঝড়বাদল। পথে শেয়ালকুকুর পর্যন্ত নেই। এমন সময়েও পোড়ো একটা বাগান-বাড়ির একটা ঘরে রয়েছে দুটো মানুষ। চুপি চুপি পরামর্শ আঁটছে তারা। একটা নারী, আর একটি পুরুষ। পুরুষটি কিন্তু সিংহগড়ের বাসিন্দা নয়,—বিদেশী—বাঙালী!

চন্দা। [ সভয়ে ] তুমি—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

পাণ্ডু। [ হেসে উঠে ] মনে পড়েছে তাহ'লে? ভাল, ভাল। হাঁ, তারপর—নিঃশব্দে, চুপিচুপি সেখানে হ'য়ে গেল একটা কাণ্ড। অপূর্ব এক লেনদেন।

চন্দা। না—না!

পাণ্ডু। [ হাস্‌তে হাস্‌তে ] নারীর হাতে ছিল একটি শিশু—খোকা। পুরুষের হাতেও ছিল আর একটি শিশু—খুকী। হাতবদল হ'য়ে গেল ত্বহাতের মাল। কেউ জান্‌লোনা। অন্ধকারে চাপা প'ড়ে গেল কালো ইতিহাস।

চন্দা। মিছে কথা! মিছে কথা!

[ সভয়ে পিছোতে থাকে; অট্টহাস্যে পাণ্ডুরং কথা বল্‌তে বল্‌তে এগোতে থাকে ]

পাণ্ডু। তারা ভাবলো—কেউ রইলো না তাদের সেই সর্বনাশা লেন-দেনের সাক্ষী। অদৃশ্য সাক্ষী কিন্তু একজন ছিল, আজও আছে। সব জানে সে। সব জানে—! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চন্দা। না—না, কেউ জানে না! তুমি যাও—যাও—

পাণ্ডু। পেয়েছো তো—ভয় পেয়েছো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! পায়—সবাই ভয় পায়! হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!—

চন্দা। না—না, কাছে এসোনা—কাছে এসোনা—

পাণ্ডু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ ভয়াতুরা চন্দাবাঈকে অট্টহাস্যে আরও ভয়াতুরা করতে করতে চন্দা সহ প্রস্থান ]

———

## তৃতীয় দৃশ্য

### বনাভ্যন্তর

নেপথ্যে গুলির আওয়াজ। পরক্ষণেই শিকারীর
বেশে হাস্‌তে হাস্‌তে চঞ্চল ও মোহনের প্রবেশ

চঞ্চল। [ সহাস্যে ] নেই—নেই মোহন, একটাও জানোয়ার নেই। সবাই বোধহয় আমার মত শিকারীর ভয়ে লুকিয়েছে।

মোহন। [ সহাস্যে ] আমারও তাই মনে হ'চ্ছে যুবরাজ। নইলে পশুরাজের পর্যন্ত দেখা নেই কেন?

চঞ্চল। রাজার দেখা তো মিল্‌লোই না। রাণীরও কি দেখা দিতে খুব লজ্জা হ'চ্ছে?

মোহন। রাণী হয়ত অবাক হ'য়ে কোন ঝোপঝাড় থেকে যুবরাজের দিকে একনজর হেনেই মোহিত হ'য়ে গেছেন।

চঞ্চল। বাঃ! বেশ বলেছো তো মোহন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ হাস্‌তে হাস্‌তে সহসা যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ ক'রে ওঠে, সঙ্গে
সঙ্গে নেপথ্যে একটা বন্দুকের শব্দ ]

মোহন। কে? কে গুলি ছুঁড়লো? কার এত সাহস? [ ব্যস্তভাবে প্রস্থানোদ্যত হয় ]

ফুলমায়া ও পিস্তলধারিণী কাবেরীর প্রবেশ

মোহন। একি! ফুলমায়া? তোমরা?

[ কাবেরী ও চঞ্চল অপলকনেত্রে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে ]

ফুলমায়া। সখীর সঙ্গে শিকারে বার হয়েছি। কিন্তু—যুবরাজ কি খুবই আহত হয়েছেন ?

কাবেরী। আমি—আমি বুঝতে পারিনি যুবরাজ! ভেবেছিলুম—বুঝিবা হরিণ।

চঞ্চল। ঠিক ভেবেছেন দেবি। সুন্দরী তরুণীরা সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকেই এম্‌নি মৃগয়ায় সিদ্ধহস্ত।

কাবেরী। যুবরাজ, আমি অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইছি। দেখি, কোথায় আঘাত লেগেছে ?

চঞ্চল। হাতে। দেখ্‌বার কিছু নেই: সামান্য ছ'ড়ে গেছে: কিন্তু—

কাবেরী। কী যুবরাজ ?

চঞ্চল। চোট বোধহয় গভীর হয়েছে অন্য আর এক জায়গায়।

ফুলমায়া। হৃদয়ে নয়তো যুবরাজ ?

চঞ্চল। বুঝলুম—হৃদয়ের ব্যাপারে আপনি বেশ অভিজ্ঞ। আজ পর্যন্ত কতজনের ওপর এমন আঘাত হেনেছেন সুন্দরি ?

ফুলমায়া। আপনার এই দেহরক্ষীর কাছে তার হিসাব আছে। জেনে নেবেন।···মোহন, এদিকে এসো তো একবার। একটা কথা আছে:

[ চোখের ইসারায় সঙ্কেত জানিয়ে মোহনকে নিয়ে সে প্রস্থানোদ্যত হয় ]

কাবেরী। ফুলমায়া, কোথা যাস্‌ ?

ফুলমায়া। আস্‌ছি! তুই ততক্ষণ আহতের সেবা কর।

কাবেরী। না—না, একা আমি—

ফুলমায়া। একা কী রে ? দুজনে একা-একা বল। এমন একা থাকায় লাভ আছে।

[ মোহন সহ প্রস্থান

[ কাবেরী চঞ্চলের দিকে ফিরে দেখে—চঞ্চল অপলকে তার দিকে চেয়ে আছে। লজ্জা পায় কাবেরী। চোখ নামায়। তারপরে বলে— ]

কাবেরী। হাতটা দেখান যুবরাজ! [ হাত বাড়িয়ে দেয় চঞ্চল। আঁচল দিয়ে আহত স্থানটা মুছে দেয় কাবেরী ] বড্ড ব্যথা হ'চ্ছে যুবরাজ?

চঞ্চল। হচ্ছিল। ও-হাতের অমৃত-পরশে সব জ্বালা মুহূর্তে জুড়িয়ে গেছে।

কাবেরী। [ সলাজে ] যুবরাজ! [ নিজের হাত সে সরিয়ে নিতে চায়। চঞ্চল চেপে ধরে সে-হাত ] ছেড়ে দিন!

চঞ্চল। যদি না ছাড়ি?

কাবেরী। যুবরাজ,আমি সম্ভ্রান্ত কুমারী। কেউ দেখলে—নিন্দা রট্‌বে।

চঞ্চল। কেউ কি দেখেনি?

কাবেরী। কে দেখেছে?

চঞ্চল। ঐ ওপরে অদৃশ্য থেকে যে সবকিছু দেখে।

কাবেরী। ভগবান? তিনি জানেন, আমি নির্দোষ।

চঞ্চল। মিছেকথা।

কাবেরী। কী বল্‌ছেন যুবরাজ?

চঞ্চল। নিজে থেকে যেচে আপনি আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন। প্রাচীনকাল হ'লে একেই বল্‌তো "পাণিগ্রহণ।"

কাবেরী। আমি লজ্জা পাচ্ছি যুবরাজ।

চঞ্চল। তাইতো আরও সুন্দর হ'য়ে উঠছে তোমার মুখ! এই যাঃ, "তুমি" ব'লে ফেললুম।

কাবেরী। আমাকে "তুমি"ই বল্‌বেন। সবদিক দিয়ে আমি আপনার অনেক নিচে যুবরাজ।

চঞ্চল। শুধু সৌন্দর্যে ছাড়া। আচ্ছা অপরিচিতা, তোমাদের এই সিংহগড়ের সব মেয়েই কি তোমার মতন সুন্দরী ?

কাবেরী। না, আমার চেয়েও সুন্দরী অনেক আছে। কিন্তু যুবরাজ নিজে সিংহগড়ের অধিবাসী হ'য়েও কি সেকথা জানেননা ?

চঞ্চল। না-না, ইয়ে—জানি বৈকি। আবার জানিওনা।

কাবেরী। [ মৃদুহাস্যে ] এটা কী রকম কথা হ'লো ?

চঞ্চল। অর্থাৎ—মেয়েদের মুখের দিকে সাধারণতঃ আমি তাকাই না।

কাবেরী। সিংহগড়ে কিন্তু নারী-সম্পর্কে যুবরাজের খ্যাতি অন্য রকম।

চঞ্চল। জানি। তারা বলে—আমি লম্পট, মাতাল, এইতো ? তুমি বিশ্বাস করো সে-সব কথা ?

কাবেরী। এতদিন কর্‌তুম—এখন আর করি না।

চঞ্চল। ধন্যবাদ ! তুমি সত্যই মমতাময়ী। কিন্তু অপরিচিতা, এখনো তো কই তোমাদের পরিচয় দিলে না।

কাবেরী। আমি কাবেরী। সর্দার অনন্তরাও আমার বাবা।

চঞ্চল। সেকী ! তুমি—তুমি সর্দারজীর কন্যা ?

কাবেরী। হাঁ, যুবরাজ ! আমার সঙ্গিনীটি আমার আত্মীয়া আর প্রিয়সখী ফুলমায়া। বড্ড বাচাল। একী ! কী হ'লো যুবরাজ ! অমন ক'রে কী ভাবছেন ?

চঞ্চল। [ তন্দ্রাহতের মত ] এঁ্যা ! নাঃ, কিছু না ! কিন্তু—আপনার সঙ্গিনী কোথায় গেলেন ?

কাবেরী। [ মৃদু হেসে ] আমি ভাব্‌ছি—আপনার সঙ্গীটিই বা কোথায় গেলেন ?

চঞ্চল। চলুন—দেখা যাক্।

কাবেরী। চলুন—

[ উভয়ের প্রস্থান

মোহন ও ফুলমায়ার প্রবেশ

মোহন। একী! যুবরাজ গেলেন কোথায়?

ফুলমায়া। নিশ্চয়ই আমার সখীকে নিয়ে ভেগেছে।

মোহন। মিছেকথা ব'লো না। ভাগ্‌লে—তোমার সখীই তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছেন। ওটা তোমাদের স্বভাব যে!

ফুলমায়া। বটে! তাহ'লে তুমিও বল্‌তে চাও—আমিই তোমাকে খেলাচ্ছি।

মোহন। বল্‌বো কি? হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ফুলমায়া। [ ছদ্মরাগে ] কী? এতবড় বদনাম! যাও—ভাগো! এক্ষুনি ভাগো—

মোহন। এই—এই দেখো, আবার খামকা রাগ করে!

ফুলমায়া। নেহি মাংতা খোসামোদ! যাও—আভি নিকালো! দূর হও আমার চোখের সাম্‌নে থেকে। ফের্ যদি আমার ত্রিসীমানায় এসেছো, তাহ'লে তোমায়—

মোহন। কী তাহ'লে?

ফুলমায়া। খুন করেঙ্গা।

মোহন। আর "করেঙ্গা" কেন ফুলমায়া? কী যে মায়া জানো তুমি! খুন তো হ'য়েই আছি।

ফুলমায়া। বেশ, তাহ'লে আমিই যাচ্ছি।

মোহন। না—না! শোন—[ ফুলমায়াকে টেনে জড়িয়ে ধরে ]

ফুলমায়া। [ ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে রাগতভাবে ] এই—এই ডাকাত! ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু! ছাড়ো—

[ নেপথ্যে সহসা ডাক শোনা যায় অনন্তরাওয়ের—"মোহন! মোহন!" ]

মোহন। এই রে! [ ত্রস্তে ছেড়ে দেয় ফুলমায়াকে ]

[ ফুলমায়া ছুটে পালায়

অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। মোহন! মোহন! এই যে মোহন! যুবরাজ কোথায়?

মোহন। আজ্ঞে, তিনি একটু ওদিকে গেছেন এইমাত্র।

অনন্ত। একা ছেড়ে দিয়েছ তাঁকে?

মোহন। না সর্দারজি, সঙ্গে আছেন আপনার কন্যা।

অনন্ত। কাবেরী! সেকী? তার সঙ্গে যুবরাজ কী ক'রে—

মোহন। হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেছে এখানেই। দুজনেই শিকারে এসেছিলেন, হঠাৎ—

অনন্ত। [ উত্তেজিত চিন্তায় ] আঃ, করেছ কী মোহন, করেছ কী!

মোহন। কেন সর্দারজি? এমন কি অন্যায় হয়েছে এতে—

অনন্ত। তুমি তো জানো, কাবেরী আমাদের আসল যুবরাজের বাক্‌দত্তা ভাবী বধূ। তার সঙ্গে একে তুমি কেন মিশতে দিলে? শেষে যদি—যদি এরা দুজনেই যৌবনের ধর্মে—ওঃ। ভাবতে পারো মোহন, কী সর্বনাশ হবে তাহ'লে? আমার আব্রু তো যাবেই। এমন কি সিংহগড়ের রাজবংশের সম্মান পর্যন্ত বরবাদ হ'য়ে যাবে। ছি-ছি—

মোহন। সর্দারজি! আমি—আমি অতটা ভাবতে পারিনি।

অনন্ত। কেন—কেন হয় তোমার এতবড় ভুল? চলো—কোন্ দিকে গেছে তারা? জল্‌দি, ছুটে চলো— [ উভয়ের প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদের একাংশ

গীতকণ্ঠী পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া।—

### গীত

ওগো সখি, কানু কাঁদাইবে কতো আর।
আমি সব তেয়াগিয়া তাহারে বরিনু,
(সে যে) দুখটুকু দিল সার॥
মোর যতেক চাঁদিমা, হাসির জোছনা,
কালোমেঘে কেন ছায়,
শ্যাম শুনায়ে বাঁশরী সকলি পাশরি,
কাঁদায়ে হাসিতে চায়,
কালো হ'লো মোর আলোকরা ঘর,
কালো হলো কুঙ্কুম,
সেই কালোসোণা মোর হ'য়ে চিতচোর,
কাড়িল নিশির ঘুম;
ওগো যুগ যুগ ধ'রে পরাণ গুমরে
সহিতে মদন-মার।
তার দয়া নাহি হায়, পায়ে দ'লে যায়
(মোর) যত সুখ-উপচার॥

গীতমধ্যে চঞ্চল প্রবেশ ক'রে গান শুনতে থাকে

চঞ্চল। এ গান তুমি কি ক'রে শিখ্‌লে পাপিয়া?

পাপিয়া। [ চম্‌কে ওঠে ] যুবরাজ! কখন এলেন?

চঞ্চল। আমার কথার জবাব ওটা নয় পাপিয়া। বলো, এ-গান তুমি কোথায় শিখেছ?

পাপিয়া। [ গোপন করার চেষ্টায় ] ইয়ে—কোথায় যেন—ঠিক মনে নেই। কেন যুবরাজ, এ-গান কি ভাল নয়?

চঞ্চল। অপূর্ব এ-গান। তোমার কণ্ঠে এ-গানের অপূর্ব রূপ শুনে তোমার কণ্ঠসম্পদে আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছি, বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই কীর্তনগান বাংলা থেকে বহুদূরে মধ্যভারতের এক তরুণীর মুখে শুনে। আশ্চর্য।

পাপিয়া। আশ্চর্যের কী আছে যুবরাজ?

চঞ্চল। নেই?

পাপিয়া। না। আপনি যেমন আশ্চর্য হচ্ছেন আমার মুখে এ-গান শুনে, আমিও তেম্‌নি অবাক হ'চ্ছি এই ভেবে যে, আপনিও এই মধ্য-ভারতের এক স্বাধীন রাজ্যের যুবরাজ হ'য়ে এবং কোনদিন বাংলায় না গিয়েও বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই কীর্তনগানের কথা জান্‌লেন কি ক'রে?

চঞ্চল। [ বিস্ময়ে চম্‌কে ওঠে ] পাপিয়া!

পাপিয়া। আদেশ করুন যুবরাজ।

চঞ্চল। কী—কী বল্‌তে চাও তুমি?

পাপিয়া। আমি নয় যুবরাজ,—বলে অন্য লোকে। তারা বলে যে আপনি নাকি জাল যুবরাজ।

চঞ্চল। জাল!

পাপিয়া। আমার মিনতি যুবরাজ, এমনি সব বিচিত্র আচরণে তাদের সেই সন্দেহকে দৃঢ় ক'রে তুল্‌বেন না।

চঞ্চল। তারা কারা ?

পাপিয়া। ক্ষমা কর্‌বেন যুবরাজ। তাদের নাম আপনার অজানা থাকার কথা নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন তারা আপনার মোটেই হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

চঞ্চল। পাপিয়া, শোন।

পাপিয়া। আপনার শরবৎ আন্‌তে যাচ্ছি যুবরাজ।

চঞ্চল। থাক্ শরবৎ! তুমি কে ? কে তুমি ?

পাপিয়া। আমি আপনার খাস-পরিচারিকা—পাপিয়া।

চঞ্চল। না না, ওটা তোমার আসল পরিচয় নয়। কী যেন তুমি গোপন কর্‌ছো আমার কাছে! বলো—বলো কী তোমার সত্যি পরিচয় ?

পাপিয়া। জানিনা—জানিনা যুবরাজ—সত্যি জানিনা—

[ কান্না চাপতে চাপতে দ্রুত প্রস্থান

চঞ্চল। [ অতি বিস্ময়ে ] আশ্চর্য! তবে কি—তবে কি পাপিয়া জানে যে—

### মোহনের প্রবেশ

মোহন। যুবরাজের জয় হোক্!

চঞ্চল। মোহন, বল্‌তে পারো পাপিয়ার আসল পরিচয় কী ?

মোহন। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন যুবরাজ ?

চঞ্চল। আঃ, তর্ক নয়। বলো—ও কে ?

মোহন। এক ভাগ্যহীনা সুন্দরী। চন্দাবাঈয়ের আশ্রিতা। আর তো কিছু জানিনা যুবরাজ!

চঞ্চল। জান্‌তে হবে—জান্‌তে হবে মোহন ওর সত্যি পরিচয়।

খোঁজ নিতে হবে—চন্দাবাঈয়ের আশ্রয়ে আসার আগে ও কে ছিল, কোথায় ছিল ?

মোহন। চেষ্টার ত্রুটি রাখবোনা যুবরাজ।

চঞ্চল। [ চিন্তামগ্নভাবে ] ভাবিয়ে দিয়ে গেল, অবাক ক'রে দিয়ে গেল আমায়! অতটুকু মেয়ে—কিন্তু যেন অনেক জানে—অনেক বুদ্ধি রাখে। দেওয়ান রত্নাকরও বুদ্ধিতে ওর কাছে দুগ্ধপোষ্য একটা শিশু মাত্র। আশ্চর্য!

মোহন। আপনার একখানা চিঠি আছে যুবরাজ!

চঞ্চল। চিঠি! কীসের চিঠি? কে লিখেছে আমায় চিঠি এখানে?

মোহন। পাঠিয়েছেন সর্দার-দুহিতা কাবেরী দেবী।

চঞ্চল। কাবেরী আমায় চিঠি লিখেছে? কেন?

মোহন। আপনার চিঠি পড়ার ঔদ্ধত্য আমার নেই যুবরাজ!

চঞ্চল। পড়ো মোহন, পড়ো। আমি অনুমতি দিচ্ছি। তোমার আর সর্দারজীর কাছে গোপনীয় আমার কিছু নেই, থাক্‌তে পারে না। পড়ো—। [ নীরবে চিঠি পড়ে মোহন ] কী লিখেছে সর্দার-কন্যা?

মোহন। সেদিনের সেই আকস্মিক আঘাতের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে কাবেরী দেবী জানিয়েছেন যে, আগামী কাল রাতে যুবরাজ যদি সামান্য এক আপ্যায়নে সর্দার-গৃহে উপস্থিত থাকেন, তাহ'লে তিনি মনে কর্‌বেন যে, যুবরাজ সত্যিই তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

চঞ্চল। তোমাদের কাবেরী দেবী দেখছি শুধু সুন্দরীই নন, সুচতুরাও।

মোহন। ভুলে যাবেন না যুবরাজ, যে, তিনি সর্দার অনন্তরাওয়ের কন্যা।

চঞ্চল। পার্‌ছি কই ভুল্‌তে! ভালকথা মোহন, নিমন্ত্রণ কি শুধু আমার একার? তোমাকে কি তোমার ফুলমায়া—

মোহন। বলেছে, যুবরাজ! এ-পত্র সেই এনেছে। অপেক্ষা করছে উত্তরের জন্য। কী উত্তর দেবো যুবরাজ?

চঞ্চল। না গেলে অভদ্রতা হয়! জানিয়ে দাও মোহন, আমি যাবো।

অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। দাঁড়াও মোহন। এখন কোনও জবাব দেবার দরকার নেই। যুবরাজের মতামত আমি নিজে পরে জানিয়ে দেবো। তুমি যাও।

[ অভিবাদনান্তে মোহনের প্রস্থান

চঞ্চল। এর অর্থ কি সর্দারজি?

অনন্ত। আমার মতে, এ আমন্ত্রণ আপনার গ্রহণ না করাই উচিত।

চঞ্চল। কেন?

অনন্ত। ভুলে যাবেন না—আমার কন্যা সিংহগড়ের প্রকৃত যুবরাজের বাক্‌দত্তা। তাই তার সঙ্গে আপনার এভাবে মেলামেশা—

চঞ্চল। অর্থাৎ—আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কী আশ্চর্য সর্দারজি, যার হাতে আপনি অসঙ্কোচে সারা রাজ্যটাকে ছেড়ে দিয়েছেন, এই সামান্য ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

অনন্ত। রাজ্য গেলে আবার ফিরে পাওয়া যায় যুবরাজ, কিন্তু আওরতের আব্রু আর ফেরে না।

চঞ্চল। [ অসহ্য রাগে তলোয়ার বার করে ] সর্দারজি!

অনন্ত। [ তলোয়ার বার করে ] যুবরাজ।

চঞ্চল। আপনার প্রথম অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। দ্বিতীয় এই অপরাধও ক্ষমা করতে রাজি আছি। কিন্তু এমন অপরাধ যদি আবার হয়, মার্জনা পাবেন না। হুঁসিয়ার থাকবেন।

অনন্ত। আমার বাড়ির আব্রু সম্পর্কে আমি বরাবরই হুঁসিয়ার! এ-নিমন্ত্রণে যেতে আপনাকে দেবোনা।

চঞ্চল। আমি যাবোই।

অনন্ত। না।

চঞ্চল। সর্দার অনন্তরাও, সিংহগড়ের ভাবী অধীশ্বর আমি কুমার সমরজিৎ রাও আদেশ দিচ্ছি, আজ রাতে কাবেরী দেবীর আমন্ত্রণ রক্ষায় আমি যাতে উপস্থিত থাকতে পারি, তার যথাযোগ্য আয়োজন ক'রে রাখবেন। এ-আদেশ যদি অমান্য করেন, তাহ'লে প্রকাশ্য সভায় রাজদ্রোহের অপরাধে আপনার বিচার ক'রে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য হবো।

[ উভয়ে নিদারুণ রোষে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিক চেয়ে থাকে। ]

অনন্ত। এতদূর! আমি—আমি ভাবতেই পারিনি যে—

চঞ্চল। ভাবতে আমিও পারিনা সর্দারজি, যে, কোন্ সাহসে রাজার সাম্‌নে মন্ত্রী দাঁড়ায় খোলা তলোয়ার হাতে তার দুচোখে উদ্ধত দৃষ্টি নিয়ে? আপনার কি মনে হয়না সর্দারজি, যে এর জন্যে সেই বেয়াদব কর্মচারীর উচিত তলোয়ার খাপে পূরে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা?

[ অবরুদ্ধ আক্রোশে নিরুপায়ের মতন কাঁপতে কাঁপতে তলোয়ার কোষবদ্ধ ক'রে নতজানু হয় অনন্তরাও ]

অনন্ত। বান্দার গোস্তাকী মাফ হোক্ যুবরাজ!

চঞ্চল। [ তার হাতে ধরে তোলে ] সন্তানতুল্য এই অর্বাচীন যুবরাজের অপরাধও ক্ষমা করুন সর্দারজি!

অনন্ত। [ সবিস্ময়ে ] যুবরাজ!

চঞ্চল। [ মৃদুহাস্যে ] অবাক হচ্ছেন সর্দারজি? বলেছি তো আপনাকে—বাঙালীরা এক বিচিত্র জাত। আমরা একসাথে বৈষ্ণব

আর শাক্ত দুইই। কিন্তু আর নয় সর্দারজি, আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম গ্রহণ করুন গিয়ে।

অনন্ত। [ অভিবাদনান্তে ] যুবরাজের জয় হোক।

চঞ্চল। আর একটা অপরাধ করবো সর্দারজি?

অনন্ত। [ ফিরিয়া ] আদেশ করুন যুবরাজ!

চঞ্চল। আদেশ নয় সর্দারজি, অনুরোধ। আমাকে যদি আজ আর বিশ্বাস করতে না পারেন, ছুটি দিন আমায়। আমি খুশিমনে চ'লে যাবো। আপনাদের হাতের পুতুল হ'য়ে দিনরাত এই মিথ্যে অভিনয় করতে আর আমি পারছি না—সত্যিই পারছি না সহ্য করতে সর্দারজি!

অনন্ত। যুবরাজ, আপনার সন্তান নেই যুবরাজ, তাই জানেন না পিতৃহৃদয় কেন বারবার থর্‌থর্‌ ক'রে ওঠে? আর সন্দেহের কথাই যদি বলেন, পালাবেন কেন? থাকুন, প্রমাণ ক'রে দিয়ে যান যে, আমার সন্দেহ অবিশ্বাস সব অমূলক। তখন আর ধমকে আমার অভিবাদন আদায় করতে হবে না যুবরাজ, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে এই শাদা মাথাটা সেলামে সেলামে আপনিই নুয়ে পড়বে ঐ পায়ের তলায়। সেলাম জনাব, সেলাম!

[ প্রস্থান

চঞ্চল। তাই হবে সর্দারজি। তোমার ঐ সেলাম না নিয়ে এখান থেকে যাবোনা—যাবোনা—যাবোনা।

অমরজিতের প্রবেশ

অমর। বন্দেগী কুমার সমরজিৎ!

চঞ্চল। কে?

অমর। হতভাগা অমরজিৎ আমি। চিনতে পারছোনা?

চঞ্চল। [ সাগ্রহে ] অমর! এসো ভাই, এসো—এসো।

অমর। থাক্—থাক্! হঠাৎ অত আদরের ঘটা সইবেনা। কুমীরের কান্নায় বিশ্বাস করতে মানা করে লোকে। বসতে আসিনি। দেখতে এলুম—কেমন বহাল তবিয়তে আছো তুমি।

চঞ্চল। তোমাকে রোজ একবার ক'রে কাছে পেলে আরও ভাল থাকতুম অমর।

অমর। আমি না নটীপুত্র ঘৃণ্য জারজ? আমাকে ভাই বলতে না তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়? নাঃ, এবার দেখ্ছি নিরুদ্দেশের পর সত্যিই তুমি পাল্টে গেছ।

চঞ্চল। গেছি অমর, আগের আমি ম'রে গিয়ে এক নতুন জন্ম নিয়েছি।

অমর। তাইতো দেখ্ছি আর অবাক হ'চ্ছি! তুমি তাহ'লে আর আমায় ঘৃণা করোনা? সত্যি?

চঞ্চল। এই বুকে কাণ পেতে শোনো। সত্যি-মিথ্যে টের পাবে।

অমর। আমি কিন্তু তোমায় আজো ঘৃণা করি।

চঞ্চল। সে আমার পরম দুর্ভাগ্য ভাই।

অমর। আমি ভুলতে পারি না যে তুমি আমার পরম শত্রু।

চঞ্চল। হয়ত ছিলুম কোনদিন। আজ আর নই। বিশ্বাস করো ভাই—

অমর। সাপকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তোমাকে নয়।

চঞ্চল। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন।

অমর। ও-ফাঁদে তুমি আমাকে বশ করতে পারবেনা যুবরাজ! তোমার ঘৃণা তবু সহ্য হয়, কিন্তু ঐ মায়া-আদর অসহ্য! তবে তোমায় আমায় বোঝাপড়া একদিন হবেই। দেখা হবে শুধু দুজনায়—খোলা তলোয়ার হাতে।

চঞ্চল। তুমি বেছে নিও সবচেয়ে ধারালো তলোয়ারখানা অমর ; আমি যাবো খালি হাতে।

অমর। বটে। [ হেসে ওঠে ] চমৎকার অভিনয় শিখেছো তো ! ভাল, করো রাজ্যভোগ। আমি চাইনা রাজা হ'তে। কোনদিন চাইওনি। কিন্তু—আমি যা চাই, তা তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

চঞ্চল। কী চাও অমর ?

অমর। দিতে পারবে ?

চঞ্চল। যদি একান্ত অসম্ভব না হয়।

অমর। কথাটা মনে থাকে যেন। আজ নয়, যথাসময়ে চাইবো ; দেখা যাবে সেদিন— কতবড় সাধু তুমি, আর কতবড় দাতা ! চলি—

[ প্রস্থান

চঞ্চল। বা রে দো-দিনকা সুলতান, বাঃ ! ত্রিভুবনে তোর কেউ ছিলনা। পেলি আস্ত একটা রাজ্য, মন্ত্রী, দেওয়ান, পরিচারিকা, ভাই ! কিন্তু এমনি কপাল, বিশ্বাস তোকে কেউ করেনা—কেউ না ! চমৎকার নসীব তোর আবুহোসেন, চমৎকার নসীব !

[ প্রস্থান

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

### চন্দাবাঈয়ের গৃহ

### অনিচ্ছুক ব্যাসদেবকে টান্‌তে টান্‌তে রত্নাকরের প্রবেশ

ব্যাসদেব। [ সভয়ে ও সকাতরে ] না-না, আমি পার্‌বোনা—পার্‌বোনা !

রত্নাকর। যা চাও পাবে।

ব্যাসদেব। কিছু চাইনা। আমায় ছেড়ে দিন ! ওরে বাব্বাঃ, শেষে কি ডালকুত্তোর পেটে যাবো ?

রত্নাকর। সোণায় মুড়ে দেবো।

ব্যাসদেব। হীরে দিলেও না। ঘাড়ে আমার একটা বই দুটো মাথা নেই।

রত্নাকর। কোনও ভয় নেই। কেউ জান্‌বেনা।

ব্যাসদেব। বল্‌লেই হ'লো ! অকম্মো কক্ষণো চাপা থাকেনা।

রত্নাকর। পার্‌বেনা ?

ব্যাসদেব। কেটে ফেললেও না।

### চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। কেটে তোমায় ফেল্‌তে হবেনা। তার আগেই পার্‌বে। ব্যাসদেব, পাপিয়াকে তুমি ভালবাসো ?

ব্যাসদেব। আলবৎ বাসি।

চন্দা। তার কোন ক্ষতি হ'লে তুমি নিশ্চয়ই দুঃখ পাবে, কেমন ?

ব্যাসদেব। ম'রে যাবো—মনের দুঃখে তাহ'লে আমি মাইরি ম'রে যাবো।

চন্দা। তাহ'লে শুনে নাও ব্যাসদেব, এ কাজের ভার তুমি যদি না নাও, তাহ'লে তার ফলে পাপিয়াকে মরতে হবে অকালে—গুপ্তঘাতকের হাতে।

ব্যাসদেব। না—না, তা কেন হবে!

চন্দা। তাই হবে। রাজী?

ব্যাসদেব। নে বাবা, এ আবার কেমন ধারা বিচার? আমার জন্যে সে বেচারী কেন—

চন্দা। রাজী?

ব্যাসদেব। উঃ! এ আমি কোন্ ডাকাতে গুষ্টির হাতে পড়েছি গো? আমায় প্যাঁচে ফেলে—

চন্দা। জবাব দাও। রাজী?

ব্যাসদেব। তা রাজী না হ'লে তোমরা কী ছাড়বে? পাপিয়ার জন্যে মরতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বলিহারি শয়তান তোমরা। ইস্, হ'লো এবার একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! ওরে বাপরে!

চন্দা। কোনও কথা নয়। মঙ্গলের কাছে যাও। সে তোমাকে হাতিয়ার দেবে। যাও—

ব্যাসদেব। ওরে বাবা! একী মেয়েমানুষ গো! এ যে দেখ্ছি খানদানী মেয়ে-কশাই!

[ প্রস্থান

চন্দা। দেখ্লে?

রত্নাকর। অবাক হ'য়ে দেখ্লুম। দেখে আরও অবাক হলুম। আচ্ছা চন্দাবাঈ, তোমার কোনও বোন আছে কি?

চন্দা। না তো।

রত্নাকর। থাক্‌লে মর্ত্য আর রসাতলে কোনও প্রভেদ থাক্‌তোনা, কি বলো ?

চন্দা। তুমি তাহ'লে কাকে ছেড়ে কার দিকে ঝুঁক্‌তে রত্নাকর ?

রত্নাকর। বাঘিনীর রূপে যে আত্মহারা, নাগিনীর ছোবলে সে ভুলবে কেন চন্দাবাঈ ! চন্দাবাঈ, মানুষ আমি অনেক মেরেছি, আজও মার্‌তে পারি অস্ত্রাঘাতে। তোমার মতন ভয়ে তাদের জীবন্মৃত করা আমার সাধ্যাতীত। স্বীকার কচ্ছি চন্দাবাঈ—এ-বিষয়ে তুমি আমার গুরুর গুরু। এমনটি আর দেখিনি।

চন্দা। এটা তোমার নিন্দা, না সুখ্যাতি রত্নাকর ?

রত্নাকর। এ আমার সত্যভাষণ। সত্যি সখি, 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।'

চন্দা। তোমার কথা শুনে কী মনে হ'চ্ছে জানো রত্নাকর? মনে হ'চ্ছে, তেমন বোন যদি আমার সত্যিই কেউ থাক্‌তো—সে হ'তো আমার কাঁটা। আর সতীন না হ'লেও আমার সেই পথের কাঁটাকে নির্মমভাবে সরিয়ে ফেল্‌তে আমার একটুও বাধ্‌তোনা।

রত্নাকর। একটুও অবিশ্বাস করছিনা তোমার কথা। তুমি সব পারো। বল্‌তে পারো চন্দাবাঈ, কী তুমি পারোনা ?

চন্দা। তা আমি আজো জানিনা। কিন্তু ওকথা থাক্ ! সিংহাসনের কাঁটা তো এবার সর্‌লো।

রত্নাকর। সরেনি, কাল হয়ত সর্‌বে। তারপর ?

চন্দা। পূর্ণ হবে আমার এতদিনের মনোবাঞ্ছা। আমি হবো রাজমাতা।

রত্নাকর। আর আমার মনোবাঞ্ছা ?

চন্দা। অপূর্ণ রাখ্‌বো না ।

রত্নাকর। আজ তার একটু আগাম নমুনা যদি দাবী করি ? [ হাত ধ'রে টান্‌তে চায় চন্দাবাঈকে ]

চন্দা। [ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায় ] না-না-না ! আজ নয়। আগে আমার মনস্কাম পূর্ণ হোক্, তারপর তোমার ! ধৈর্য ধরো দেওয়ান —ধৈর্য ধরো।

রত্নাকর। তাই হবে চন্দাবাঈ, তাই হবে। শুধু একটা কথা ভুলো না।

চন্দা। কী কথা দেওয়ান ?

রত্নাকর। আমাকেও যদি ফাঁকি দিতে চেষ্টা করো, জীবনের সেরা ভুল করবে। মনে রেখো—গড়তে যে পারে, ভাঙ্গতেও তার এতটুকু বাধে না। [ প্রস্থান

চন্দা। [ হাস্‌তে হাস্‌তে ] তুমি জানো না—জানো না দেওয়ান, কিছু জানো না। একটুও চেনো না তুমি আমাকে। তোমার মতন পুরুষ আমি অনেক দেখেছি। অনেক পুরুষ অনেক নাচ নেচেছে এই চন্দাবাঈযের সামান্য একটা ভ্রূভঙ্গে আর মদির কটাক্ষে।

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। ঠিক—ঠিক বলেছ বিবিজান ! আমি জানি—তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি !

চন্দা। তুমি আবার এসেছ ? কেন এসেছ ?

পাণ্ডু। তোমার তারিফ করতে। আমি জানি—পুরুষ তোমার খেলার পুতুল। নিজের দরকারে তাদের তুমি পুতুল-নাচ নাচাও ! আর কাজ ফুরোলেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এঁটো পাতার মতন।

চন্দা। কে বলেছে তোমাকে ?

পাণ্ডু। একজন। তাকেও তুমি নাচিয়েছিলে। সেই ছিল প্রথম। মনে পড়ে তার কথা ?

চন্দা। কোথায় আছে সে ? বেঁচে আছে ?

পাণ্ডু। না। ম'রে গেছে শুকিয়ে কুঁকড়ে, বদ্ধ ঘরে অনাহারে, তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ ক'রে। ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে।

চন্দা। কী বলেছে সে তোমাকে ?

পাণ্ডু। তোমাকে সেই বোকাটা ভালবেসেছিল। তখন তোমার কাঁচা বয়েস, তারও তাই। চিন্‌তে পারেনি তোমাকে। তোমার সেই প্রথম যৌবনের তীব্র রূপমদিরায় আত্মহারা মাতাল হয়েছিল সে। তোমার জন্যে সে সব ছেড়েছিল। বিশ্বাস করেছিল তোমায়। সব ছেড়ে চেয়েছিল শুধু তোমাকে। পেলও। বিয়ে হ'লো তোমার সঙ্গে। হাতে স্বর্গ পেলো সে। কিন্তু—

চন্দা। "কিন্তু" কি ?

পাণ্ডু। বোকা কিনা, তাই বুঝতে পারেনি যে, তুমি তাকে চাওনি। রাজদরবারে খাতির ছিল তার। তুমি চেয়েছিলে তাকে তোমার উচ্চাশার পথে সিঁড়ি ক'রে ব্যবহার কর্‌তে, শিকারের অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে। বুঝতে যখন পারলো বেচারা—হায়রে, অনেক দেরি হ'য়ে গেছে তখন।

চন্দা। কেন ?

পাণ্ডু। চন্দাবাঈ তখন পৌঁছে গেছে তার অভীষ্টে। রাজার পত্নী হ'তে পারেনি, তাই হয়েছে উপপত্নী। বেছে নিয়েছে নটী-জীবন। বোকাটার তখন আর দরকার নেই। কাজ কি আর অবাঞ্ছিত ঝামেলাটাকে বাঁচিয়ে রেখে ? চন্দাবাঈয়ের অনেক গুপ্তকথা জান্‌তো

সে। তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যে রাজার হুকুমে মিথ্যা অভিযোগে, মিথ্যা বিচারে দোষী ক'রে তাকে বন্ধ ক'রে রাখা হ'লো বদ্ধ কারাগারে।

চন্দা। [ অতিষ্ঠভাবে ] না—না—

পাণ্ডু। ম'রে গেল বোকাটা—আঠার বছর সেই বদ্ধ কারাগারে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে তিলে তিলে সে ম'রে গেল।

চন্দা। থামো—থামো—

পাণ্ডু। আমি থাম্‌লেও সে তো থাম্‌বে না বিবিজান!

চন্দা। সে তো ম'রে গেছে।

পাণ্ডু। গেছে। তবে ম'রে যাবার আগে আমায় ব'লে গেছে—তোমায় সে ছাড়বে না; ভূত হ'য়ে পিছু নেবে।

চন্দা। মিছে কথা! তুমি—তুমি আমায় মিছে ভয় দেখাচ্ছো।

পাণ্ডু। আরও বলেছে যে, শান্তি সে দেবে না তোমায়। তুমি তাকে অবিচারে হত্যা করেছো। সেও তোমার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলছে বীভৎস বিভীষিকায়। পণ্ড করবে তোমার সব আয়োজন। বৃথা চেষ্টা বিবিজান, বৃথা তোমার এত ষড়যন্ত্র। পূর্‌বে না—পূর্‌বে না তোমার মনস্কাম। পূর্‌তে সে দেবে না। হুঁসিয়ার!

[ ভয়ে আতঙ্কে চন্দাবাঈ পালাতে থাকে ]

পাণ্ডু। ওকী! কোথায় যাচ্ছো বিবিজান? শোনো—শোনো—! পালাচ্ছো কেন গো?

চন্দা। তোমাকে আমি সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না!

পাণ্ডু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! কোথায় পালাবে বিবিজান? সে কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়বে না! হুঁসিয়ার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চন্দা। [ পালাতে পালাতে নিদারুণ আতঙ্কে ] না—না—না! উঃ—

[ তীক্ষ্ণ ভয়ার্তনাদ সহকারে ছুটিয়া পলায়ন

পাণ্ডু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভয় পেয়েছে গো, ভয় পেয়েছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চন্দাবাঈও তাহ'লে ভয় পায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! [ সহসা হাসির বদলে তার কণ্ঠে বেজে ওঠে একটা তীক্ষ্ণ বেদনার্ত ধ্বনি ] ওঃ! তৃষ্ণা! আঠারো বছরের অতৃপ্ত মরুতৃষা! জল! একটু জল! একটু জল—

[ প্রস্থান

---

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

অনন্তরায়ের গৃহের প্রমোদোদ্যান

নৃত্যগীতরতা নর্তকীগণ

নর্তকীগণ।—

গীত

মধুবনে মধুকর এসো গুঞ্জরি।
হৃদি-শতদল মেলি ডাকে ফুলপরী॥
পথ-চাওয়া গান-গাওয়া তোমারি আশে,
নয়নে কাজল পরি, কুসুম কেশে,
চরণে নূপুর বাজে বাজে রে কাঁকণ;
তোমারে স্মরি॥
এসো গুঞ্জরি॥

[ প্রস্থান

ভয়ব্যাকুল কম্পমান ব্যাসদেবের সন্তর্পণে প্রবেশ

ব্যাসদেব। ই-হি-হি-হি! কী করি রে বাবা! হাত পাগুলো হঠাৎ এমন ঠক্ঠক্ ক'রে কাঁপতে লেগেচে, মনে হ'চ্ছে—গেল বুঝি জোড়-গুলো খুলে। ইস্! হাতিয়ার ধর্‌বার আগেই এই অবস্থা, হাতিয়ার হাতে নিলে কী অবস্থা হবে! শেষে নিজের হাতিয়ার দুম্ ক'রে উঠে নিজেরই বুক ঝাঁঝরা ক'রে দেবে না তো? নাঃ, আজ দেখ্‌ছি নির্ঘাৎ

হবে একটা কেলেঙ্কারী! ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। কার পেটে যে সেঁদোতে হবে, কে জানে! লুকোই কোথা!…ঐ যে! ঐ হাস্নুহানার ঝোঁপটার পিছনে ঘাপ্‌টি মেরে বসা যাক্। তারপর—যা আছে কুলকপালে।

[ সন্তর্পণে ব্যাসদেবের প্রস্থান

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। একটা বাজপাখী যেন শালিকের বাসার চারদিকে ঘুরঘুর করছেনা? পথ ভুলে এসে পড়েছে? উহুঁ, তা নয়। আনাড়ি বাজ। ঝাপটা দেখেই বুঝতে পারছি। মতলবখানা কী? ঠিক তো বুঝতে পারছি না। শুধু বাতাসে যেন একটা কালবোশেখীর আভাস পাচ্ছি। হুঁ, দেখতে হবে, দেখতে হবে—                                        [ প্রস্থান

ফুলমায়া ও মোহনের প্রবেশ

ফুলমায়া। না না, এখন আমার অনেক কাজ। এখন যাও।

মোহন। বা রে! দুটো প্রাণের কথা, মনের কথা বল্‌তে পাবো না? তুমি কি তাহ'লে আমাকে ভালবাসো না ফুলমায়া?

ফুলমায়া। ওঃ, এ তো আচ্ছা জ্বালাতনে পড়্‌লুম দেখছি। ভালবাসি বলে কি দিনরাত মুখোমুখি ব'সে ব'সে প্রেমের পাঁচালী গাইতে হবে?

সুবলের প্রবেশ

সুবল। তোমরা এখানে কী করছো?

ফুলমায়া। তাতে তোর কী দরকার রে বখাটে ছোঁড়া? আমাদের পিছু নিয়েছিস্ কেন? এই কাঁচা বয়েসে উচ্ছন্নে যাবার জন্যে চুলবুলুনি ধরেছে বুঝি?

মোহন। না না। তুমি এসেছো, বেশ করেছো সুবল। দেখে যাও, আমি কেমন ছেলেধরার হাতে পড়েছি।

সুবল। আমি কিন্তু তোমাদের আর একটা কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি।

ফুলমায়া। কী কথা কথকঠাকুর?

সুবল। বসন্ত এসেছে।

ফুলমায়া। জানি জানি। তবে আর জ্ব'লে মরছি কেন?

সুবল। এমন দিনে রাগ-অভিমান ক'রে থেকো না। বরং ক'রে নাও মধুমাসকে। খুশি হও নিজে। খুশি করো প্রিয়জনকে। দূরের জনকে কাছে টেনে নাও। তবেই না বসন্ত সার্থক হবে।

ফুলমায়া। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক সুবলো। আমাকে নয় রে, ঐ একগুঁয়েটাকে শোনা দিকি একটু কথাগুলো। আমি তো ব'লে ব'লে এলিয়ে পড়েছি!

মোহন। শোনাও সুবল—তুমি আবার কী শোনাতে চাও, শোনাও।

সুবল। শুন্‌তে পাচ্ছো না, কী কথা বল্‌ছে আজ আকাশ-বাতাস? কী কথা বল্‌ছে মানুষের মন?

মোহন। কী বল্‌ছে?

সুবল। বল্‌ছে—

### গীত

ডাকো ডাকো পাপিয়া বুলবুল।
দোয়েলা কোয়েলা ডাকো, ডাকো অলিকুল॥
আজ পলাশে শিমুলে রাঙা আগুন,
মাতালো কি নেশায় মাতাল ফাগুন,
মোর শিরায় শিরায়　　একি আনন্দ হায়
মধু-সমতুল॥

মোহন। বটে! আর কিছু নয়?

সুবল। আর? হঁা, আরো আছে বৈকি।

## পূর্ব গীতাংশ

আজ কাহারে চাহিয়া উতলা মন
ব্যাকুল মলয়ে কী আবাহন,
তার আসার আশায়    শুধু পথ চাহি হায়,
অধীর আকুল॥

[ গীতান্তে ] আনন্দ—শুধু আনন্দ আজ! আজ সব ফেলে শুধু আনন্দে মাতো।

[ প্রস্থান

ফুলমায়া। শুন্‌লে—শুন্‌লে তো? ঐটুকু ছেলে—সেও ব'লে গেল। আঃ, তোমার কি একটু রসকষও নেই?

মোহন। রস সব শুখিয়ে গেছে। ওঃ, প্রেম করার সাধ ষোল আনা! অথচ গায়ে আঙুল ছোঁয়াবার উপায় নেই। অম্‌নি ফোঁস চক্কোর ধরবেন। অমন নিরিমিষ্যি প্রেমে আমি আর নেই।

ফুলমায়া। জানি গো, জানি। রাক্কোশ যে তোমরা এক-একটি। হাতে পেলেই মুখে পুরতে চাও। ইস্, আব্দার! পূজোর আগেই ভোগ মার্‌বেন। হাড়মাংস ছাড়া মুখে রোচেনা! অত যদি ক্ষিদে, বিয়েটা ঝাঁ ক'রে সেরে ফেল্‌লেই হয়।

মোহন। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তাই হবে। রোস, বিয়েটা আগে সেরে নিই। তারপর দেখাবো তোমায় মজা। [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

ফুলমায়া। কবে কর্‌বে গো বিয়ে?…মাঘ মাসে তিনটে দিন আছে, ফাগুনে চারটে।…বলোনা, মাঘ মাসে, না ফাগুনে?…বলোনা গো—

[ বল্‌তে বল্‌তে মোহনের পিছু পিছু প্রস্থান

চঞ্চল ও কাবেরীর প্রবেশ

কাবেরী। কই, বল্‌লেন না তো যুবরাজ, ক্ষতটা কেমন আছে?

চঞ্চল। আরো গভীর হয়েছে! যদিও দেখা যায়না।

কাবেরী। ব্যথা আছে?

চঞ্চল। টন্‌টন্‌ করে।

কাবেরী। জ্বালা?

চঞ্চল। রাতে ঘুম আসে না জ্বালায়।

কাবেরী। কী হবে তাহ'লে?

চঞ্চল। আজীবন বুকের মধ্যে ক্ষত নিয়ে সইতে হবে।

কাবেরী। ডাক্তার-বদ্যি দেখালে হ'তো না?

চঞ্চল। তাদের সাধ্য নয়।

কাবেরী। কোনও ওষুধে সারে না?

চঞ্চল। সারে। ওষুধটা আছে কোথায়, তাও জানি। পাবোনা।

কাবেরী। চেয়েই দেখুননা। হয়ত পেতে পারেন।

চঞ্চল। কিন্তু নেবো কি ক'রে? আমার যে অধিকার নেই।

কাবেরী। যুবরাজ!

চঞ্চল। কাবেরি!

কাবেরী। ওকথা কেন বল্‌লেন যুবরাজ? কে বল্‌লো আপনার অধিকার নেই?

চঞ্চল। কারো বলার দরকার নেই। আমি জানি। নেই—নেই কাবেরি, কোনও অধিকার নেই আমার।

কাবেরী। আছে। অধিকার শুধু আপনারই আছে যুবরাজ। কোনও বাধা নেই।

চঞ্চল। তুমি জানোনা কাবেরি। আমার ক্ষতটা যেমন সত্যি, বাধাও তেমনি সত্যি। ক্ষতটা দেখা যায়না, বাধার পাহাড়টাও তেমনি আমি ছাড়া আর কারো নজরে পড়েনা। তুমি—তুমি আমায় অমন ক'রে টেনোনা কাবেরি, বেঁধোনা আমায় অমন ক'রে। আকাশে সাত-মহলা গড়া যায়না কাবেরি।

কাবেরী। যুবরাজ, আমি তো আকাশকুসুমের জন্যে হাত বাড়াইনি। আমি—আমি যে আপনার বাক্‌দত্তা।

চঞ্চল। [ শরাহতের মত ] বাক্‌দত্তা! না-না, না কাবেরি, ভুলে যাও, ভুলে যাও সেকথা।

কাবেরী। ভুলে যাবো? এতদিনের এতবড় সত্যিটাকে ভুলে যাবো কী ক'রে যুবরাজ?

চঞ্চল। মিথ্যে—মিথ্যে হ'য়ে গেছে সে-সত্যি।

কাবেরী। কীসে মিথ্যে হ'লো?

চঞ্চল। যে-সমরজিতের বাক্‌দত্তা তুমি, সে আর বেঁচে নেই। ম'রে গেছে তোমার সেই রূপকথার রূপকুমার।

কাবেরী। না-না, বল্‌বেননা ওকথা। শুনতে নেই আমায়। এই তো—এইতো আমার সামনে আমার সেই স্বপ্নে দেখা স্বপনকুমার আর রূপকথার রূপকুমার। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবো কী ক'রে।

চঞ্চল। মরীচিকা চোখে দেখা যায়, তবু তা মিথ্যে হয় কি ক'রে কাবেরি? হাঁ, ম'রে গেছে সে-সমরজিৎ। নতুন ক'রে যে জন্ম নিয়েছে, তাকে তুমি চেনোনা, জানোনা। সে তোমার কেউ নয়।

কাবেরী। তাই যদি সত্যি হয়, আমি বলবো—নতুন জন্ম নিয়ে আমার রূপকথার রূপকুমার আরো সুন্দর, আরো মনোহর হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। তাকে আমি দেখেনি! শুনেছিলুম—সে

ছিল মাতাল, লম্পট, অত্যাচারী। একে আমি দেখেছি—মুগ্ধ হ'য়ে দুচোখ ভরে বারবার দেখেছি ! চোখ ভ'রে গেছে,—মনও ভরেছে কানায় —কানায়। আমার অদৃষ্টে আমার এতদিনের শিবপূজোর স্বামী দুশ্চরিত্র হ'য়ে আস্‌বে কেন ? তাইতো এলো সেই মন ভোলানো স্বপনকুমার সাধু, সজ্জন, চরিত্রবান, আর আদর্শ পুরুষ হ'য়ে।

চঞ্চল। ওটা তার খোলস কাবেরি। আসলে এ হ'লো আগের চেয়েও খল, কপট আর ছদ্মবেশী এক প্রবঞ্চক : না—না, অমন ক'রে আর তুমি আমায় পাগল ক'রোনা কাবেরি ! একদিন—একদিন হয়ত এর জন্যে তোমার অনুশোচনার সীমা থাকবে না ! আমি—আমি এক চির-বিরহী যক্ষ, এক স্বর্গহারা অভিশপ্ত। আমি এক চির-তৃষ্ণার্ত হতভাগা। তৃষ্ণা আছে, জল আছে, নেই শুধু অধিকার সেই অমৃত পানীয়ের একটিমাত্র ফোঁটাতেও।

কাবেরী : তাতেই বা দুঃখ কী ? অদৃষ্টে যদি আমার প্রবঞ্চক স্বামীই থাকে, ফেল্‌বো কোথায় তাকে ? আমার ভাগ্যে তাকে যদি সাধু ক'রে তুলতেই না পারি, তবে মিথ্যে আমার শিবপুজো, আর ব্যর্থ আমার নারীজন্ম ! তুমি—তুমি আমারই গো ! কেউ তোমায় কেড়ে নিতে পারবেনা আমার আঁচল থেকে। আমায় ছেড়ে তুমি যাবে কোথায় ? [ কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মাথা রাখে চঞ্চলের বুকে ]

চঞ্চল [ সকাতর মিনতিতে ] না—না ! একী করছো কাবেরি ! ছাড়ো—ছেড়ে দাও—

কাবেরী। ছাড়বোনা তো, কক্ষনো ছাড়বোনা ! ছাড়াও দিকি, কেমন তুমি পারো ! [ আরও জড়িয়ে ধরে চঞ্চলকে ]

চঞ্চল। [ অসহায় অসহ যাতনায় ] ভগবান ! শক্তি দাও। সাহস

দাও। [ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাবেরীকে ] আঃ, ছাড়ো! যাও—[ ছাড়িয়ে ঠেলে দেয় কাবেরীকে ]

কাবেরী। [ আহত ফণিনীর মত রুখে দাঁড়ায় ] কী? তুমি—তুমি আমায় এমনি ক'রে—

চঞ্চল। ওটা তোমার পাওনা।

কাবেরী। কীসের—কীসের এত দেমাক তোমার শুনি?

চঞ্চল। আমি সব পারি। পারিনা শুধু নারীর নির্লজ্জ বেহায়াপনা সহ্য করতে।

কাবেরী। [ অবরুদ্ধ রাগে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে ] ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি! তুমি সত্যিই খল, কপট, প্রবঞ্চক।

চঞ্চল। এত শীগ্‌গির মত পাল্টে গেল সুন্দরি? চমৎকার—চমৎকার রীতি তোমাদের ভালবাসার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কাবেরী। হাসছো? পারছো হাসতে?

চঞ্চল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কাবেরী। হাসো—খুব হাসো! তবে আমিও ব'লে যাচ্ছি, আমি যদি একনিষ্ঠা হই, যদি ভক্তি থাকে আমার শিবপূজোয়, যদি সত্যি হয় আমার ভালবাসা, তাহ'লে একদিন এই নির্লজ্জ, বেহায়ার গলায় মালা তোমায় দিতে হবেই হবে!

[ সরোষে প্রস্থান

চঞ্চল। [ একটানা হাসতে থাকে ]

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। হেসোনা—হেসোনা, অমন ক'রে হেসোনা নওজোয়ান। বন্ধ করো হাসি-দিল্লাগী।

চঞ্চল । হাস্‌বোনা ? হাসির কথা যে !

শ্যাম । এমনি ক'রে আর কত যুগ তোমরা শ্রীমতীদের কাঁদিয়ে নিজেরা হাস্‌বে শ্যামরায় ? কাঁদাবেই যদি, তবে আবার ভালবাসা কেন ?

চঞ্চল । ভালবাসা ! নারীর ভালবাসা আর বালুচরের বাসা একই জিনিষ, তা জানো ?

শ্যাম । না, তা জানিনা । এইটুকু শুধু জানি যে ওরা ভালবাসে সব ভুলে, আর তোমরা ভালবাসো ছল ক'রে । কেমন, সত্যি বলেছি কিনা ?

চঞ্চল । [ সবিস্ময়ে ] কি বল্‌তে চাও তুমি অচেনা আগন্তুক ?

শ্যাম । বল্‌তে চাই, আর কাঁদিওনা ওদের । ধরা দাও বাহুডোরে । মন নিয়ে এ-খেলা আর খেলোনা বাঁকাশ্যাম—খেলোনা ! কী অপরাধ ওদের ? অপরাধ তোমাদের । অপরাধ তোমার ।

চঞ্চল । আমার ?

শ্যাম । জানোনা সেকথা ? এখনো অভিনয় ? হায়রে !

## গীত

কেন নিলে হিয়া নিঙাড়িয়া নওল কিশোর।
অজানিতে ছলিলে হায় কালা মনোচোর।

চঞ্চল । ছলনা ?

শ্যাম । নয় ?

## পূর্ব গীতাংশ

নিতি রাতে ডাকি তারে বাঁশী ফুকারায়,
গাগরি ছিনিতে চাও পথে যমুনায়,
ওগো রাঙামোনা আবিরে আর পায়ে ধরি তোর।

চঞ্চল। এ তোমার মিছে অভিযোগ বন্ধু।

শ্যাম। না গো মনোচোর, না।

## পূর্ব গীতাংশ

পিরীতি বলিয়া জ্বালা দিও নাকো হায়,
তোমারে বুঝিতে নারি বাঁকা শ্যামরায়,
ওগো হাসিয়া ঝরায়ো নাকো প্রিয়াচোখে লোর

[ প্রস্থান

চঞ্চল। কিছু জানোনা তুমি বন্ধু, কিছু জানোনা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—[ সটান হাস্‌তে থাকে। হাস্‌তে হাস্‌তে হঠাৎ সে বুক চেপে শরাহতের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠে ] ভগবান! ওগো অন্ধ প্রেমের ঠাকুর! তুমি—তুমি তো জানো ঠাকুর, যে, আমার মুখের ভাষাই সত্য নয়। তুমি তো জানো অন্তর্যামি, আমার মনের কথা। উপায় নেই। এ আমার কঠিন কর্তব্য। নেই—নেই, অমৃতে আমার এতটুকু অধিকার নেই!

সহসা কৃষ্ণপরিচ্ছদ ও মুখোসে আবৃত মুখ এক আততায়ী
তলোয়ার হাতে আসিয়া আক্রমণ করে চঞ্চলকে

চঞ্চল। কে? কে তুমি?

আততায়ী। তোমার যম।

[ চঞ্চল অসি বার ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিছুক্ষণ
যুদ্ধের পর আততায়ী পরাস্ত হ'য়ে ছুটে পালায় ]

চঞ্চল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার বীর! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ সহসা নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ। চঞ্চল বুকে হাত দিয়ে
আর্তনাদ ক'রে ওঠে ]

চঞ্চল। উঃ !

উচ্চকণ্ঠে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মোহনের প্রবেশ

মোহন। যুবরাজ ! যুবরাজ !...কে—কে গুলি করেছে ?

চঞ্চল। জানিনা। গুরুতর কিছু হয়নি।

মোহন। কোন্‌দিক থেকে এলো যুবরাজ ?

চঞ্চল। ঐ দিক—

ভয়ব্যাকুল ব্যাসদেবকে টান্‌তে টান্‌তে পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। আয়—আয় এদিকে ! তুই বাজ, আমি শকুন ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! পালাবি কোথায় ? আয়—দাঁড়া। যুবরাজ, এই নিন আপনার আততায়ী।

মোহন। শয়তান ! তোমাকে—তোমাকে আমি—

চঞ্চল। কে তুমি ?

মোহন। ওর নাম ব্যাসদেব। এ-রাজ্যেরই লোক। এতকাল জান্‌তুম ওকে বোকা ব'লে। আজ দেখছি, পাকা শয়তান। এতবড় সাহস যে যুবরাজকে গুলি করে ! জ্যান্তে ছাল ছাড়িয়ে নেবো ওর।

পাণ্ডু। ওৎ পেতে বসেছিল। শিক্‌রে বাজ যেন ! কিন্তু আমার নজরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আমিও তক্কে তক্কে রইলুম। দেখি না কী করে ? যা ভেবেছি তাই ! দেখি, গুলি ক'রে পালাচ্ছে ! কিন্তু পারবে কেন ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! বাবার বাবা নেই ? ধর্‌লুম গিয়ে ক্যাঁক্‌ ক'রে ! পালা—পালা এবার ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চঞ্চল। তোমায় হাজার ধন্যবাদ বৃদ্ধ !

পাণ্ডু। ও বাবাঃ ! এযে আবার ভদ্রতা করে ? এঁ্যা, দিনে

দিনে হ'লো কি ? রাজা-রাজড়ারাও তাহ'লে আজকাল ভদ্দরলোক হ'চ্ছে ' হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চঞ্চল। তোমার নাম কি ?

পাণ্ডু। কেন ? ভাল করলুম ব'লে তুমিও আবার গারদে দেবে ? উঁহুঁ, বলবোনা তো নাম !

চঞ্চল। কেন বলবে না ? বলো তুমি কে ?

পাণ্ডু। বল্‌বোনা—বল্‌বোনা। পালাই বাবা আমি। কিস্যু বিশ্বাস নই রাজাদের। হেসে হাত বাড়াবে, আবার বুকে ছুরিও বসাবে। খাতির ক'রে বক্‌শিস দেবে গারদে পুরে। কাজ নেই বাবা আমার। পালাই—

[ সভয়ে প্রস্থান

মোহন। এই—এই পাগলা ! কোথা যাস্‌ ? দাঁড়া—

চঞ্চল। যেতে দাও—ওকে যেতে দাও মোহন।

মোহন। কিন্তু যুবরাজ, আপনার বিশ্রাম দরকার। আপনি আহত—

চঞ্চল। ব্যস্ত হ'য়োনা। [ ব্যাসদেবকে ] বলো এবার, কী তোমার বল্‌বার আছে।

ব্যাসদেব। বল্‌বার ? ইয়ে—নাঃ, কিছু নেই।

চঞ্চল। কেন তুমি আমায় হত্যা করতে চাও যুবক ? কী ক্ষতি আমি করেছি তোমার ?

ব্যাসদেব। কিছুনা তো।

চঞ্চল। তবে ?

ব্যাসদেব। না—না, আর কিছু আমায় জিজ্ঞাসা ক'রোনা। বল্‌তে পারবো না।

মোহন। না বল্‌লে জিভ উপড়ে ছিঁড়ে নেবো।

চঞ্চল। তুমি থামো মোহন। আমি দেখ্‌ছি। যুবক!

ব্যাসদেব। যুবরাজ!

চঞ্চল। যুবক, আমি কি তোমার শত্রু?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, না তো।

চঞ্চল। তাহ'লে কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও? বলো যুবক, বলো।

ব্যাসদেব। আচ্ছা, বেশ। বল্‌ছি। তবে শুধু একা আপনাকেই। আর কারো সাম্‌নে বল্‌ছিনা।

চঞ্চল। মোহন, তুমি একটু যাও তো এখান থেকে।

মোহন। না—না যুবরাজ! ও খুনেকে বিশ্বাস কী? আবার যদি আঘাত হানে?

চঞ্চল। তোমাদের ভালবাসাই আমার রক্ষাকবচ হবে। যাও—[ মোহনের প্রস্থান ] এইবার বলো যুবক!

ব্যাসদেব। মাইরি বল্‌ছি, আপনাকে খুন করতে আমি চাইনি। ওরাই আমায় প্যাঁচে ফেলে জোর ক'রে পাঠালো।

চঞ্চল। কারা?

ব্যাসদেব। ও বাবা! না—ন', তাদের নাম আমি বল্‌বো না; ওরা তাহ'লে পাপিয়াকে খুন ক'রে ফেল্‌বে।

চঞ্চল। পাপিয়া! রাজপ্রাসাদের পাপিয়া?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, হাঁ।

চঞ্চল। তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, পাকাপাকি সম্পর্ক এখনও একটা কিছু হয়নি; তবে হবে। সেই আশাতেই বেঁচে আছি।

চঞ্চল। বুঝেছি। ভালবাসো তুমি তাকে ?

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, প্রাণের চেয়েও। সেই তো হ'লো কাল। ওরা আমাকে বল্‌লো যে আপনাকে গুলি কর্‌তে হবে। কিছুতে রাজী হইনি আমি। নিজের প্রাণের ভয়েও না। শেষে যখন ওরা বল্‌লে যে আমি রাজী না হ'লে পাপিয়াকে খুন কর্‌বে, তখন অগত্যা—আপনিই বলুননা আমার অবস্থায় আপনি পড়্‌লে—পার্‌তেন রাজী না হ'য়ে ?

চঞ্চল। না। হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই পারতুম না।

ব্যাসদেব। তাহ'লে ? আমার কি দোষ বলুন ?

চঞ্চল। কোনও দোষ নেই। তুমি যাও ব্যাসদেব !

ব্যাসদেব। এ্যাঁ। আমায় ছেড়ে দিলেন ? বেকসুর খালাস ?

চঞ্চল। হাঁ। কসুর যখন তোমার নয়, তখন তোমায় শাস্তি দেবো কেন ?

ব্যাসদেব। [ অভিভূতের মতো ] যুবরাজ ! ঠাকুর-দেবতা আমি কোনদিন দেখিনি যুবরাজ ! কিন্তু—আমার কাছে আজ থেকে আপনিই আমার ঠাকুর ! আপনার এই ক্ষমার কথা আমি কোনদিন ভুল্‌বোনা। ভুলতে পার্‌বো না।

চঞ্চল। [ স্মিতহাস্যে ] হ'য়েছে—হয়েছে ব্যাসদেব। তোমার কথা আমিও কোনদিন ভুল্‌বোনা। এসো—

ব্যাসদেব। [ প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিল ] যুবরাজ, পাপিয়াকে যেন একথা বল্‌বেননা। বুক তার ভেঙ্গে যাবে।

চঞ্চল। পাগল ! তাই কখনও বলি ! নির্ভয়ে থাকো তুমি।

ব্যাসদেব। আর—আর একটা কথা তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন ?

চঞ্চল। কী কথা ?

ব্যাসদেব। এমন একগুঁয়ে মেয়ে,—ভালবাসে, তবু বিয়ে কর্‌তে

রাজী হ'চ্ছে না কিছুতে। বলে, আমার অমঙ্গল হবে। আপনি যদি আমার হ'য়ে ওকে একটু বলেন—

চঞ্চল। বল্‌বো—নিশ্চয় বল্‌বো!

ব্যাসদেব। আমি আপনার কেনা গোলাম হ'য়ে রইলুম যুবরাজ—কেনা গোলাম হ'য়ে রইলুম। [ প্রস্থান

চঞ্চল। মোহন! মোহন!—

ব্যস্তভাবে মোহনের প্রবেশ

মোহন। আদেশ যুবরাজ! একী? সে কোথায় গেল?

চঞ্চল। চ'লে গেছে। ছেড়ে দিয়েছি তাকে।

মোহন। করেছেন কি যুবরাজ? অমন খুনে শয়তানটাকে—

চঞ্চল। মোহন, একে আমার আদেশই বলো আর অনুরোধ বলো, এ-ঘটনার কথা যেন প্রকাশ না পায়!

মোহন। কিন্তু তা কী ক'রে সম্ভব যুবরাজ! ইতিমধ্যেই যে অনেকে জেনে গেছে।

চঞ্চল। তাহ'লে—আততায়ীর নামটা যেন প্রকাশ না পায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বল্‌বে—আততায়ীকে ধরা যায়নি—চেনাও যায়নি; যা আমরা মাত্র তিন জন জানি, তা যেন চতুর্থ কাণে না পৌঁছয়।

[ নেপথ্যে কাবেরীর ব্যাকুল ডাক শোনা যায়—"যুবরাজ! যুবরাজ!"

চঞ্চল। কাবেরী আস্‌ছে।

মোহন। আমি কাছেই রইলুম্ যুবরাজ! [ প্রস্থান

কাবেরীর প্রবেশ

কাবেরী। যুবরাজ! যুবরাজ! শুন্‌লুম নাকি কোন্ এক অজ্ঞাত গুপ্তঘাতক—

চঞ্চল। ঠিকই শুনেছ দেবি!

কাবেরী। কোথায়? কোথায় আঘাত লেগেছে যুবরাজ?

চঞ্চল। আবার বুকেই লেগেছে। কিন্তু—আঘাতে আঘাতে পাষাণ হ'য়ে গেছি কিনা। তাই পিস্তলের গুলিও আজ আমার বুকে শুধু ধাক্কা দিয়েই ঠিক্‌রে ফিরে যায়। না না, অবাক হ'য়োনা মমতাময়ি! অবাক হবার এতে কিছুই নেই। এই দেখো—[ বুক পকেট থেকে সিগ্রেট-কেশটা বার ক'রে দেখায়। অবাক হয় কাবেরী ]

কাবেরী। ওটা তো—

চঞ্চল। সিগ্রেট-কেশ। মানুষ আমাকে মারতে চেয়েছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ এই সিগ্রেট-কেশ আমার বুকে থেকে পিস্তলের গুলিকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। বড় মজার কথা, না দেবি? [ হাসতে থাকে ]

কাবেরী। [ অনুতপ্তকণ্ঠে ] যুবরাজ! সমরজিৎ! ক্ষমা করো আমায়। রাগে—অভিমানে যা কিছু বলেছি—

চঞ্চল। এতটুকু অন্যায় করোনি অভিমানিনি। এগুলো সবই যে আমার পাওনা।

কাবেরী। না-না, কোনও কথা আর আমি শুনবোনা তোমার। প্রাসাদে চলো—বিশ্রাম নেবে। এসো—[ চঞ্চলের হাত ধ'রে টানতে থাকে ]

অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। [ গম্ভীরকণ্ঠে ] কাবেরি!

[ চম্‌কে উঠে কাবেরী চঞ্চলের হাত ছেড়ে স'রে দাঁড়ায় ]

চঞ্চল। [ ম্লান হেসে ] দেখ্‌লে—দেখ্‌লে সর্দার-দুহিতা? তুমি

কাছে টান্‌লে হবে কি ? বাধা আছেই। এম্‌নিই আমার রাজকপাল। আমি যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে ! তবু—তোমার আতিথ্য আর করুণার জন্যে অনেক ধন্যবাদ ! বিদায় দেবি, বিদায়—

[ প্রস্থান

অনন্ত। ছি-ছি !

কাবেরী। কিসের "ছি" বাবা ?

অনন্ত। একটা পরপুরুষের সঙ্গে এম্‌নি ভাবে—

কাবেরী। [ আর্তকণ্ঠে ] বাবা !

অনন্ত। লজ্জা হওয়া উচিত তোমার।

কাবেরী। লজ্জা পাওয়ার মত কোনও কাজ আমি করিনি বাবা ! উনি আমার ভাবী স্বামী।

অনন্ত। না।

কাবেরী। সেকি। তুমি নিজেই চিরদিন বলেছ—

অনন্ত। তা আর হবেনা। যা বলেছি, ভুলে যাও তা। ওর সঙ্গে বিয়ে তোমার হবেনা।

কাবেরী। কেন ?

অনন্ত। জান্‌তে চেওনা। যা বলি, তাই করো। ভুলোনা, ওর সঙ্গে আজ থেকে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

কাবেরী। তা হয়না বাবা।

অনন্ত। হয়না ?

কাবেরী। না। কেননা, মানুষের মনটা খেলনা নয় যে যখন খুশি একটার বদলে আর একটা বেছে নিয়ে ভুলে থাকা যাবে। তাই তোমার এ-আদেশ আমি মান্‌তে পার্‌বোনা। [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

অনন্ত। [ তীব্র রোষে ] কাবেরি !

কাবেরী। [ ফিরিয়া ] আর যাই বলো বাবা, বাপ হ'য়ে মেয়েকে তুমি দ্বিচারিণী হ'তে বলোনা।

[ প্রস্থান

অনন্ত। [ অবরুদ্ধ রোষে ] ওঃ, একটা ভুল—একটা ভুল! এদিকটায় আগে তাকাইনি। বেশ, ভুল যদি আমি ক'রেই থাকি, প্রায়শ্চিত্তও আমি করবো। নিজের হাতে পুঁতেছি যে-গাছ, ফল দেবার আগে তাকে শিকড় শুদ্ধ, তুলে ফেলতে আমার একটুও বাধ্‌বেনা।

[ প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়-মঞ্জিলের রঙমহাল

সুরাপানরত অবস্থায় অমরজিতের প্রবেশ

অমর। হার মান্‌লে? ওগো সুন্দরি বোতলবিহারিণি তরলা, শেষেও তুমিও হার মান্‌লে আমার কাছে? কোথায় গেল তোমার যত মদির-মায়া? কেন—কেন পারছোনা আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে? ছি-ছি, এই তোমার ক্ষমতা? এরই আবার অত বড়াই! ছোঃ! [ উচ্চকণ্ঠে ] এই, কোন্ হ্যায়? জল্‌দি ভেজো ইরানী নয়ি নাচ্‌নেবালিকো!··· দেখা যাক্, রূপের নেশায় মাতাল হওয়া যায় কিনা? ইরানী সরাব হার মেনেছে, ইরানী সাকীর দৌড়টা দেখি! [ ইরানী বাঈজী প্রবেশ ক'রে সেলাম

জানায় ] এই যে, এসেছ ! ডানা মেল সখি ! শোনাও তোমার পাপিয়া-কণ্ঠ ! মস্ত্ ক'রে দাও তো দেখি আমায় ।

[ বাঈজী নৃত্যগীত আরম্ভ করে ]

বাঈজী ।—

গীত

বাজরে পেয়ালা, বাজরে ঠুন্ঠন্, ঝনকে পায়ল শান্ ।
তেরা লিয়ে হ্যায় দিল্ কবুল্ মোরি,
ন মারো নৈনা কি বাণ, হো দিলজান ॥
রাত চাঁদিনী, ফুকারে বুল্বুল্,
হাজির হ্যায় সাকী, সিরাজী ঔর্ গুল্,
ন মানো ঝন্ঝট, নহি হৈ ঘুংঘট্,
ন করো মুঝে পরিশান, হো দিলজান ॥

অমর । [ নৃত্যগীতের শেষে সগর্জনে ] ব্যস্, ব্যস্, বন্ধ করো নাচ-গান । যাও, দূর হও ! [ সেলামান্তে বাঈজী প্রস্থানোদ্যত হয় ] শোনো !

বাঈজী । ফরমাইয়ে জনাব ।

অমর । এ-ব্যবসা ধরেছ কেন ?

বাঈজী । আমার বদ্নসিব জনাব । পেট বড় দুষমন ! ঔর—

অমর । কী ?

বাঈজী । মুহব্বৎ । মুহব্বৎ আমায় পথে নামিয়েছে মালিক । আমার প্রীতম আমাকে ফাঁকি দিয়ে—

অমর । থাক্—থাক্ ! বাঁধা-বুলি, শেখানো গল্প আর শোনাতে হবেনা । অভাবে বা স্বভাবে যে-জন্যেই ধ'রে থাকো এই নটীর ব্যবসা, পারো যদি এখনো ছেড়ে দাও আর কিছু না পারো, আত্মহত্যা

ক'রো। তবু নারী হ'য়ে এই নটী-জীবন আর বেছে নিওনা। এই নাও তোমার বকৃশিস্! [ বকৃশিস্ দেয় ] যাও!

[ অভিবাদনান্তে বাঈজীর প্রস্থান

অমর। নটী—নটী—নটী! কোথায়—কোথায় গেলে নিষ্কৃতি পাবো এই নটীদের গ্রাস হ'তে? কোথায়—কোন্‌দেশে নটী নেই?

চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। অমর!

অমর। আবার—আবার সেই! নিষ্কৃতি নেই। কোথাও গিয়ে রেহাই নেই। বলো—বলো—

চন্দা। চিঠিটা লিখেছ?

অমর। চিঠি?…ওহো, মনে পড়েছে এখন! সমরজিৎকে আসন্ন অভিষেক উপলক্ষ্যে এই পাহাড়-মঞ্জিলে আমন্ত্রণের চিঠি তো? না, লিখিনি।

চন্দা। সেকি অমর? এখনো লেখোনি। কখন লিখ্‌বে?

অমর। তোমার কথা অনেক রেখেছি। আমার একটামাত্র অনুরোধ তুমি কবে রাখবে মা? কবে দিচ্ছ আমার আর কাবেরীর বিয়ে?

চন্দা। হবেনা। বলেছি তো কতবার, এ বিয়ে হ'তে পারেনা।

অমর। কেন পারেনা?

চন্দা। জান্‌তে চেওনা। জবাব পাবেনা।

অমর। তাহ'লে এ-চিঠিও তুমি পাবেনা। আমি লিখ্‌বোনা।

চন্দা। অমর! অবাধ্য হয়োনা।

অমর। চোখরাঙিওনা জননি আমার! তোমার ধাপ্পায় অনেক নেচেছি, আর নয়।

চন্দা। অমর!

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। থাক্—থাক্! রাগারাগি কোরোনা। আমি দেখছি। তুমি যাও তো চন্দাবাঈ!

চন্দা। ভাল। দেখো তুমি। তবে চিঠি আমার চাইই!

[ প্রস্থান

রত্নাকর। মার কথায় রাগ করবেননা কুমার অমরজিৎ। উনি আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

অমর। আমার মাকে আমি চিনি দেওয়ানজি! আমি মদ খাই, কিন্তু মাতাল হ'তে পারি না। তাই চোখ আমার খোলাই থাকে। এ কথা থাক্। আপনি আবার কী চান?

রত্নাকর। ঐ একই জিনিষ। চিঠিটা।

অমর। তাহ'লে আমারও ঐ একই কথা। কাবেরীকে চাই!

রত্নাকর। বিলক্ষণ। পাবেন বৈকি। কাবেরী তো আপনার জন্যে জিয়োনোই আছে।

অমর। আজো তবে পাচ্ছিনা কেন?

রত্নাকর। লগ্ন কোথায় কুমার? লগ্ন আসুক। শুভ-বিবাহে তখন আর বিন্দুমাত্র বাধা থাকবেনা!

অমর। কবে আসবে সে-লগ্ন?

রত্নাকর। এলো ব'লে। দেরী নেই। একই লগ্নে হবে তিনজনের তিনটি ব্রতের উদ্‌যাপন। আপনার, আমার আর চন্দাবাঈয়ের। অধীর হবেননা কুমার। মিথ্যা আশ্বাস আমি দিইনা।

অমর। ঠিক?

রত্নাকর। আমার অন্তরে যে নারায়ণ আছেন, তিনি সাক্ষী। কথার খেলাপ আমার হয়না কুমার!

অমর। কিন্তু—মা কেন রাজী হয়না তবে?

রত্নাকর। মা'র প্রাণ। এত অল্পে কি সন্তুষ্ট হয় কুমার? আপনি তাঁর একমাত্র সন্তান, নয়নের মণি। তাই হয়ত তিনি চান—আপনার জন্যে আরও সুন্দরী কোনও পাত্রীর সন্ধান। কিন্তু—ওর জন্যে আপনি ভাব্‌বেননা কুমার। ও-ভার আমি নিলুম। আপনার মাকে রাজী আমি করাবোই। নিশ্চিন্ত থাকুন।

অমর। ভাল। আরও একবার বিশ্বাস কর্‌ছি আপনাদের কথায়।

রত্নাকর। সাধু—সাধু! এইবার—এটায় একটা দস্তখত ক'রে দিন দয়া ক'রে। [ একটা চিঠি বার করে ]

অমর। কি ওটা?

রত্নাকর। চিঠি। কুমার সমরজিতের কাছে আপনার আমন্ত্রণ-লিপি। আমিই লিখে এনেছি। আপনি শুধু কষ্ট ক'রে এইখানে একটা দস্তখৎ ক'রে দিন। এই যে কলম। হাঁ, এইখানে। ব্যস্—

অমর। আমি চল্‌লুম দেওয়ানজি। তবে শুনে রাখুন, আপনাদের কথা যদি নাও রাখেন, কাবেরীকে আমি দখল কর্‌বোই। কেউ আটকাতে পারবেনা। দেওয়ানও নয়, সর্দার নয়, সমরজিৎ নয়, আমার ঐ নটী-মাও নয়। কেউ না—কেউ না— [ প্রস্থান

রত্নাকর। [ সোল্লাসে ] জ্বলুক্—জ্বলুক্ আগুন! আরো আগুনের দরকার। আরো শিখা, আরো দাহ!

চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। পেয়েছ?

রত্নাকর। এইতো। [ চিঠি দেখায় ] বুঝতে পারছো চন্দাবাঈ, ভয়ে বশ সবাই হয়না? মাঝে মাঝে মনে রাগ পুষে রেখে মুখে ছড়াতে হয় ধারকরা মধু! এরই নাম রাজনীতি। [ হাসতে থাকে ]

চন্দা। মানছি—তোমার বাহাদুরী আছে।

রত্নাকর। তবু তোমাকে আজও পোষ মানাতে পারছিনা।

চন্দা। এই বয়সে এত অধীরতা মানায়না দেওয়ান।

রত্নাকর। "দেওয়ান" আমি সবার কাছে। তোমার কাছে শুধু এক তাঁবেদার দারোয়ান।

চন্দা। ওকথা থাক্।

রত্নাকর। বেশ, থাক্ তবে। চন্দাবাঈয়ের হুকুম শিরোধার্য।

চন্দা। নিমন্ত্রণ-পত্র তো পাঠাচ্ছো। তারপর?

রত্নাকর। তুমিই বলো।

চন্দা। পিস্তল হার মেনেছে।

রত্নাকর। এবার কি তবে ছোরা, না বশা?

চন্দা। বিষ।

রত্নাকর। বিষ!

চন্দা। চুপ্! সব বল্বো। সঙ্গে এসো। এসো—[ রত্নাকরের হাত ধ'রে টানে ]

রত্নাকর। চলো চন্দাবাঈ, আমার হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখি! পাতালে হোক, আর নরকে হোক্—কুছ পরোয়া নহি!

[ উভয়ের প্রস্থান

——

## তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

উত্তেজিত অনন্তরাও ও চঞ্চল

চঞ্চল। বন্ধ ক'রে দাও সর্দার—বন্ধ ক'রে দাও অভিষেক-আয়োজন। পিছিয়ে দাও দিন।

অনন্ত। অসম্ভব। তাতে আরও বিপদ, আরও সন্দেহের অবকাশ ঘটবে। অভিষেক ঐ নির্দিষ্ট দিনেই হবে। সব ব্যবস্থা সম্পূর্ন। এমন কি ভারতসরকার পর্যন্ত অনুমোদন করেছেন ঐ দিনটিকে।

চঞ্চল। কিন্তু কাকে নিয়ে করবেন অভিষেক? রাজা কোথায় তোমাদের?

অনন্ত। যতদিন তাঁকে না পাওয়া যায়, আপনি আছেন।

চঞ্চল। আমি নাও থাকতে পারি।

অনন্ত। থাকতে আপনাকে হবেই। নিজের জন্যে না হোক্, অন্ততঃ সিংহগড়ের জন্যে।

চঞ্চল। জবরদস্তি?

অনন্ত। সে-কাজে আমাদের বাধ্য হ'তে না হ'লেই খুশি হবো।

চঞ্চল। পারবে ধ'রে রাখতে?

অনন্ত। চেষ্টার অন্ততঃ ত্রুটি থাকবে না।

চঞ্চল। সর্দার অনন্তরাও! তোমার মৃত্যুবাণও আছে আমার হাতে। আমি অভিনয়ে নেমেছি বটে, তবে আমি পুতুল-নাচের পুতুলও নই, আর আমাকে নাচানোর দাড়টাও আমি তোমাদের হাতে তুলে

দিইনি। আমি থেকে গেলেও তুমি কি আমাকে রাখ্‌তে পার্‌বে সর্দারজি ? একটা উৎসবে আমায় নাহয় মুকুট পরিয়ে সং সাজাবে। পরক্ষণে আর একটা উৎসবে আমার মাথায় টোপর পরিয়ে আমারই হাতে তোমার কন্যাকে সম্প্রদান কর্‌তে পার্‌বে তো সর্দারজি ?

অনন্ত। নওজোয়ান।

চঞ্চল। [ হেসে ওঠে ] "নওজোয়ান" কেন সর্দারজি ? বলো—বলো এবার "যুবরাজ" ! কী হ'লো ? মুখে কথা নেই, মাথাটাই বা নিচু হ'য়ে গেল কেন ? তোমাদের যুবরাজকে ফেরৎ পেলে চুপিচুপি না হয় আমার মাথার মুকুট তাকে দিয়ে আসন পাল্টে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করবে। কিন্তু টোপর পাল্টালেও মেয়ের স্বামীকে কি পাল্টাতে পার্‌বে ? থাকবে তাতে আউরতের ইজ্জত বজায় ?

অনন্ত। কাবেরীর দিকে নজর দিতে আপনাকে আবার আমি মানা কর্‌ছি যুবরাজ !

চঞ্চল। আমাকে মানা কর্‌লে কী হবে সর্দারজি ! প্রেমের ঠাকুরটি যে অন্ধ। সে তো মানা মান্‌বেনা। [ হাসতে থাকে ]

অনন্ত। আপনার আসল মতলবখানা কী, তা আমায় খুলে জানাতে পারেন ?

চঞ্চল। পারি।

অনন্ত। জানান তাহ'লে মেহেরবানি ক'রে।

চঞ্চল। এটা তোমার আদেশ, না অনুরোধ সর্দারজি ?

অনন্ত। আমার আর্জি।

চঞ্চল। বহুত আচ্ছা। তাহ'লে শোন সর্দারজি, আমিও একটা মানুষ—পুতুল নই, সংও নই ! তোমরা আমার সাহায্য চেয়েছিলে, আমিও নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের উপকার করতে রাজী হয়েছিলুম।

অনন্ত। তার জন্যে আপনাকে লাখো শুক্রিয়া !

চঞ্চল। হঠাৎ দেখা গেল—সম্পর্কটা আমাদের পাল্টে গেছে। আমাকে তোমরা দেখ্‌তে সুরু করেছ সন্দেহের চোখে। আমার এত দিনের এত নিঃস্বার্থ সাধুতাও তোমাদের চোখের অন্ধ ঠুলি খুলে দিতে পার্‌লোনা। তুমি বলেছিলে সর্দার, যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য তুমি সব পারো। মিথ্যাকথা !

অনন্ত। হুঁসিয়ার নওজোয়ান ! এতবড় গালাগাল আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ দিতে সাহস করেনি।

চঞ্চল। [ হেসে ওঠে ] তুমি তো জানো সর্দারজি, সাহসটা আমার সত্যিই অস্বাভাবিক। এ হ'লো আয়নায় মুখ দেখাদেখি সর্দারজি। যেমন দেখাবে, তেম্‌নি দেখ্‌বে।

অনন্ত। দেখা আমার অনেক হয়েছে যুবরাজ ! আমার মাথার শাদাচুলগুলো তার সাক্ষী। নাচের সেরা তুর্কী নাচ আমি দেখেছি। দরকার যদি হয়, আবার দেখিয়েও দেবো।

চঞ্চল। বাংলা-নাচ কিন্তু তুমি দেখোনি সর্দারজি ! এ-বয়সে সে-নাচে পা মেলাতে তুমি পারবেনা।

অনন্ত। ভাল। আচ্ছা, দেখা যাবে—গাছ বড়, না ফল ! [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। সেলাম ক'রে যাও সর্দারজি ! [ সেলাম ক'রে আবার প্রস্থানোদ্যত হয় অনন্তরাও ] দেখো সর্দারজি, রাগ ক'রে তুন্দাড়িয়ে ছুটতে গিয়ে হোঁচট্‌ খেয়ো না যেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনন্ত। যুবরাজকে আমার অনুরোধ, এরপর থেকে আমার জন্যে মাথা না ঘামিয়ে তিনি যেন নিজের কদম্‌ সাম্‌লে ফেলেন। এটা বাংলা মুলুক নয়, পাহাড়ী দেশ। চারদিকে উঁচু-নিচু, খানা-খন্দ আর চোরা-

গহ্বর! হুঁসিয়ার না হ'লে, যে-কোনও মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আচ্ছা মালিক, আবার সেলাম!

[ অভিবাদনান্তে প্রস্থান

চঞ্চল। বেচারা!......বেচারা!......হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া। হঠাৎ এমন মজার কী হ'লো যুবরাজ, যে এত হাস্‌ছেন!

চঞ্চল। সে-কথা থাক্। একটা গান শোনাও দিকি পাপিয়া। গাও।

পাপিয়া। যুবরাজ!

চঞ্চল। যুবরাজেও গান শোনে পাপিয়া! লজ্জা কি? সবাই আমায় ভুল বোঝে পাপিয়া। তুমিও তাদের একজন হ'য়োনা। একজন অন্ততঃ থাক্, যে আমার কথা রাখ্‌বে, আমার আব্দার মান্‌বে। গাও—

পাপিয়া। [ অভিভূতের মতন ] গাইছি যুবরাজ, গাইছি!

গীত

মন চাহে যারে, নাহি মিলে তারে, চাঁদিনী ফুরায়।
রাতের পাখিটি কাঁদে প্রিয় বিনা হায়॥
কত যে অতীত কথা,
মিছে তারি মালা গাঁথা,
বুঝি আমারে ভুলালো প্রিয় শুধু ছলনায়॥
বাঁশরী গুমরি কাঁদে, সাড়া নাহি পায়,
বেণুবনে শ্রীমতীরে খোঁজে শ্যামরায়,—
সেদিনও চাঁদিনী রাতে
ছিনু যেরে দুজনাতে,
সে-চাঁদ এলো যে ফিরে; তুমি গো কোথায়॥

[ গীতান্তে ] কেমন লাগ্‌লো যুবরাজ?

চঞ্চল। আবার কাঁদ্‌লে ?

পাপিয়া। বলেছি তো, কান্না আমার সার হয়েছে।

চঞ্চল। কীসের এত দুঃখ তোমার পাপিয়া ? আমার বল্‌বেনা বোন্‌টি ?

পাপিয়া। [ সাশ্চর্যে ] যুবরাজ। আপনি আমাকে "বোন" বললেন !

চঞ্চল। [ স্মিত হেসে ] বল্লুম। একটা ছোট বোনের সাধ আমার অনেক দিনের। ...ছি, কাঁদেনা ! বলো—কে তুমি ?

পাপিয়া। অনাথা। আমার বাবা আমাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ কর্‌লেন চন্দাবাঈ।

চঞ্চল। গান শেখালো কে ?

পাপিয়া। বাঈজীর কাছে মানুষ। গান শেখার ভাবনা কী ?

চঞ্চল। কিন্তু—কীর্তন শিখ্‌লে কোথায় ?

পাপিয়া। বাংলাদেশে।

চঞ্চল। বাংলাদেশে ! সেকি ? সেখানে কবে গিয়েছিলে ?

পাপিয়া। আমার বারো বছর বয়েস থেকে দুতিন বছর অন্তর একবার ক'রে বাংলাদেশে গিয়ে মাস কয়েকের জন্যে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে থাকার জন্যে চন্দাবাঈ পাঠিয়ে দিতেন।

চঞ্চল। কে তিনি ?

পাপিয়া। নিজে তিনি কিছু না বল্‌লেও ক্রমশঃ আমি বুঝ্‌তে পারি যে তিনিই আমার বাবা। হয়ত শেষ বয়সে মেয়ের জন্যে মায়া বোধ হওয়ায় এমনি ক'রে দেনা শোধ কর্‌তে চাইতেন।

চঞ্চল। কতদিন আগে তাঁর সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয়েছে পাপিয়া ?

পাপিয়া। চার বছর।

চঞ্চল। তারপরে আর যাওনি কেন? ডাকেননি বুঝি আর?

পাপিয়া। শুনেছি—তিনি আর বেঁচে নেই।

চঞ্চল। হুঁ। তাঁর নামটা জানো?

পাপিয়া। যদিও ছদ্মনামে তিনি আমার কাছে পরিচয় দিতেন, তবু একবার ঘটনাচক্রে তাঁর আসল নামটা জেনে ফেলার সুযোগ আমার হয়েছিল।

চঞ্চল। কী নাম তাঁর?

পাপিয়া। শশাঙ্ক সেন।

চঞ্চল। [ বিদ্যুতাহতের মতন চম্‌কে ওঠে ] শশাঙ্ক সেন!…শশাঙ্ক সেন!…[ মুহূর্তে সে স্থানকালপাত্র সব যেন ভুলে যায় ]

পাপিয়া। [ সাশ্চর্যে ] কী হ'লো যুবরাজ! কি হ'লো? যুবরাজ!

চঞ্চল। [ পাপিয়ার ডাক কাণে যায়না তার। আত্মবিস্মৃতের মতন ব'লে চলে ] আশ্চর্য!……শশাঙ্ক সেন!…আশ্চর্য…

পাপিয়া। [ উদ্বিগ্নকণ্ঠে ] যুবরাজ! যুবরাজ! [ নাড়া দেয় চঞ্চলকে ] যু—ব–রা—জ—

চঞ্চল। [ সহসা যেন স্বপ্ন হ'তে জেগে ওঠে ] এ্যাঁ! কিছু বল্‌ছো?

পাপিয়া। হঠাৎ কী হ'লো যুবরাজ, যে, অমন ক'রে—

চঞ্চল। কিছু না। ও কিছু না পাপিয়া। হঠাৎ কেমন যেন—

পাপিয়া। আপনি কি শশাঙ্ক সেনকে চেনেন?

চঞ্চল। আমি? হয়ত—হয়ত চিন্‌তুম। ঠিক মনে কর্‌তে পার্‌ছি না! পাপিয়া, মুখটা তোল তো! তোল—

[ মুখ তোলে পাপিয়া। একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে চঞ্চল। অপার বিস্মিতা হয় পাপিয়া ]

পাপিয়া। অমন ক'রে কী দেখ্‌ছেন যুবরাজ ?

চঞ্চল। তোমাকে।

পাপিয়া। কেন ?

চঞ্চল। বাঃ। বোন পেলুম, দেখ্‌বো না সে কেমন বোন ? সুন্দর—সুন্দর বোনটি আমার ! মিষ্টি বোন—সোনা বোন। [ পাপিয়া কেঁদে ফেলে ] ছিঃ ! কান্না কেন ? আমি তো রয়েছি তোমার ! দুঃখু কী ? কেঁদোনা—

পাপিয়া। [ অশ্রুসজল কণ্ঠে ] না—না, আর কাঁদ্‌বো না ! আমি আস্‌ছি—আস্‌ছি যুবরাজ ! [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। শোনো। [ পাপিয়া ফেরে ] আজ থেকে আর "যুবরাজ" নয় বোনটি,—"দাদা"। কেমন ? [ গাল টিপে দেয় ]

[ পাপিয়া কথা বল্‌তে পারে না। অশ্রু দরদর-কণ্ঠে হঠাৎ চঞ্চলের পায়ের ধূলো নিয়ে ছুটে পালায় ]

চঞ্চল। [ ম্লানহাস্যে ] দো-দিনকা-সুলতান মিঞা আবুহোসেন ! তোমাকে এতদিন মিছে অপবাদ দিয়েছি ! পথ চল্‌তে যে-লোক এমন বোন কুড়িয়ে পায়, কোন্ বেওকুফ্ তাকে হতভাগা বলে ?

ওরে কে বলে তোর আঁধার দেউল,
কে বলে তোর দগ্ধ ভাল ?
তোর ভাঁড়ার-ঘরে জমা আছে
হাজার-বাতির রংমশাল।

অমরজিতের প্রবেশ

অমর। বন্দেগী যুবরাজ !

চঞ্চল। কে, অমর ? এসো ভাই। হঠাৎ কী মনে ক'রে ?

অমর। মনে আছে, একদিন তুমি বলেছিলে, আমাকে অদেয় তোমার কিছু নেই, যা চাইবো তাই দেবে ?

চঞ্চল। কী চাও বলো ? তালুক ?

অমর। না।

চঞ্চল। টাকা ?

অমর। না। তোমার ও-সিংহাসনেও আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

চঞ্চল। তবে ?

অমর। আমি চাই কাবেরীকে।

চঞ্চল। কুমার অমরজিৎ !

অমর। কী হ'লো দাতাকর্ণ ? দাও—ছেড়ে দাও আমার মানসীকে।

চঞ্চল। ওকে দান করার অধিকার আমার নেই ভাই ! আর কিছু চাও।

অমর। আর কিছু নয়। চাই শুধু কাবেরীকে,—চাইই ! দেবে না ?

চঞ্চল। আমি নিরুপায়।

অমর। যদি কেড়ে নিই ?

চঞ্চল। বাধা দিতে আমি বাধ্য হবো।

অমর। বেশ, তবে দাও বাধা। [ তলোয়ার বার করে ]

চঞ্চল। অমর ! তুমি কি পাগল হ'লে ?

অমর। হাঁ, পাগলই হয়েছি আমি। এ-দুনিয়ায় কাবেরীর দুজন দাবীদার থাকতে পারেনা। হয় তুমি থাকবে, নয় আমি। আর কে থাকবে, সেটার মীমাংসা হ'য়ে যাক্ অসিমুখে। এসো—

চঞ্চল। বলেছি তো, তোমার ওপর তলোয়ার আমি তুলতে পারবো না। ইচ্ছা হয়, বসিয়ে দাও তোমার ঐ খোলা তলোয়ার আমার বুকে। এখানে কেউ নেই। কেউ জানবে না। দাও বসিয়ে।

অমর। আমার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি ভীরু নই, কাপুরুষও নই যে নিরস্ত্রকে হত্যা করবো। তলোয়ার নাও।

চঞ্চল। না।

অমর। যুদ্ধে তোমার এত ভয় যুবরাজ! ছি-ছি, প্রাণের তোমার এত মায়া! তুমি মানুষ, না কুত্তা?

চঞ্চল। [ উষ্ণকণ্ঠে ] অমর।

অমর। চোপ্‌রও কাপুরুষ! আমার নাম ধ'রে যদি আবার কোনদিন তোমার ডাকার সাহস হয়, তাহ'লে তার ইনাম্‌ হবে এই— [ চড় মারে চঞ্চলকে। মুহূর্তে অসহ্য রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠে তলোয়ার নিয়ে তীব্র আক্রমণ করে চঞ্চল অমরকে। যুদ্ধ চলে। ]

মোহনের প্রবেশ

মোহন। যুবরাজ! যুবরাজ!…একী! [ তলোয়ার বার ক'রে সে-ও অমরকে আক্রমণোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। [ যুদ্ধরত অবস্থায় আদেশ দেয় ] না-না, মোহন! তোমার দরকার নেই। আমি একাই পারবো। [ যুদ্ধ চলে। সহসা একসময়ে অমরের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে। সে নিজেও প'ড়ে যায়। তার কণ্ঠে তলোয়ার রেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চঞ্চল জিজ্ঞাসা করে—] এইবার?

অমর। করো—করো আমায় হত্যা! চাইনা তোমার দয়া। তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল! করো হত্যা—

ব্যস্তভাবে চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। না—না, মেরো না—মেরো না ওকে। ক্ষমা করো!

অমর। আঃ, তুমি কেন এলে এখানে? যাও—যাও—

চন্দা। যুবরাজ! ওর অপরাধ ক্ষমা করো। আমি মা—ওর প্রাণ-ভিক্ষা চাইছি।

মোহন। না-না, যুবরাজ, এমন শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবেন না।

চন্দা। যুবরাজ!

চঞ্চল। [ তলোয়ার সরিয়ে নেয় অমরের দেহ হ'তে। তাকে হাত ধ'রে তোলে। ] যাও অমর!

মোহন। ছেড়ে দিলেন ওঁকে যুবরাজ!

চঞ্চল। হাঁ।

মোহন। চন্দাবাঈ ওঁর মা হ'তে পারেন। আপনার কে?

চঞ্চল। আমারও মা।

মোহন। মা?

চঞ্চল। হাঁ মোহন, মা। আমার কাছে মায়ের জাত নেই, রঙ নেই, শ্রেণী নেই। সব মা-ই আমার মা। যে-দেশে মায়ের আদেশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে সানন্দে বনবাস বরণ ক'রে নিতে পেরেছিলেন, আমি যদি সেখানে মায়ের মিনতিতে এইটুকুও না করতে পারলুম, তবে বৃথাই জন্ম আমার রামচন্দ্রের দেশে।

চন্দা। [ অভিভূতের মতন ] মা! আমায় মা ব'লে ডাকলে তুমি? নটীমা বললে না তো?

চঞ্চল। মা যদি নটীই হন, ভালবাসায় কি তার তফাৎ থাকে মা? গাভী কালো হোক্, লাল হোক্ আর শাদাই হোক্, দুধের তো তার সেই একই রঙ আর একই স্বাদ মা! মোহন, বড় অভাগা তুমি। তাই মা চিনলে না আজও। মা আমার নটীই হোন্ আর সতীই হোন্, তিনিই আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মমতাময়ী জননী। [ প্রণাম করে চন্দাবাঈকে ]

চন্দা। তুমি—তুমি কে? তুমি তো সে নও! এমন কথা সে তো কোনদিন বলেনি। বলো, তুমি কে?

চঞ্চল। তোমার সন্তান। আর পরিচয়ে দরকার কি মা? তুমি মা, আমি ছেলে,—এইটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। অমর, দুঃখ ক'রোনা ভাই!

অমর। থাক্! আঘাতের ওপর আর মিষ্টি ক'রে অপমানের প্রলেপ দেবার দরকার নেই! আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

[ সরোষ প্রস্থান

চঞ্চল। এলে যদি, ঘরে চলো মা! সেবার অধিকার দিয়ে আমায় ধন্য করো।

চন্দা। এঁ্যা!……ঘরে যাবো! হঁা—হঁা, আস্‌বো! আস্‌বো! আর একদিন। হয়তো আমায় আসতেই হবে তোমার কাছে। কিন্তু আজ নয়। মুখে আমার মুখোস আঁটা! এ-মুখ নিয়ে তো তোমার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারবোনা। আজ যাই—আজ যাই—

[ প্রস্থান

চঞ্চল। কী ভাব্‌ছো মোহন?

মোহন। ভাব্‌ছি—কুমার মানুষ, না মায়াবী।

চঞ্চল। ভেবোনা। এসো। [ মোহনের কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে এগোয় ]

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। বলো মোহন!

মোহন। বল্‌লেননা তো—আপনি মানুষ, না মায়াবী, না ছদ্মবেশী কোনও দেবকুমার?

চঞ্চল। [ হেসে ওঠে ] এখনো সেই ভাবনা? একথাটা কেন

বুঝতে পার্‌ছো না বন্ধু, যে, মানুষ মায়াবী আর দেবতা যেই হোক্ না কেন, মা তার একটা থাক্‌বেই। আর ত্রিভুবনে সর্বকালে, সর্বযুগে, মায়ের একমাত্র পরিচয় হ'লো—মা!

[ মোহন সহ প্রস্থান

———

## চতুর্থ দৃশ্য

অনন্তরাওয়ের গৃহ

গভীররাতে বিনিদ্র চিন্তাগ্রস্ত অনন্তরাও

অনন্ত। ভুল! একটা ভুল।···কী করি? একদিকে সিংহগড়ের সিংহাসন নিয়ে চক্রীর চক্রান্ত, অন্যদিকে আমার ইজ্জৎ আর বংশমর্যাদা! কোন্‌দিক বাঁচাই? সিংহাসন, না নিজের বংশমর্যাদা? আত্মরক্ষা? হাঁ-হাঁ, তাই! রসাতলে যাক্ সিংহাসন। কেন তার জন্যে আমি স্বীকার কর্‌বো আমার নিজের এতবড় লোকসান? যাক্—যাক্ রাজ্য রসাতলে। আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। [ সহসা চম্‌কে ওঠে নিজের কথায় ] না-না, একী বল্‌ছি আমি? এযে নেমকহারামী! স্বর্গত রাজা বিশ্বজিৎ রাওয়ের সেই স্নেহ-ভালবাসা—বিশ্বাস আর তাঁর সেই অন্তিম শেষ অনুরোধ—না না, এতবড় নেমকহারাম হ'তে আমি পার্‌বো না।···কী করি? কে আমায় ব'লে দেবে পথের দিশা?···[ নেপথ্যে পাগলের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়—"শো যাও!" শোচনেবালে শো যাও!"_ কে?·· কে ওখানে? ···শোনো—এদিকে এসো—

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। শো যাও! রাত গভীরা! শোচ্‌তা কেঁও বেকুব? সব ঠিক হো যায়গা! শো যাও—

অনন্ত। সব ঠিক হ'য়ে যাবে? তুমি বল্‌ছো পাগল? কিন্তু কী ক'রে—কী ক'রে আমার মুস্কিল আসান হবে বলতে পারো? বলো—বলো পাগল—

শ্যাম।—

গীত

ভোলা মন, ও ভোলা মন, করিস্‌ মিছে ভয়।
সাধ্য কি তোর আত্মবলে কর্‌বি সর্ব জয়॥
তুই ভাবিস্‌ মনে, কর্তা হ'য়ে করিস্‌ যত কর্ম,
কর্মচক্রে সবই ঘটে, শোন্‌ রে সারমর্ম,
শুধু যন্ত্র রে তুই, যন্ত্রী আছেন অদৃশ্য অনির্ণয়॥

অনন্ত। আমি তবে কেউ নই? মিছে আমার আত্মাভিমান আর এই আত্মদ্বন্দ্ব?

শ্যাম।—

পূর্ব গীতাংশ

ওরে ভালমন্দ আত্মদ্বন্দ্ব কিসের বাছবিচার,
সৃষ্টিটা যাঁর, দায়িত্ব তাঁর, সেই নেবে সব ভার;
তুই সে-পাদপদ্মে নে না শরণ, সেই তো জগন্ময়॥

[ গীতান্তে ] কেমন, শুন্‌লি তো? ব্যস্‌, অব শো যাও! সব ঠিক হো যায়গা! সব ঠিক হো যায়গা—

[ প্রস্থান

অনন্ত। ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি পাগল। বেশ, তবে তাই হোক্‌।

ওগো অদৃশ্য বজ্রি, তুমিই আমায় চালনা করো! হে সিংহগড়ের স্বর্গত মহারাজ বিশ্বজিৎ রাও! স্বর্গ হ'তে তুমিও আমায় আশীর্বাদ করো, আমি যেন এই গুরু কর্তব্যভার বহন করতে পারি। সিংহগড়ের এই বৃদ্ধ সিংহ অনন্তরাও আজ বড় একা, বড় অসহায়! তাকে তুমি শক্তি দাও শক্তিধর, সাহস দাও, প্রেরণা দাও। [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। ঠিক—ঠিক বলেছে পাগল। সব্ ঠিক হো যায়গা। ভেবোনা অনন্তরাও, ভেবোনা।

অনন্ত। [ সবিস্ময়ে ] কে—কে তুমি?

পাণ্ডু। আমি? [ হেসে ওঠে ] পাগল। আমিও এক ছন্নছাড়া পাগল। তবু বল্‌ছি, ভেবোনা অনন্তরাও। তোমার শ্যামও থাক্‌বে, কুলও থাক্‌বে। কুল-মজার ভয়ে অমন ক'রে আঁৎকে উঠোনা।

অনন্ত। দুকুল বজায় থাক্‌বে?

পাণ্ডু। থাক্‌বে গো, থাক্‌বে।

অনন্ত। সিংহাসন?

পাণ্ডু। বেহাত হ'লেই হ'লো? হকের ধন জোচ্চোরে নেবে? দূর, তাই কি হয়?

অনন্ত। কাবেরী?

পাণ্ডু। সেও বেহাতে পড়্‌বে না। রাইধনির জন্যে বাঁকা শ্যাম বাঁকা পথে ঠিক উদয় হবে, দেখে নিও!

অনন্ত। কিন্তু কী ক'রে তা সম্ভব উন্মাদ?

পাণ্ডু। এ-দুনিয়ায় সব সম্ভব রাওজি—সব সম্ভব। [ হেসে ওঠে ] এ এক আজব ধাঁধা! তাজ্জব যাদু কা খেল্!

অনন্ত। তুমি—তুমি জানো সিংহাসন-রহস্য ?

পাণ্ডু। এ্যাই ছ্যাখো! তাও জান্‌বোনা ?

অনন্ত। সে বেঁচে আছে ?

পাণ্ডু। আছে গো, আছে।

অনন্ত। কোথায় আছে ?

পাণ্ডু। উঁহুঁ! তা বল্‌ছি নে! আগে থাক্‌তে সব ফাঁস ক'রে দিলে যাত্নর খেল্ জম্‌বে কেন ? বল্‌বোনা তো, বলবোনা!

অনন্ত। তুমি কী ক'রে জান্‌লে সেকথা ?

পাণ্ডু। ও বাব্বাঃ। এযে আমার ওপরও প্যাটোয়ারি বুদ্ধি চালিয়ে পেটের কথা বার ক'রে নিতে চায়! উঁহুঁ, অত বোকা আমি নই অনন্তরাও! পাগল হ'লেও বোকা নই! [ হাসতে থাকে ]

অনন্ত। তুমি কে ? তোমাকে যেন আমি চিনেও চিন্‌তে পার্‌ছি না! তবু তোমার গলা আমার চেনা! বলো, তুমি কে ?

পাণ্ডু। তুমিই বলোনা, কে আমি ? দেখি তোমার দৌড়টা! বল্গো—। হেঁ-হেঁ-হেঁ, তা আর পারতে হয়না।

অনন্ত। যেন—যেন কতদিন আগে—আমরা দুজনে ছিলুম—[ সহসা সোল্লাসে ] মনে পড়েছে! পাণ্ডুরং!

পাণ্ডু। [ সচকিতে পিঠে আঙ্গুল রেখে ] চুপ! শুনে ফেল্‌বে—সব্বাই শুনে ফেল্‌বে!

অনন্ত। তুমি—তুমি বেঁচে আছো বন্ধু ?

পাণ্ডু। না! মরে ভূত হ'য়ে গেছি! না, পালাই, এবার পালাই বাবা আমি।

অনন্ত। বন্ধু, শোন—শোন! ব'লে যাও যুবরাজার খবর তুমি কেমন ক'রে—

পাণ্ডু। [ যেতে যেতে ] বলবো। সময় আসুক। আবার দেখা হবে। সব বল্‌বো তখন। এখন নয়। সময় নেই বন্ধু! পিছু ডেকোনা। সব ঠিক হো যায়গা। বিলকুল ঠিক হো যায়গা।

[ হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান

অনন্ত। কোথা যাও বন্ধু? তুমি রুগ্ন, দুর্বল! এলে যদি বিশ্রাম নাও আমার গৃহে। যেওনা। শোন—

[ পিছু পিছু অনন্তরাওয়ের প্রস্থান

———

## ষষ্ঠম দৃশ্য

চন্দাবাঈয়ের গৃহ

উত্তেজিত চন্দাবাঈ ও অমরজিতের প্রবেশ

চন্দা। আবার বল্‌ছি অমর, কাবেরীর আশা তুমি ছেড়ে দাও।

অমর। আমিও তোমায় আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি নটীমা, ও অনুরোধ তুমি আমায় ক'রো না।

চন্দা। অনুরোধ নয়, এ আমার হুকুম।

অমর। হুকুম? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! মনে পড়ে, কতবার তোমাদের বলেছিলুম যে, মানুষকে রক্তের স্বাদ পাইয়ে তাকে রক্তলোলুপ মাতাল ক'রে তোমরা তুলোনা? আজ তার রক্তপানে বাধা দিলে সে শুনবে কেন নটী-জননি? তৃষ্ণার রক্ত না পেলে আজ সেই রক্তদানব তার প্রতিপালকের রক্তপান করতেও দ্বিধা করবেনা। এ দোষ আমার নয়, তোমার।

চন্দা। দোষ যদি আমি ক'রে থাকি, তার প্রায়শ্চিত্তও আমি কর্‌তে পার্‌বো।

অমর। তাহ'লে—সেই চেষ্টাই ক'রো! [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চন্দা। এখনও বলছি অমর, ফিরে এসো ওপথ থেকে। নইলে—

অমর। কী ক'রে ফেরাবে শুনি?

চন্দা। খুন ক'রে!

অমর। খুন?...তুমি কর্‌বে আমার খুন?...হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! পারো যদি, ক'রো খুন। তৈরি থাক্‌বো।

[ প্রস্থান

চন্দা। অকৃতজ্ঞ সন্তান! তুমি জানোনা—জানোনা কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর হ'তে পারে তোমার এই নটীমা! নটীমার সে-রূপ তুমি দেখ্‌তে চেওনা। ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাবে।

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। অবাক মাঝে মাঝে আমিও হ'য়ে যাই চন্দাবাঈ, তোমার অদ্ভুত আচরণে। আশ্চর্য! একটীমাত্র সন্তান। যার জন্যে তোমার এত আয়োজন, এত ষড়যন্ত্র, তার শত কাকুতি-মিনতিতেও সর্দার-কন্যার সঙ্গে তার বিয়েয় তোমার এত আপত্তি কেন, তা এই কৌশলী দেওয়ানও আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনা রহস্যময়ি।

চন্দা। বুঝতে চাও?

রত্নাকর। বোঝালে বাধিত হবো চন্দাবাঈ।

চন্দা। ভাই-বোনে বিয়ে হয়না।

রত্নাকর। [ অত্যধিক বিস্ময়ে ] চন্দাবাঈ!

চন্দা। অবাক হ'চ্ছো?

রত্নাকর। স্বীকার করছি রহস্যময়ি, জীবনে রত্নাকররাও এই প্রথম অবাক হ'চ্ছে।

চন্দা। কেউ জানেনা সেকথা। জান্‌তো—শুধু তিনজন। তার একজন ম'রে গেছে। বেঁচে আছি আমি আর সর্দার অনন্তরাও।

রত্নাকর। মারা গেছে কে?

চন্দা। কাবেরীর মা। আমার বোন।

রত্নাকর। সেকি! অনন্তরাওয়ের স্ত্রী তাহ'লে—

চন্দা। আমার বোন। একটীমাত্র বোন।

রত্নাকর। একথা তো আগে শুনিনি!

চন্দা। ওরা লজ্জা পেতো আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতে। আমিও চাইনি আমার বোনকে নটীর বোন ব'লে পরিচয় দিয়ে তার সামাজিক আর পারিবারিক জীবন বিপন্ন করতে। তাই—তাই কাবেরীর সঙ্গে অমরের বিয়ে হ'তে পারেনা দেওয়ান, তাই এই মিলনে আমার এত আপত্তি। বুঝেছ এবার?

রত্নাকর। এতদিনে বুঝলুম।

চন্দা। আমার অনুরোধ দেওয়ান, অমরকে তুমি ফেরাও। একথা ওকে বলা যায়না। তবু ফেরাতে ওকে হবেই। তুমি—তুমি হয়ত পারবে।

রত্নাকর। চেষ্টায় আমার কসুর থাক্‌বেনা চন্দাবাঈ।

চন্দা। নইলে—নইলে—জানিনা, কি আছে ওর আর আমার অদৃষ্টে। হয়ত—হয়ত আমাকে বাধ্য হয়ে—না-না, ভাবতে ভয় পাই সে-কথা—ভয় পাই—

[ প্রস্থান

রত্নাকর। [ সোৎফুল্লে ] আগুন আর ইন্ধন! জ্বলুক্—আরও

জ্বলুক্! লেলিহান শিখা উঠুক্ আকাশে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় দশদিকের বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠুক্। নইলে পাচন আমার ফুটবেনা, দক্ষযজ্ঞ জম্‌বেনা।

অমরজিতের প্রবেশ

অমর। দেওয়ানজি।

রত্নাকর। আসুন—আসুন কুমার! আদেশ করুন।

অমর। আপনারা যেকথা আমায় দিয়েছিলেন, তা যে এ'মনভাবে খেলাপ করবেন তা আমি ভাব্‌তেও পারিনি।

রত্নাকর। আপনার তিরস্কারে এই বৃদ্ধ বয়সে সত্যই আমি লজ্জা পাচ্ছি কুমার! চেষ্টার অবশ্য আমি ত্রুটি করিনি। বার বার হাতে ধরেছি,—অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি। কিন্তু চন্দাবাঈ যে কেন বুঝতে চাননা—

অমর। আমি যদি এবার নিজের পথ ধরি?

রত্নাকর। কী পথ কুমার?

অমর। যদি আমি ছিনিয়ে নিই ঐ সর্দার-কন্যাকে?

রত্নাকর। বীরের উপযুক্ত কর্ম করবেন।

অমর। তখন আমায় দোষ দেবেননা যেন।

রত্নাকর। দোষ? কেন? কোন্ অপরাধে? শাস্ত্রবচন কে না জানে যে, নারী বীরভোগ্যা, আর রণে প্রেমে কোনও আচরণই দোষের নয়?

অমর। মা যদি বাধা হন?

রত্নাকর। মান্‌বেননা। আপনি পুরুষসিংহ। আপনার তো অজানা নয় কুমার যে, নারী জব্দ দাপে আর প্রতাপে।

অমর। আপনি আমার সহায় হবেন একাজে?

রত্নাকর। আমি! আমি তো আপনার হুকুমের তাঁবেদার। তবে কথা কি জানেন কুমার? বৃদ্ধ হয়েছি। এই বয়সে আর নারীঘটিত ব্যাপারে—অবশ্য আমার সম্পূর্ণ শুভেচ্ছা থাকবে আপনার কাজে। মঙ্গলময় সর্ববিঘ্নহরের কাছে কামনা করি, তিনি যেন আপনার এই বীরোচিত প্রচেষ্টায় সব-কিছু বাধাবিঘ্ন নাশ করেন।

অমর। ভাল। তাই হবে। আর একটা কথা। এ-ব্যাপার যেন ঘুণাক্ষরেও মা'র কানে না যায়!

রত্নাকর। বিলক্ষণ! মন্ত্র গুপ্ত রাখাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। নির্ভয়ে থাকুন আপনি কুমার!

অমর। তাহ'লে—আজই হোক্, অথবা কাল—

রত্নাকর। হাঁ। শুভস্য শীঘ্রম্।

অমর। দেওয়ানজি, এতবড় দুনিয়ায় আপনিই শুধু আমার একমাত্র শুভার্থী!

[ প্রস্থান

রত্নাকর। শুভার্থী! এতবড় শুভার্থী আর তুমি পাবেনা অমরজিৎ! যাক্, কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠুক্, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে নিক্। আপনা হ'তেই পরিষ্কার হোক্ সিংহাসনের রাজপথ।...শুভার্থী। শুভার্থী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। খামোশ্ দেওয়ানজি—খামোশ্!

রত্নাকর। তুমি আবার এসেছ?

শ্যাম। না এসে পারি কই? তুমিই তো আমাকে টেনে আন্‌লে তোমার হাসির চুম্বকে!

রত্নাকর। পথ ছাড়ো।

শ্যাম। ওটা তো বিপথ। ওপথ রক্তরাঙা। পা বাড়িওনা।

রত্নাকর। ঐ আমার পথ। হোক্ রাঙা। ওপথেই আমায় পাড়ি দিতে হবে।

শ্যাম। সব লাল হো যায়গা, বিলকুল লালে লাল। হুঁসিয়ার মুসাফির, হুঁসিয়ার !

রত্নাকর। তবে লালই হোক্। আগে তোমাকেই খুন কর্‌বো। [ তলোয়ার বার করে ]

শ্যাম। আমাকে খুন কর্‌বে? মানুষ চিন্‌লেনা আজও? আফশোষ দেওয়ানজি—আফশোষ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রত্নাকর। হাস্‌ছো? মৃত্যুকে ভয় পাওনা তুমি?

শ্যাম। না তো।

রত্নাকর। না?

শ্যাম। কেন পাবো ভয়? মৃত্যু? সে তো আশীর্বাদ

গীত

মরণ সে যে শ্যাম-সমান, তারে নাহি ডর।
এ-দেহ মোর নয়কো অমর, অনিত্য নশ্বর॥

রত্নাকর। বটে?

শ্যাম। হাঁ গো, সত্যি।

পূর্ব গীতাংশ।

খাঁচা হ'তে আর এক খাঁচায় যেমন পাখী ধরা,
জীর্ণ বসন তেয়াগিয়া নূতন বসন পরা,
মরণ তেমন জীবন শেষে রূপান্তরে সারা,
মর্ত্য হ'তে আলোকতীর্থে যাত্রা নিরন্তর॥

রত্নাকর। তুমি উন্মাদ। তুমি পাগল।

শ্যাম। কে পাগল নয় এই দুনিয়ায়? সব্ বাউরা হ্যায়! রকম রকমের পাগল। কোই দৌলৎকা পাগল, কোই মোহব্বৎকা পাগল, কোই ইজ্জৎকা, কোই সব্‌সে বড়া পাগল ওহি নওল কিশোর কৃষ্ণ কানাইয়াকা।

রত্নাকর। বুঝতে পার্‌ছি, কৃষ্ণপ্রাপ্তির সময় তোমার ঘনিয়ে এসেছে।

শ্যাম।—

পূর্ব গীতাংশ ঃ

কৃষ্ণ সাগর উত্তরিয়া কৃষ্ণে হবো লয়,
ভয়ের গ্রন্থি শিথিলিয়া পাবো বরাভয়,
সে-আনন্দ অবিছন্দ অনন্ত অক্ষয়,
মিল্‌বে আমার সব কামনার সুখের বাসর।

রত্নাকর। আশ্চর্য—আশ্চর্য! এতো সাহস তোমার কোথা থেকে হ'লো উন্মাদ?

শ্যাম। শুন্‌বে? বিশ্বাস কর্‌বে?

রত্নাকর। বলো।

শ্যাম। শোনো তাহ'লে। আমি শিখেছি একজনের দেখে।

রত্নাকর। কে সে?

শ্যাম। এক ছিল শেঠজী। ধরো—নাম ছিল তার বদ্রিপ্রসাদ। দেশে তার পেট চল্‌তোনা—হাঁড়ি চড়্‌তোনা উনোনে। রুটির সন্ধানে তাই সে ভিন্‌দেশে এলো।

রত্নাকর। তারপর?

শ্যাম। বিবি মরে গিয়েছিল শেঠজীর মুলুকে থাক্‌তেই। খেতে পায়নি—তাই। বদ্রিপ্রাসাদের সংসারে তখন ছিল একটি মাত্র ছোট্ট

মেয়ে। তাকে বুকে নিয়েই সে প্রতিজ্ঞা কর্‌লো—যেমন ক'রেই হোক্, দারিদ্রের দুঃখ ঘোচাবে সে। উপায় করবে প্রভূত অর্থ। মেয়েকে সে ঢেকে দেবে সেই অর্থে। সোণা-রূপো আর হীরে-জহরতের পাহাড় গড়ে তুল্‌বে সে মেয়ের চার পাশে।

রত্নাকর। কর্‌লো উপার্জন?

শ্যাম। হাঁ। লোকে বল্‌তো—শেঠ বদ্রিপ্রসাদ নাকি মাটির দুনিয়ায় সাক্ষাৎ কুবের। সারাটা জীবন ধ'রে তিল তিল ক'রে সে পাহাড় গড়ে তুল্‌লো। কোনদিকে তাকালো না—কারো কথা কাণে তুল্‌লো না—সোণার নেশায় মাতাল হ'য়ে সে শুধু সোণা কুড়ুতে লাগ্‌লো। তার শোষণে কত পরিবারে উঠ্‌লো হাহাকার, কত গৃহস্থ হ'লো গৃহহারা, কত মা সন্তান হারালো, কত স্বামিস্ত্রীতে ঘট্‌লো চিরবিচ্ছেদ। গ্রাহ্য কর্‌লো না সে কোনকিছু। সে তখন নির্মম, নিষ্ঠুর, দয়ামায়া-বিবেক-শূন্য এক অর্থপিশাচ। তার একমাত্র স্বপ্ন আর সাধনা—মেয়েকে সে সুখী করবে অনন্ত সম্পদ দিয়ে। একদিন কিন্তু—

রত্নাকর। থাম্‌লে কেন? কী হ'লো?

শ্যাম। স্বপ্নভঙ্গ হ'লো বদ্রিপ্রসাদের। ভাঙলো তার ভুল। যে-মেয়ের জন্যে এত কষ্টের ভার এত উপার্জন, সেই মেয়েই তার বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেল সামান্য এক ভিখিরী বৈষ্ণব তরুণের হাত ধ'রে।

রত্নাকর। সেকী!

শ্যাম। ঠিক তোমার মতন সেদিন বদ্রিপ্রসাদও অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল মেয়েকে—কী পেয়েছে সে ঐ বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার মধ্যে—যার জন্যে সে অত সম্পদকে তুচ্ছ কর্‌তে পার্‌লো? মেয়ে জবাব দিল—ভালবাসা। বল্‌লো—আমার সঞ্চয় তো ছার, সৃষ্টির সব সম্পদ দিয়েও নাকি একটি কৌটা কেনা যায়না এম্‌নি অমূল্য সম্পদ ঐ ভালবাসা।

রত্নাকর। তারপর ?

শ্যাম। মেয়ে গেল। বদ্রিপ্রসাদেরও সম্পদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তুচ্ছ হ'য়ে গেল তার কাছে সোণা-রূপোর যত ডেলা। দু'ত্তোর ব'লে সব ছেড়ে-ছুড়ে সেও পথে বার হ'য়ে পড়্লো সেই ভালবাসার সন্ধানে।

রত্নাকর। বদ্রিপ্রসাদ কি আজো বেঁচে আছে ?

শ্যাম। আছে বৈকি। আজও সে পথে-পথে ভালবাসা কুড়িয়ে আর ভালবাসা বিলিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ভালবাসার সেরা মহাজন সেই কালো ছেলে কৃষ্ণকানুকে। [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

রত্নাকর। দাঁড়াও। ব'লে যাও, তুমিই কি সেই বদ্রিপ্রসাদ ?

শ্যাম। বল্বোনা তো—বল্বোনা—সেকথা আমি কাউকে বল্বোনা —কাউকে না—

[ প্রস্থান

রত্নাকর। দাঁড়াও—দাঁড়াও বল্ছি। চ'লে গেল! নাঃ, খারাপ ক'রে দিয়ে গেল মেজাজটা। চাই সুরা। আর চাই চন্দাবাঈয়ের সাহচর্য। সুরা আর চন্দাবাঈ—চন্দাবাঈ আর সুরা—

[ প্রস্থান

---

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### পাহাড়-মঞ্জিল

### ব্যস্ত চন্দাবাঈয়ের সঙ্গে পাপিয়ার প্রবেশ

চন্দা। বাঙালী?

পাপিয়া। ঠিক জানিনা। তাই মনে হয়।

চন্দা। আবার বাঙালী? আশ্চর্য!

পাপিয়া। মনে হ'লো, উনি শশাঙ্ক সেনকেও চেনেন।

চন্দা। [ চম্‌কে ওঠে ] সেকি! তোমায় বলেছে কোন কথা?

পাপিয়া। না। বরং অস্বীকারই কর্‌লেন। চন্দামা, কক্ষনো কিছু চাইনি তোমার কাছে। আজ একটা ভিক্ষে চাইবো?

চন্দা। বলো।

পাপিয়া। ওঁর কোনও ক্ষতি যেন না হয় চন্দামা। উনি—উনি আমায় "বোন" ব'লে ডেকেছেন চন্দামা!

চন্দা। ক্ষতি? আর বোধহয় ওর কোনও ক্ষতি আমি কর্‌তে পার্‌বো না পাপিয়া। শুনেছি, বাংলাদেশ যাদুর দেশ। ও সেই দেশের যাদুকর। তোমাকে "বোন" ব'লে যাদু করেছে, আমাকে যাদু করেছে সামান্য একটা "মা" ডাকে। অমন ডাক আমি আর শুনিনি পাপিয়া!

পাপিয়া। চন্দামা! চন্দামা!

চন্দা। [ সহসা আত্মস্থ হ'য়ে ] এ্যাঁ! বড্ড আবোল-তাবোল

বক্‌ছিলুম, না পাপিয়া ? কী যে আজকাল আমার হয় মাঝে মাঝে, হঠাৎ সব ভুলে যাই। থাক্ ওসব কথা। তুমি এখানে কী কর্‌ছো ?

পাপিয়া। যুবরাজের অভিষেক উপলক্ষ্যে এই আনন্দ-উৎসবে আমার ওপর শরবৎ-ভাঁড়ারের ভার পড়েছে।

চন্দা। [ শিউরে ওঠে ] শরবৎ! কে দিয়েছে তোমায় এ-ভার ?

পাপিয়া। দেওয়ানজী। আমার শরবৎ তৈরীর সুখ্যাতি শুনেই হয়ত—

চন্দা। যাও—যাও, তুমি তাহ'লে ভাঁড়ারে যাও। খুব ভাল ক'রে খুব সাবধানে শরবৎ তৈরি কর্‌বে। খুব হুঁসিয়ার। যাও— [ পাপিয়াকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় ] পাপিয়াকে দিল শরবতের ভার ? কেন ? তবে—তবে কি দেওয়ান মান্‌বেনা আমার মানা ? মান্‌বেনা ?

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। কবে তোমার কোন্ মানা আমি মানিনি চন্দাবাঈ ?

চন্দা। তবে কেন পাপিয়াকে পাঠিয়েছ শরবৎ তৈরি কর্‌তে। তুমি কি ভিতরে-ভিতরে ওকে দিয়ে—

রত্নাকর। বড় ব্যথা পাই চন্দাবাঈ, তোমার এই অকারণ সন্দেহে আর অবিশ্বাসে। মিছে ভয় পেওনা। পাপিয়াকে শরবতের ভার দিয়েছি এই জন্যে যে, সারা সিংহগড়বাসী জানে, ওর হাতে-তৈরি শরবতের সঙ্গে অমৃতের কোনও তফাৎ থাকেনা। তাই—

চন্দা। সে মোড়কটা কোথায় ?

রত্নাকর। কোন্ মোড়কটা চন্দাবাঈ ? তুমি আমায় দিয়েছিলে যে বিষের মোড়কটা ?

চন্দা। চুপ্—চুপ্!

রত্নাকর। ওহো, ভুল হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে-মোড়ক তো আমি নর্মদার জলে কবে ভাসিয়ে দিয়েছি।

চন্দা। ঠিক?

রত্নাকর। সাক্ষী ছিল রাতের আকাশে অসংখ্য তারা আর আমার মধ্যে সদাজাগ্রত অন্তর্যামী নারায়ণ। কিন্তু—চন্দাবাঈ, হিসেবে কোনও ভুল করলেনা তো?

চন্দা। বুঝ্‌তে পারছিনা দেওয়ান, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছিনা। আমার সব-কিছু গোলমাল হ'য়ে গেছে শুধু ওই একটা "মা" ডাকে। আচ্ছা দেওয়ান, বলতে পারো একটা ডাকে এত যাদু কী থাক্‌তে পারে, বলো তো?

রত্নাকর। পারে চন্দাবাঈ, ছদ্মবেশী শয়তানে অনেক অবাক কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতদূর এগোবার পর সামান্য একটা চালে যে তুমি এমন মাৎ হ'য়ে পড়্‌বে, তা আমার ভাব্‌তেও কষ্ট হয় সখি।

চন্দা। তা হোক্ দেওয়ান! কিন্তু এই ছদ্মবেশী যুবরাজই আমায় প্রথম শিখিয়ে দিল যে, মা হ'তে আমার আজও বাকী ছিল। যাক্ রাজ্য। সে-ক্ষতি আমার সইবে। সইতে পারবোনা শুধু—ওর একটু ক্ষতি হ'লে। দেওয়ান, এ আমার কী কপাল বলো তো? আমার নিজের ছেলে আজ আমায় বলে "নটীমা", অথচ কোথাকার কে এক অজানা ছেলে আমাকে নটী জেনেও "মা" ব'লে ডেকে আমার দুকাণ জুড়িয়ে দিল! এত মান, এত আনন্দ এর আগে আর আমায় কেউ দেয়নি দেওয়ান। কেউ না—কেউ না—

[ প্রস্থান

রত্নাকর। [ হেসে ওঠে ] আপশোষ চন্দাবাঈ, তোমার জন্যে সত্যিই আমার আপশোষ হয়!

চঞ্চল, মোহন ও অমরজিতের প্রবেশ

রত্নাকর। আসুন—আসুন যুবরাজ! সুস্বাগতম্। সেলাম যুবরাজ!

চঞ্চল। ধন্যবাদ! আপনাদের সবাইকে আজকের এই আনন্দানুষ্ঠানের জন্য শত ধন্যবাদ!

অমর। ওকথায় আমরা বড় লজ্জা পাবো দাদা!

রত্নাকর। যুবরাজ খুশি হ'লে এ আয়োজন আর পরিশ্রম আমাদের সার্থক হবে। বসুন যুবরাজ! [ চঞ্চল বসিল ] মোহন সিং! কেমন লাগ্‌ছে আমাদের মজলিশ?

মোহন। সাবান যত জোলো হয় দেওয়ানজি, ফেনা তাতে তত বেশী :

[ সবাই হেসে ওঠে ]

রত্নাকর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার রসিকতা করেছ মোহন সিং।

অমর। কিন্তু—এরা সব এখনো করছে কী? [ নেপথ্যের পানে উচ্চকণ্ঠে ] এই, ইরানী বাঈজীকো জল্‌দি ভেজো, ঔর শরবৎ।

চঞ্চল। ব্যস্ত হবার কি আছে অমর? এসেছি যখন, সবকিছু না চেখে আমি নিজেই নড়্‌ছি না।

রত্নাকর। যুবরাজ মহানুভব!

বাঈজী প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করে

অমর। নাচো, নাচো কুলসম! যুবরাজকে যদি খুশি কর্‌তে পারো, সোণায় মুড়ে দেবো তোমায়।

[ নাচ আরম্ভ করে বাঈজী। নাচের শেষ দিকে পাপিয়া এসে শরবতের গ্লাস তুলে দেয় চঞ্চলের হাতে। চঞ্চল তা পান কর্‌তে উদ্যত হয়। হঠাৎ ছুটে এসে বাধা দেয় ব্যাসদেব। নৃত্য থেমে যায়। বাঈজীর প্রস্থান ]

ব্যাসদেব। যুবরাজ! খাবেননা—খাবেননা ও-শরবৎ যুবরাজ!

[ সবাই বিস্মিত হয়। গ্লাসশুদ্ধ উদ্যত হাত নামিয়ে নেয় চঞ্চল ]

চঞ্চল। কেন? কী হয়েছে ব্যাসদেব?

ব্যাসদেব। ও-শরবতে বিষ আছে যুবরাজ!

পাপিয়া। না—না—

মোহন। বিষ!

অমর। সেকী!

ব্যাসদেব। হাঁ।

রত্নাকর। কি বল্‌ছো মূর্খ?

ব্যাসদেব। ঠিক বল্‌ছি দেওয়ানজি! বিষ আছে ও-শরবতে।

চঞ্চল। কে দিয়েছে বিষ?

ব্যাসদেব। তা তো জানিনা যুবরাজ! মাইরি বল্‌ছি,তা আমি দেখিনি।

চঞ্চল। তবে তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

অমর। তোমার যে জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার অভ্যেস আছে তা তো জান্‌তুমনা ব্যাসদেব!

ব্যাসদেব। আজ্ঞে, আমিও আগে জান্‌তুম না কুমার, যে, বিষ খাওয়াবার জন্যে কেউ কাউকে নেমন্তন্ন করে।

অমর। [ সরোষে ] ব্যাসদেব!

ব্যাসদেব। বা রে, আমাকে ধম্‌কালে কী হবে! যাননা, নিজেরা গিয়ে শরবৎ-ঘরে দেখে আসুন্‌না কাণ্ডখানা!

রত্নাকর। কী আছে সেখানে?

ব্যাসদেব। একটা বেড়াল। ম'রে দাঁত ছিরকুটে প'ড়ে আছে। নিজের চোখে দেখে এলুম। আহা গো, আমার চোখের ওপর কেষ্টর জীবটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল! ইস্‌, এমন হ'চ্ছে বুকের ভেতরটায়!

চঞ্চল। স্পষ্ট ক'রে সব কথা খুলে বলো ব্যাসদেব।

ব্যাসদেব। বল্‌বার আর কিছু নেই যুবরাজ! যা দেখ্‌লুম তাতে চক্ষু চড়কগাছে উঠেছে। হ'লো কি জানেন? আমি ঐ শরবৎ-ঘরের আশে পাশে—ইয়ে—মানে—একজনের জন্যে একটু ঘুর্‌ঘুর্‌ কর্‌ছিলুম।

চঞ্চল। [মৃদু হেসে] বুঝেছি—তোমার সেই "ইয়ে"টি কে? তারপর কী হ'লো বলো!

ব্যাসদেব। পাপিয়া তো আপনার জন্যে শরবতের গেলাস হাতে নিয়ে বেরোল। হাত চল্‌কে একটু শরবৎ মেঝেয় প'ড়ে গেছলো। কোথা থেকে বেড়ালটা ছুটে এসে চেটে-পুটে মেরে দিল মেঝের সেই শরবৎটুকু।

চঞ্চল। তারপর?

ব্যাসদেব। দুবার ঠ্যাং ছুঁড়্‌লো, আড়াইবার গোঁ গোঁ কর্‌লো, ব্যস্‌! তারপর সব ঠাণ্ডা! দেখেশুনে আমিও কুল্‌পি মেরে গেলুম যুবরাজ! উঃ, কী কাণ্ডরে বাবাঃ!

অমর। আশ্চর্য!

মোহন। দেওয়ানজিও কি অবাক হচ্ছেন?

অমর। এত অবাক আমি এতটা বয়সে আর কখনো হইনি মোহন সিং! ভাব্‌ছি—কার এত সাহস?

চঞ্চল। অমর, আমিও শুন্‌তে চাই, কে আমাকে এ-ভাবে খুন করার সাহস করে?

অমর। বিশ্বাস কর্‌বে দাদা?

চঞ্চল। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর্‌বো।

অমর। বিষ মিশিয়েছে—পাপিয়া।

পাপিয়া। আমি?

ব্যাসদেব। খবরদার! নিদ্দ্বীর কাঁধে মিথ্যে দোষ চাপিওনা বলছি। ভাল হবেনা!

অমর। [ তীব্রকণ্ঠে ] হাঁ, হাঁ, তুমি! তুমিই বিষ দিয়েছ শরবতে।

পাপিয়া। কুমার।

অমর। গত পরশু দিন আনন্দীলালের ওষুধের দোকানে তুমি গিয়েছিলে পাপিয়া?

পাপিয়া। আপনি—আপনি সেকথা জানলেন কী ক'রে?

অমর। আরো জানি, সেখানে তুমি বিষ কিনতে গিয়েছিলে। কথা বলছোনা কেন? গিয়েছিলে?

পাপিয়া। হাঁ।

অমর। বিষের তোমার কী দরকার ছিল পাপিয়া?

পাপিয়া। বলতে পারবো না।

অমর। বলার দরকারও আর নেই। পাপ কখনও চাপা থাকেনা. ছি ছি!

চঞ্চল। কিন্তু—ও আমাকে কেন খুন করতে চাইবে অমর? ওর স্বার্থ?

অমর। গভীর স্বার্থ! হিংসা। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি!

পাপিয়া। কি বলছেন কুমার? যুবরাজকে আমি হিংসা করি?

অমর। যুবরাজকে নয়। হিংসা করো তুমি কাবেরীকে। যুবরাজকে তুমি মনে মনে ভালবাসো। বলো, সত্য নয়? [ পাপিয়া মাথা নিচু করে, হেসে ওঠে অমর ] আবার ধরা প'ড়ে গেলে, না পাপিয়া?

চঞ্চল। আশ্চর্য! এসব আমি কী শুনছি বল তো মোহন?

মোহন। আপনার চেয়ে আমি কম অবাক হচ্ছিনা যুবরাজ।

অমর। অবাক হবার এতে কিছু নেই দাদা! ওদের মতন মেয়েদের

অসাধ্য কাজ কিছু নেই। কাবেরী ওর প্রেমের অন্তরায়। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। তাই প্রেমাস্পদকে অন্য নারীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে, তাকে হত্যা করাই সাব্যস্ত করেছিল ঐ ডাইনী।

চঞ্চল। পাপিয়া! কিছু বল্‌বে না তুমি? বলো—বলো পাপিয়া, এ অভিযোগ সত্যি নয়।

পাপিয়া। [ কান্না চাপ্‌তে চাপ্‌তে ] পারবো না—কিছু বল্‌তে আমি পারবো না! আমায় শাস্তি দিন যুবরাজ!

রত্নাকর। ছি ছি, মা! এটা কি তোমার ভাল কাজ হ'লো? হত্যা যে মহাপাপ! তারপর রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতীক।

ব্যাসদেব। মিথ্যাকথা। ও-বিষ মিশিয়েছেন কুমার অমরজিৎ।

অমর। সাবধান ব্যাসদেব!

ব্যাসদেব। ধেত্তোর সাবধানের নিকুচি করেছে! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো তবে? বলুন দিকি কুমার, আপনি কেন পরশু আনন্দীলালের দোকানে গিয়েছিলেন? বিষ সে আপনাকে দিতে না চাইলে, আপনিই বা কেন তাকে গারদে পোরবার ভয় দেখিয়েছিলেন?

অমর। সে-কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেবোনা।

ব্যাসদেব। দিতে পার্‌লে তো?

চঞ্চল। অমর, আমি শুন্‌তে চাই!

অমর। বিষ আমি কিন্‌তে গিয়েছিলুম সত্যি। বিষ সে আমাকে দেয়নি।

ব্যাসদেব। বাজে কথা। ডাহা মিথ্যেকথা। নিশ্চয়ই দিয়েছিল। আর আপনি যদি শরবতে বিষ মেশাননি, তাহ'লে পাপিয়া যখন ঘরে ছিলনা, তখন আপনাকে সে-ঘর থেকে অমন চোরের মতন পা টিপে টিপে বেরোতে দেখ্‌লুম কেন শুনি?

অমর। তুমি ভুল দেখেছিলে। আমি গিয়েছিলুম এক ঢোক শরবৎ খেতে।

মোহন। আমি যদি বলি—বিষ মিশিয়ে দোষটুকু পাপিয়ার কাঁধে চাপানোই ছিল আপনার উদ্দেশ্য ? পারবেন আপনার নির্দোষিতার প্রমাণ দিতে ?

অমর। পারলেও দোবনা প্রমাণ।

মোহন। তাতে প্রমাণ হবে যে, পাপিয়া যত না তার পথের কাঁটার ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে আপনি চেয়েছেন আরো বেশি। কারণ, যুবরাজের মৃত্যুতে আপনার লাভই সবচেয়ে বেশি। একসঙ্গে শত্রুনিপাত আর নির্ঝঞ্ঝাটে সিংহাসন—দুইই। যুবরাজের প্রতি আপনার আন্তরিক প্রগাঢ় অনুরাগের কথাটা অন্ততঃ আমাদের অজানা নয় কুমার !

রত্নাকর। আশ্চর্য ! আশ্চর্য। এরপর না শুনতে হয় যে আমি এবং স্বয়ং চন্দাবাঈও এ-অপরাধে অপরাধী !

চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। আমি তোমাকে ঐ-অভিযোগে অভিযুক্ত করছি দেওয়ান !

রত্নাকর। চন্দাবাঈ !

চন্দা। স্বার্থ তোমারও কম নয় দেওয়ান রত্নাকররাও ! বিষ যে তোমারও হাতে ছিল, তা আমি জানি। এ তোমারই কীর্ত।

রত্নাকর। নটীর অভিযোগ রাজভক্ত বৃদ্ধ দেওয়ানের নামে ! হে ভগবান, একথাও আমায় শুনতে হ'লো !

চন্দা। অভিনয়ে তুমি যে সুপটু বহুরূপী, তা আমার অজানা নয় দেওয়ান ! ভেবোনা যে তোমার স্বরূপ আমি জানিনা। সাধ্য থাকে অস্বীকার করো আমার অভিযোগ।

রত্নাকর। এ-বয়সে অতটা নিচে নাম্‌তে আমি পার্‌বোনা চন্দাবাঈ। কিন্তু দেবি, আমিও যদি তোমায় ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত কর্‌তে চাই? যদি বলি যে, যুবরাজের ওপর তোমার চিরদিনের আক্রোশ চরিতার্থ ক'রে তাঁকে হত্যা ক'রে রাজমাতা হবার আকাঙ্ক্ষা তোমায় পাগল ক'রে তুলেছে, তাহ'লে?

চন্দা। তুমি জানো, তোমার কথা সত্যি নয়।

চঞ্চল। শুধু আমিই জানিনা—কার কথাটা সত্যি, আর কে মিথ্যাবাদী? চমৎকার প্রহসন! একটা মানুষ আমি। জ্ঞানতঃ কারো কোনও ক্ষতি করিনি, তবু আমাকে হত্যা করার জন্যে এত আয়োজন! আর সে আয়োজন যারা করেছেন, তাঁরা সবাই আমার পরমাত্মীয়। একজন পিতৃতুল্য রাজভক্ত বৃদ্ধ দেওয়ান, একজন ভাই, একজন বোন, আর একজন আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মা! মোহন, বল্‌তে পারো মোহন, আমি কাকে ছেড়ে কাকে অবিশ্বাস কর্‌বো?

মোহন। যুবরাজ, আপনি শান্ত হোন্ যুবরাজ!

চঞ্চল। কী ক'রে—কী ক'রে এর পরেও একটা মানুষ শান্ত থাক্‌তে পারে বলো তো মোহন? আমি অবাক হ'চ্ছি—সত্যিই অবাক হ'চ্ছি এইসব দেখে। কিন্তু তার চেয়েও অবাক হ'চ্ছি এই ভেবে যে, মানুষ আর জানোয়ারে তাহ'লে তফাৎ কোথায়? আমি ভেবে পাচ্ছিনা মোহন, যে, এই যদি আজ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অমৃতস্য পুত্রার মানুষের স্বরূপ হয়, তাহ'লে ভাইয়ের এই বিভীষণ রূপান্তর দেখে আকাশ থেকে এখনও রক্তবৃষ্টি হ'চ্ছেনা কেন? ভাইয়ের জন্যে যে বোন যুগে যুগে কল্যাণীরূপে ভাইয়ের কপালে ভাইফোঁটা দিয়ে তাকে যমের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে মাথা কুটে এসেছে, তার এই ভ্রাতৃনাশিনী মূর্তিতে সাতসাগরে সব-ভাসানো বান ডাক্‌ছেনা কেন? কেন এখনো সর্বধ্বংশী মহা

ভূমিকম্পে শ্যামলা—কোমলা—মনোহরা এই মাটীর পৃথিবীটা থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠে রেণু রেণু হ'য়ে রসাতলে মিশিয়ে যাচ্ছেনা—স্নেহময়ী, আত্মবিস্মৃতা, অসীম অনন্ত করুণাময়ী জন্মদায়িনী জননীর এই সন্তান-গ্রাসী প্রচেষ্টায় ?

মোহন। [ চঞ্চলকে ধরে ] যুবরাজ! যুবরাজ! শান্ত হোন্।

চঞ্চল। শান্ত? হাঁ, শান্ত হবো, একেবারে শান্ত হবো এবার মোহন! বেশ, যেই দিক্ এই বিষ, আমি খাবো!

মোহন। না—না, যুবরাজ!

চঞ্চল। হাঁ, খাবো! কেন—কোন্ সুখে আর বেঁচে থাকা মোহন? কার জন্যে বেঁচে থাকা? মানুষের চেয়ে সিংহাসন বড় হবে? না; খাবো আমি এই বিষ। এমন বাঁচার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। ছোটভাইয়ের হাতের বিষ যদি এ হয়, সে হবে আমার ছোটভাইয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বোন যদি দিয়ে থাকে, তা হবে আমার পক্ষে নতুনতর ভাইফোঁটা। আর মা যদি নিজে হাতে বিষ দিতে চান সন্তানকে, তবে আমার পক্ষে সে বিষ অমৃত হ'য়ে আয়ু আমার আরো বাড়িয়ে তুল্‌বে হাজার বছর। এমন শরবৎ এর আগে আর কেউ পায়নি, খায়নি। আমি খাবো—[ পানপাত্র হাতে নেয় ]

রত্নাকর। ভগবান, এ-দৃশ্য দেখার আগে আমায় অন্ধ ক'রে দাও দয়াময়।

মোহন। [ বাধা দিয়ে ] যুবরাজ, ঈশ্বরের দোহাই, আত্মহত্যা কর্‌বেননা!

চঞ্চল। আঃ, স'রে যাও মোহন! বাধা দিওনা! [ পাত্র মুখে তোলে ]

চন্দা। [আর্তকণ্ঠে] ওরে,না—না—[ধাক্কা দিয়ে পানপাত্র ফেলে দেয় ]

চঞ্চল। একী করলে মা?

চন্দা। ওরে, এত অভিমান ভাল নয়!

চঞ্চল। বলতে পারো মা, কী আমি করবো? আমাকে কেউ বাঁচতেও দেবেনা, মরতেও দেবেনা? কী করতে চাও তবে তোমরা আমাকে নিয়ে? না—না, চুপ ক'রে থেকোনা। বলো, যে হোক্ একটা কিছু বলো! বলো—কেন আমায় মারতে চাও? কে আমায় মারতে চাও?

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। বলবো, বলবো, সব বলবো। সময় আসুক্, সব ফাঁস ক'রে দেবো।

চঞ্চল। তুমি—তুমি জানো—কে বিষ মিশিয়েছে শরবতে?

পাণ্ডু। এ্যাই দ্যাখো! আমি জানবোনা তো আবার কে জানবে? চোখের ঘুম মুছে ফেলে দিনরাত তবে দুচোখে সন্ধানী আলো জ্বেলে ছোটাছুটি ক'রে মরছি কেন গো? [ হাসতে থাকে ] লগ্ন আসুক্। আঁধার আপনি কেটে যাবে! সব সাফ হো যায়গা! বিলকুল্ সাফ! [ হাসতে থাকে ]

রত্নাকর। তুমি আবার কে?

পাণ্ডু। আমি? আমি হ'লাম ছেলেধরার যম! ব'লে দিও, তোমার চেনা-শোনা যত ছেলেধরাদের ব'লে দিও—ছেলেধরার একটা জুজু বেরিয়েছে! খুব হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার! [ হাসতে থাকে ] যুবরাজ! একটা কথা বলবো?

চঞ্চল। বলো বন্ধু!

পাণ্ডু। বাঁচতে চাও?

চঞ্চল। বাঁচার সাধ আর আমার নেই।

পাণ্ডু। মর্‌বে?

চঞ্চল। তাই পাচ্ছি কই?

পাণ্ডু। তাহ'লে মানেটা কী দাঁড়ালো?

চঞ্চল। দুনিয়াটা আমার কাছে আজ হঠাৎ অর্থহীন হ'য়ে গেছে বন্ধু। মানে পাবো কোথায়?

পাণ্ডু। মানেটা হ'লো এই যে, তুমিই চাও, আর যেই চাও, সব ঢুঁ ঢুঁ! যা ঘট্‌বার তা ঘটাবে সেই আদ্যি কালের সৃষ্টিবুড়ো! তাকে মানো আর নাই মানো, ব'য়েই গেল তার! তার হুকুম সে কিন্তু কখন যে কাকে দিয়ে কী ক'রে মানিয়ে নিচ্ছে, কোনও গর্দভ তা জানেনা! [ হাস্‌তে থাকে ]

চঞ্চল। কিন্তু—আমার ওপর তুমি এত সদয় কেন বন্ধু?

পাণ্ডু। হ'য়ে গেছি। হঠাৎ। নইলে—আমিও বাপু তোমার কমবড় শত্তুর নই, হ্যাঁ! অবাক হ'চ্ছো তো? এ্যাই দ্যাখো! অবাক কি আমি নিজেই কম হয়েছিলুম নাকি গো? শুধু ভাব্‌তুম আর ভাব্‌তুম; ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথাটা আরো গুলিয়ে গেল! হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল একটা পুরোণো গল্প। ভারী মজার গল্প। [ হাস্‌তে থাকে, এমন হাসি পায় সে-গল্পটা মনে পড়্‌লে! [ সটান হেসে চলে ]

চঞ্চল। কী গল্প বন্ধু?

পাণ্ডু। একটা দেশ—আস্ত একটা দেশ—সব লোহা আর ইস্পাতে গড়া—মানুষগুলো পর্যন্ত। দয়া নেই, মায়া নেই, ভালবাসা নেই। শক্ত নিরেট, মাথাকুটলেও নরম হয়না! কেন এমন হ'লো? তারা সাধ ক'রে হয়েছে। কেন রে বাপু? না, শত্তুর আছে ওদের একটা। আস্‌বে। পাছে মনটা নরম হ'য়ে যায়, সেই ভয়ে ওরা শক্ত হয়েছে! কিন্তু

—ঠেকানো গেলনা। এলো সেই লোক! [ হাসতে থাকে ] তারপরে কী হ'লো জানো? এরা যেমন লোহা আর ইস্পাত, সে-লোকটা তেম্নি পাথরে গড়া—পরশ-পাথর। যেমনি না ছোঁয়া লাগা, ব্যস্—লাগ্ ভেল্কি লাগ্! কোথায় লোহা? কোথায় ইস্পাত? বিল্‌কুল্ সব সোণা হ'য়ে গেল! [ হাসতে হাস্‌তে ] সব সোণা হো যায়গা! লাগ্ ভেল্কি লাগ্। লাগ্ ভেল্কি লাগ্—

[ প্রস্থান

চঞ্চল। বন্ধু, সত্য হোক্—সত্য হোক্ তোমার গল্প।

অমর। যুবরাজ, আমরাও কি সবাই এখানে আজ সারারাত ধ'রে ভেল্কির খেল্ দেখ্‌বো, আর পাগলের পাগ্‌লামি শুন্‌বো?

চঞ্চল। না। তোমরা যেতে পারো।

অমর। যুবরাজের জয় হোক্!　　　　　　　　　　　　[ প্রস্থান

চন্দা। এসো পাপিয়া আমার সঙ্গে।

চঞ্চল। না। ও থাক্। তুমি যাও মা! ব্যাসদেব, তুমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ব্যাসদেব। আমি? কেন, এত লোক থাক্‌তে—

চঞ্চল। আপনি পাপিয়াকে নিয়ে যান্ দেওয়ানজি।

রত্নাকর। যুবরাজ দীর্ঘজীবী হোন্। [ পাপিয়াসহ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। কোথায় নিয়ে যাবেন তা তো শুনে যাচ্ছেন না দেওয়ানজি!

রত্নাকর। আদেশ করুন।

চঞ্চল। ওকে রাখ্‌বেন—কারাগারে।

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। বাধা দিও না মোহন!……হাঁ, ওর বিচারের দিনটা আমি পরে জানিয়ে দেবো। যান্—

রত্নাকর। যুবরাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[ পাপিয়াসহ প্রস্থান

মোহন। মার্জনা কর্‌বেন যুবরাজ। কিন্তু একী কর্‌লেন?

চঞ্চল। এখনো করিনি মোহন। এখন থেকে চেষ্টা কর্‌বো একটু সত্যিকারের যুবরাজ হ'তে। এসো—[ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

উত্তেজিত অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। যুবরাজ!…যুবরাজ!…এই যে যুবরাজ!…আমার কাবেরী কোথায়?

চঞ্চল। কাবেরী?…আমি কি ক'রে জান্‌বো? কোথায় গেছে সে?

অনন্ত। জানিনা। আজ সন্ধ্যা হ'তে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চঞ্চল। সে কী!

অনন্ত। কোথায়—কোথায় গেল আমার কাবেরী? যুবরাজ, আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে! আমার বাড়ি, আমার মন সব আঁধার হ'য়ে গেছে। আমি—আমি ভেবে পাচ্ছি না, কে এ-সর্বনাশ করেছে আমার?

চঞ্চল। ব্যস্ত হ'য়ো না সর্দার! বিপদে ধৈর্য হারিওনা। মোহন, শুন্‌ছো কী? যাও—সারা সিংহগড় তছনছ ক'রে ফেলো। আজ রাতের মধ্যেই সর্দার-কন্যাকে ফিরিয়ে আনা চাই-ই।

মোহন। না পার্‌লে মোহন সিং আর এ-মুখ আপনাকে দেখাবেনা যুবরাজ, সর্দারকেও না।

[ প্রস্থান

চঞ্চল। আসুন সর্দারজি আমার সঙ্গে।

অনন্ত। [ দৃঢ়কণ্ঠে ] দাঁড়ান যুবরাজ!

চঞ্চল। কেন সর্দারজি ?

অনন্ত। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

চঞ্চল। বলুন কি কথা ?

অনন্ত। কাবেরী কোথায় ?

চঞ্চল। [ ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে ] অর্থাৎ ?

অনন্ত। বুঝতে পার্‌ছেন না, কী আমি বল্‌তে চাই ?

চঞ্চল। এতক্ষণে পারছি। তোমার সাহস দেখে অবাকও হচ্ছি। তোমার মেয়ে খুব সুন্দরী, না সর্দার ?

অনন্ত। আমার চোখে তার চেয়ে সুন্দরী দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

চঞ্চল। তোমার দুনিয়াটা বড্ড ছোট সর্দার। তাই জানোনা যে, স্বাস্থ্যে না হোক্, লাবণ্যে,মধুরতায়, মনোহারিত্বে বাংলার সব চেয়ে কুৎসিৎ মেয়েটাও তোমার দেশের সেরা সুন্দরীর চেয়েও অনেক সৌন্দর্যময়ী ! তোমার সাহসকে বলিহারি যাই সর্দার, যে, তুমি চঞ্চল সেনকে মেয়ে-চোর ব'লে অপবাদ দিতে চাও। ছি-ছি !

অনন্ত। তাহ'লে ? কোথায় গেল কাবেরী ? কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল তাকে ?

চঞ্চল। শত্রু তোমার অসংখ্য। বন্ধু তোমার মাত্র যে-কজন, এই পুতুল যুবরাজও তার একজন। বিপদে আত্মহারা হ'য়ে মিত্রকে শত্রু ক'রে তুলোনা সর্দার ! চলো—

অনন্ত। যুবরাজ !

চঞ্চল। হাঁ—হাঁ, কথা দিচ্ছি—আজ রাতের মধ্যে যে ক'রেই হোক্ তোমার মেয়েকে খুঁজে বার ক'রে দেবো। আর—এত অপবাদ, এত অপমানের পরও কেন একাজ করবো জানো সর্দার ?

অনন্ত। কেন যুবরাজ ?

চঞ্চল। কারণ, আমি শপথ করেছি—তোমার সেলাম না নিয়ে সিংহগড় থেকে আমি যাবো না—যাবো না—যাবো না—

[ অনন্তরাওসহ প্রস্থান

—— ——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়-মঞ্জিলের রঙমহাল

নৃত্যগীতরতা বাঈজী ও মদ্যপানরত অমরজিৎ

বাঈজী।—

### গীত

মোর কুঞ্জবনে এলো কে।

সরম-ধরম-লাজ                    রাখে নাকো রসরাজ,

নিলাজ দামাল প্রিয় সে।

(মোর) কলঙ্কে আঁকে সে যে চোখের কাজল,

চকিতে চপল টানে বুকের আঁচল,

মোর নিশীথের ঘুম                  কাড়ে তার চোরা চুম,

মানা মানেনাকো যে।

[ নৃত্যগীত থাম্‌তেই অমর কাছে টেনে নেয় বাঈজীকে। বাঈজী পরম লাস্যভরে এলিয়ে পড়ে অমরের বাহুপাশে। ]

অমর। ফুলসম!

বাঈজী। ফর্‌মাইয়ে জনাব।

অমর। এমনিভাবে যদি চিরদিন বেঁধে রাখি ?

বাঈজী। বাঈজী তাহ'লে কোনদিন মুক্তি চাইবেনা জনাব।

অমর। দামটা কী দিতে হবে শুনি ?

বাঈজী। স্রেফ্ মুহব্বৎ! এককণা প্রেম।

অমর। [ হেসে ওঠে ] বলো কি কুলসম ? কারবারে যে তাহ'লে দেউলিয়া হ'তে হবে তোমাকে !

বাঈজী। বেশক্ জনাব! ভালবেসে দেউলিয়া আর দিওয়ানা যদি না-ই হ'তে পারি, তবে সে কীসের ভালবাসা ?

অমর। [ হাস্‌তে হাস্‌তে ] বহুতাচ্ছা! কিন্তু আজ নয় কুলসম। তোমরা থাকো আমার অসময়ের সঞ্চয়। আজ যাও। [ কুনিশ ক'রে বাঈজী প্রস্থানোদ্যত হয় ] আর—সেই নতুন আমদানীটাকে কারো সঙ্গে এখানে পাঠিয়ে দিও ]।

[ বাঈজীর প্রস্থান

কাবেরীর প্রবেশ

কাবেরী। আমি নিজেই এলুম কুমার।

অমর। কৃতার্থ হলুম কাবেরি !

কাবেরী। বলো—আর কি বল্‌তে চাও ?

অমর। বলার কথা তো একটাই। আমাকে ধন্য করো কাবেরি। স্নান করিয়ে দাও আমায় তোমার ভালবাসায়।

কাবেরী। ভাল তোমায় আমি কোনদিন বাসিনি কুমার! আজ তোমায় আমি ঘৃণা করি।

অমর। কেন—কেন সর্দারদুহিতা ? আমার অপরাধ ?

কাবেরী। তুমি—তুমি আমায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুরি ক'রে এনেছ।

অমর। নইলে যে স্বেচ্ছায় তুমি আস্‌তেনা প্রিয়া।

কাবেরা। এর পরেও তুমি কি আশা করো যে—

অমর। করি সুন্দরি, করি। ঐ আশাতেই তো বেঁচে আছি।

কাবেরী। আশা তোমার পূর্ণ হবেনা কুমার!

অমর। অর্থাৎ—এবারও আমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগোতে হবে, কেমন?

কাবেরী। অনেক এগিয়েছ অমরজিৎ! আর এগিও না। তলিয়ে যাবে গভীর রসাতলে।

অমর। যাইই যদি, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। আর তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌লে, সেই রসাতলেই আমি একটা নতুন স্বর্গ গড়ে নিতে পারবো।

চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। সে-স্বর্গ গড়া তোমার হবে না:

অমর। কে বাধা দেবে?

চন্দা। আমি।

অমর। বানের মুখে ঐরাবত ভেসে যায়। তুমি তো সামান্য এক নটী। এপথ থেকে স'রে দাঁড়াও।

চন্দা। তুমি স'রে দাঁড়াও কাবেরীর পথ থেকে।

অমর। না।

চন্দা। অমর!

অমর। দেখো, তাহ'লে তোমারই সাম্‌নে—[ অগ্রসর হতে থাকে কাবেরীর দিকে ]

কাবেরী। [ সভয়ে আশ্রয় নেয় চন্দার কাছে ] আমায় বাঁচাও

চন্দামা! তুমি যেই হও, যাই হও, তবু তুমি আমার মা! আমি তোমার কন্যাসমা! মেয়েকে এতবড় বিপদ থেকে তুমি বাঁচাবেনা?

চন্দা। ভয় নেই মা। ওর সাধ্য নেই আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর এতটুকু ক্ষতি করে।

অমর। [ কাছে গিয়ে ] ছেড়ে দাও ওকে।

চন্দা। না।

অমর। সাধ ক'রে নিজের ক্ষতি ডেকে এনোনা।

চন্দা। সাধ ক'রে তুমিও অকালে মর্‌তে চেওনা। যাও, দূর হও।

অমর। এতদূর? বাঁচাও তাহ'লে—[ কাবেরীর হাত ধরে টানে ]

কাবেরী। না—না! মা, মাগো।

চন্দা। ছেড়ে দে ওকে অমর! [ অমরকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চায় কিন্তু অমরের ধাক্কায় সে নিজেই প'ড়ে যায় ] উঃ! সন্তান হ'য়ে তুই আমাকে আজ এমনভাবে—

অমর। আমার দোষ নেই। এর জন্যে দায়ী তুমি নিজে। এসো কাবেরি। [ এগোতে থাকে ]

কাবেরী। [ সভয়ে পিছোয় ] না—না! তোমার পায়ে পড়ি কুমার—

অমর। [ হেসে ওঠে ] পায়ে কেন কাবেরি? তোমায় আমি মাথায় ক'রে রাখ্‌তে চাই! তুমি—তুমি আমায় ভালবাসলে এ অভাজন ধন্য হবে। এসো—[ হাত ধরে ]

কাবেরী। না—না, আমার অঙ্গস্পর্শ ক'রোনা।

অমর। ক্ষুধার্ত্ত বাঘ আহার্য কি ছেড়ে দেয় সুন্দরি!

তলোয়ার হাতে মোহনের প্রবেশ

মোহন। বাঘ-শিকারী ব্যাধ এসেছে কুমার! সাবধান!

অমর। দেখা যাক্, বাঘ হারে না ব্যাধ? [ দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ হয় ]

সহসা প্রবেশ করে চঞ্চল

চঞ্চল। তুমি বিশ্রাম নাও মোহন! ওর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি আছে—শেষ বোঝাপড়া।

অমর। ভালই হ'লো; মালিক থাক্‌তে তাঁবেদারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আমিও লজ্জা পাচ্ছিলুম।

চঞ্চল। লজ্জা তাহ'লে আজও তোমার আছে? আচরণে কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পাচ্ছিনা।

অমর। আচরণটা অসিমুখেই শিখিয়ে দেবো। এসো—

[ উভয়ের যুদ্ধ। ক্রমশঃ অমর দুর্বল হ'য়ে পড়্‌তে থাকে।
সহসা সে চকিতে চঞ্চলকে ছেড়ে তলোয়ার
উদ্যত করে কাবেরীর দিকে ]

অমর। আমার দিকে কেউ যদি আর এক পা এগোয়, এই তলোয়ার আমূল ব'সে যাবে এই নরম কণ্ঠে। [ থম্‌কে দাঁড়ায় চঞ্চল ও মোহন ] একে যদি বাঁচাতে চাও—যাও, দূর হও সবাই।

চঞ্চল। এই তোমার বীরত্ব? নারীর আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাও? চমৎকার বীর তুমি!

অমর। রণে-প্রেমে কোনও দোষ নেই যুবরাজ! যাও, যাও বল্‌ছি।

কাবেরী। যুবরাজ! আমায় একা রেখে যেওনা।

অমর। একা কী কাবেরি? আমি থাক্‌বো তোমার পাশে—চিরদিন—আমরণ!

কাবেরী। না—না! তার চেয়ে তুমি আমায় হত্যা করো লম্পট!

অমর। তাই কি পারি প্রেয়সি? তোমাকে বাঁচ্‌তে হবে। নিজের

জন্যে না হোক্, আমার জন্য তোমায় বাঁচ্‌তেই হবে। কী হ'লো যুবরাজ ? দেখ্‌ছো তো, অমরজিৎ যা চায়, তা সে পায়ই। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ সবার অলক্ষ্যে অমরকে গুলি করে চন্দাবাঈ।
আর্তনাদ-সহকারে সে লুটিয়ে পড়ে ]

চঞ্চল। একী ? একী করলে মা ? নিজের সন্তানকে গুলি করলে ?

চন্দা। হাঁ। যাক্, নির্মূল হোক্ রক্তবীজ-বংশ। পৃথিবী হাল্কা হোক্।

মোহন। [ পরীক্ষা করে অমরকে। তারপর উঠে মাথা নেড়ে বলে— ] শেষ।

চঞ্চল। সেকী ! [ দেখ্‌তে যায় অমরকে ]

চন্দা। [ বাধা দিয়ে বলে ] থাক্ ! আমায় দেখ্‌তে দাও ! [অমরের কাছে ব'সে সে অমরকে পরীক্ষা করে। বুকে কাণ পেতে শোনে। সহসা আর্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে—] অ—ম—র—

চঞ্চল। মা !

চন্দা। অমর ! অমর ! [ অঝোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ পাগলের মত হেসে ওঠে ] ম'রে গেছে ! একেবারে ম'রে গেছে বোকাটা !······· অত ক'রে মানা করলুম, কিছুতে শুন্‌লোনা ! কেমন হয়েছে এখন ? যেমন কর্ম, তেম্‌নি ফল ! পেলি তো হাতে-হাতে শিক্ষা ! [হাস্‌তে থাকে]

চঞ্চল। মা ! মাগো ! ওঠো মা ! [ জোর ক'রে চন্দাবাঈকে সে টেনে নেয় নিজের বাহুপাশে। ]

চন্দা। [ পাগলের মত হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লে চলে ] বোকা ! বোকা ! বোকা ! কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ! হাতেরও গেল, পাতেরও গেল ! রইল বাকি কী ? কিছু না—কিছু না— [ হাস্‌তে থাকে ]

চঞ্চল। মোহন ! আমি এঁদের নিয়ে চল্‌লুম। তুমি ওর ব্যবস্থাটা ক'রো।

মোহন। তাই হবে যুবরাজ! [ অমরকে কাঁধে নিয়ে যেতে যেতে বলে ] খাশা বক্‌শিস্ আমার! শেষে মুদ্দোফরাসও হ'তে হ'লো। আর সে লাশ হ'লো এমন একজনের, যাকে জীবন্তে ছুঁলেও স্নান করতে হয়! যুবরাজ, আমায় ওপর আপনার অসীম মেহেরবানী।

[ প্রস্থান

চঞ্চল। এসো কাবেরি! চল মা!

চন্দা। কে? কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লো? কে তুমি?

চঞ্চল। আমি তোমার আর-এক সন্তান মা! আমি—সমর।

চন্দা। ওহো-হো! তাও তো বটে! আচ্ছা সমর, বোকাটা আর বাঁচবে না, না?

চঞ্চল। মা!

চন্দা। তুমি—তুমি আমায় চিরদিন এম্‌নি ক'রে "মা" বলে ডাক্‌বে তো? বলো—বলো—

চঞ্চল। ডাক্‌বো মা—ডাক্‌বো! এসো—

চন্দা। হ্যাঁ—চলো! কিন্তু বোকাটা কি বোকা দেখেছ? সেই ম'লো, তবু হিতকথা শুন্‌লোনা, বুঝ্‌লোনা! বোকা—বোকা—বোকা—[ হাস্‌তে আরম্ভ করে আবার ]

চঞ্চল। মা! মাগো! মা—

[ কাবেরী ও চন্দাবাঈসহ প্রস্থান

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### সিংহগড়-প্রাসাদ

### ফুলমায়া ও ব্যাসদেব

ব্যাসদেব। তা ব'লে—একটা নিদ্দুষী মেয়ে এম্‌নিভাবে গারদে প'ড়ে প'ড়ে পচ্‌বে?

ফুলমায়া। কিন্তু—আমি কী কর্‌বো?

ব্যাসদেব। একটু যুবরাজকে ধরে-ক'রে ব'লে দেখ্‌তেও তো পারো!

ফুলমায়া। তুমি পাগল, না মানিকপীর? যুবরাজের সঙ্গে কি আমার পেয়ারের সম্পর্ক নাকি যে তাঁর গলা জড়াজড়ি ক'রে একথা বল্‌তে যাবো?

ব্যাসদেব। তাহ'লে?

ফুলমায়া। তাহ'লে আবার কী? তুমি না পাপিয়াকে ভালবাসো?

ব্যাসদেব। বাসিই তো।

ফুলমায়া। ছাই বাসো!

ব্যাসদেব। বাসি না? কোন্‌ শা— [ সহসা থেমে সামলে নেয় ]

ফুলমায়া। থাম্‌লে কেন? কী বল্‌ছিলে, বলো।

ব্যাসদেব। নাঃ, বল্‌বো না। বল্‌তে গেলে মুখ দিয়ে এক্ষুনি বিতিকিচ্ছি সব গালাগালি তোড়ে বেরিয়ে পড়্‌বে। ওকথা শুন্‌লে আমার ভীষণ রাগ হয়।

ফুলমায়া। ইস্‌! পুরুষ যা হোক্‌ একটা! রাগ হয়তো, যাওনা—নিজে গিয়ে বলোনা যুবরাজকে! না, সেখানে মুখ খুল্‌তে সাহসে কুলোবে না?

ব্যাসদেব। বাজে কথা ব'লো না। সাহস আমার খুব। সাহস দেখাইনা তো দেখাইনা। যদি দেখাই, তাক্ লেগে যাবে—হঁ্যা।

ফুলমায়া। সত্যি ?

ব্যাসদেব। ওঃ বিশ্বাস হ'চ্ছেনা ? বেশ, যাবো—যুবরাজের কাছেই যাবো! এমন শোনা শোনাবো যে, যুবরাজ ভয় পেয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌বে। আমার সাহস নেই ? আচ্ছা—[ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

মোহনের প্রবেশ

মোহন। অত হন্তদন্ত হ'য়ে কোথায় ছুটেছ ব্যাসদেব ?

ব্যাসদেব। ডেকোনা—পিছু ডেকোনা! মস্ত কাজে যাচ্ছি। মেজাজ আমার ঠিক নেই। ভীষণ রেগে আছি।

মোহন। সর্বনাশ! তুমি তাহ'লে রাগ্‌তেও জানো ?

ব্যাসদেব। দেখ্‌বে—দেখ্‌বে জানি কিনা ? ছোটাবো একবার মুখ ? কাণে আঙ্গুল দিতে পাবেনা কিন্তু।

মোহন। থাক্—থাক্! ফুলমায়া, কী ব্যাপার বলো তো ?

ফুলমায়া। খবর্দার তুমি আমার নাম ধ'রে ডাক্‌বেনা।

মোহন। সেকী! তোমার আবার রাগ হ'লো কেন ?

ফুলমায়া। [ ঝাঁঝিয়ে ] রাগ হবে কেন ? আনন্দ হয়েছে। নাচ্‌বো ?

মোহন। আহা, সে-ভাগ্য কী আমার হবে যে এই চর্মচক্ষে তোমার নাচ দেখতে পাবো ?

ফুলমায়া। পাবে। বুক পাতো, নাচ্‌ছি।

ব্যাসদেব। খবর্দার ওর সঙ্গে কথা বল্‌বে না ফুলমায়া! ওরা মানুষ নয়, পাষাণ। মানুষের সুখ-দুঃখ কিছু বোঝেনা। ওদের মুখ দেখ্‌লে পেরাশ্চিত্তির কর্‌তে হয়।

মোহন। দেবি, এটা কি খুব ভাল হ'চ্ছে? দোষী জান্‌লনা, বিচার হ'য়ে গেল?

ফুলমায়া। পাপিয়া বেচারীর কী দোষ শুনি, যে, তোমরা তাকে আট্‌কে রেখেছ?

মোহন। এতক্ষণে বুঝলুম।

ফুলমায়া। বুঝলে তো ব্যবস্থা একটা কিছু করো। যুবরাজকে বুঝিয়ে বলো।

মোহন। আমার কাজ—যুবরাজের আদেশ পালন করা ফুলমায়া, তাঁকে উপদেশ দেওয়া নয়।

ব্যাসদেব। শুন্‌লে—শুন্‌লে তো কথার ছিরি? পাষাণ, শত্তুর।

মোহন। সত্যি কথাটা আমায় বল্‌তেই হবে ব্যাসদেব।

ফুলমায়া। মস্ত সত্যবাদী তুমি! আদেশ পালন কর্‌তে তোমায় কেউ মানা করেছে? কিন্তু সত্যিকথাটা একটু সেখানে বল্‌লে কি তোমার গর্দান যাবে? তুমি মানুষ, না কী? তোমরা—তোমরা পুরুষজাতটাই সবাই সমান। মেয়েরা তোমাদের খেলার পুতুল বই তো নয়। ভাল লাগ্‌তেও যতক্ষণ, দূর ছাই ক'রে মাটিতে আছড়ে ফেলে দু'পায়ে থেঁৎলাতেও ততক্ষণ! ইস্, আবার ঢং ক'রে বোন পাতানো হয়েছিল! খুব বড় ভাইয়ের মতন ব্যাভারটা দেখাচ্ছিস্ যাহোক্!

মোহন। এই—চুপ, চুপ! শুন্‌তে পেলে এখুনি—

ফুলমায়া। রাজ্যি থেকে বিদেয় ক'রে দেবে, এইতো? দিক্। এমন অবিচারের রাজ্যে থাকৃতে চাইছে কে?

ব্যাসদেব। হক্ কথা বলেছ ফুলমায়া। এর চেয়ে বনে গিয়ে বাস করা ভাল।

মোহন। ফুলমায়া, শোনো—

ফুলমায়া। আবার ? বারণ ক'রে দিয়েছিনা—খবর্দার আমার নাম ধ'রে ডাকবেনা ?

ব্যাসদেব। আমারও ঐ কথা। তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার কথাবার্তা সব বন্ধ।

মোহন। ফুলমায়া! [ সাড়া নেই ] দেবি! [ সাড়া নেই ] করুণাময়ি! [ সাড়া নেই ] ব্যাসদেব, তুমি একটু যাও তো ভাই এখান থেকে।

ব্যাসদেব। কেন শুনি ? তোমার হুকুম ?

মোহন। ওর সঙ্গে আমার নিরিবিলিতে একটু পরামর্শ ছিল। যাও—

ফুলমায়া। কক্ষনো যাবে না ব্যাসদেব ! ইস্, আব্দার ! ও চ'লে যাক্ আর একা পেয়ে উনি আমায় খুবলে খান্ ! লোভী, রাক্কোস কোথাকার ! দিনরাত ছোঁক্ছোঁক্ ক'রে বেড়াচ্ছে আদেখ্লের মতন ! সস্তার মেয়ে পেয়েছে !

মোহন। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। ঘাট হ'য়েছে আমার ! বল্বো, মরি-বাঁচি বল্বো যুবরাজকে।

ফুলমায়া। সত্যি ?

মোহন। এই তোমায় গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বল্ছি—

ফুলমায়া। [ ত্রস্তে স'রে গিয়ে ] থাক্ ! ঐ ছুতোয় একবার হাতড়ে নিতে হবেনা। বড্ড চালাক !

মোহন। বল্ছি তো—বল্বো যুবরাজকে।

ফুলমায়া। তিন সত্যি করো।

মোহন। বল্বো—বল্বো—বল্বো। হ'লো এবার ?

ফুলমায়া। বেশ। আগে বলো। তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে,

তোমার সঙ্গে ভাব রাখা আর আমার পোষাবে কিনা? [ সহসা সচকিতে ] এই রে, ঐ আস্‌ছে। আমি পালাই বাবা। [ ত্রস্তে প্রস্থান

ব্যাসদেব। এঁ্যা, যুবরাজ! সেরেছে! আম্মো তাহ'লে এইবেলা— [ প্রস্থানোদ্যত হয় ]

মোহন। পালাচ্ছ কোথায়? অত কীসের ভয়। তোমাকেও বল্‌তে হবে আমার সঙ্গে কথা। পারবেনা?

ব্যাসদেব। কোন্ শালা বলে পারবোনা? মারধোর্ যদি না করে, কথা বল্‌তে আমি কাউকে ডরাই নাকি? মুখের ওপর ক্যাঁটক্যাঁট ক'রে শোনাতে পারি। ভয় যা ঐ একটু মারধোরকেই।

মোহন। ভয় নেই। আমি আছি। এসো আমার সঙ্গে।··আঃ, এসোনা।

[ ভয়কম্পিত অনিচ্ছুক ব্যাসদেবকে টান্‌তে টান্‌তে
সঙ্গে নিয়ে মোহনের প্রস্থান ]

ধূমায়িত সিগ্রেটমুখে চিন্তামগ্নভাবে চঞ্চলের প্রবেশ

চঞ্চল। তারপর?...এটা কোন্ অঙ্ক চল্‌ছে? জানিনা। তবে নাটক শেষ হবার হয়ত আর দেরি নেই।...সাজ খুলে দিতে হবে। নামিয়ে রাখ্‌তে হবে মাথার মুকুট আর কোমরের তলোয়ার।...অভিনয় শেষ।...শেষ হবে দো-দিন্‌কা-সুলতানী। আবার যে-কে সেই।... সত্যিই-সত্যিই এ-জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ আর আমরা সেখানে এক অদৃশ্য নাট্যকারের আজব নাটকে আজবতরো যতসব ভাঁড়! অভিনয়— শুধু অভিনয়! নিছক অভিনয়!

ব্যাসদেবসহ মোহনের প্রবেশ

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। [ সহসা চিন্তাভঙ্গে ] কে ?....ওঃ, মোহন! কিছু বল্‌বো ?

মোহন। পাপিয়ার মুক্তিভিক্ষা চাইতে এসেছিলুম যুবরাজ।

চঞ্চল। অসম্ভব। প্রকাশ্য বিচারে ওকে কঠিন সাজা দেওয়া হবে ওর অপরাধের জন্যে।

মোহন। বিশ্বাস করুন যুবরাজ, প্রকৃত অপরাধী কিন্তু ও নয়। এ-কাজ ও কর্‌তে পারেনা।

চঞ্চল। প্রমাণ ?

মোহন। আমাদের দুর্ভাগ্য যুবরাজ, কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবু বলছি—

চঞ্চল। আমি নিরুপায় মোহন। রাজধর্ম বড নির্মম, কঠিন প্রমাণ চাই।

ব্যাসদেব। যুবরাজ. আমি একটা কথা নিবেদন কর্‌বো ?

চঞ্চল। বলো।

ব্যাসদেব। ভয়ে বল্‌বো, না নির্ভয়ে বল্‌বো যুবরাজ ?

চঞ্চল। নির্ভয়ে বলো।

ব্যাসদেব। যদি বলি, আমিই বিষ মিশিয়েছিলুম শরবতে ? যদি বলি যে আমার উদ্দেশ্য ছিল, ঐ শরবৎ অমরজিৎকে পান করিয়ে আপনার শত্রুনাশ করা ?

চঞ্চল। ধ'রে নেবো, তুমি মিথ্যাকথা বল্‌ছো।

ব্যাসদেব। সত্যি হ'তে পারে না ?

চঞ্চল। হয়ত পারে। তবু সত্যি নয়।

ব্যাসদেব। কিন্তু—কেউ তো জানে না সত্যিকথাটা। কেউ জান্‌বেওনা। দয়া করুন যুবরাজ! ওর বদলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।

চঞ্চল। পার্‌বে নীরবে সে-দণ্ড মাথা পেতে নিতে ?

ব্যাসদেব। পারবো যুবরাজ, খুব পারবো।

চঞ্চল। পাপিয়াকে তুমি এত ভালবাস ব্যাসদেব?

ব্যাসদেব। উপায় নেই, নইলে এক্ষুনি বুক চিরে দেখাতুম।

মোহন। যুবরাজ! আর একবার ভেবে দেখুন—

চঞ্চল। তোমাদের কি ধারণা মোহন, চোখে আমি কম দেখি? তোমরা কি মনে করো যে আমি সত্যিই একটা অমানুষ?

মোহন। না—না যুবরাজ, একথা স্বপ্নেও আমরা ভাবিনি।

চঞ্চল। তবে কেন ভুলে যাও যে, যার জন্যে তোমরা আজ সুপারিশ করতে এসেছ, তাকে আমি "বোন" বলেছি? কেন ভুলে যাও যে, হিন্দু পুরুষের কাছে বোনের স্থান সবার ওপরে—মাথায়? তাকে—তাকে আমি কি হত্যাকারী মনে করতে পারি? যে আমায় "দাদা" ডাকে ভুলিয়ে দেয় যত বঞ্চনার ব্যথা—তাকে আমি হত্যার আদেশ দেবো?

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। তাকে আমি বন্দী ক'রে কারগারে রেখেছি কেন জানো? বাইরে রাখলে ওকে বাঁচানো যেতোনা। যারা আমায় খুন করার অপরাধ ওর কাঁধে চাপাতে চেয়েছিল, তারাই নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওকে বাঁচতে দিতনা—খুন করতো। তাই আমি অভিনয় করেছি। শাস্তি দেবার মিথ্যা অজুহাতে ওকে লুকিয়ে রেখেছি গুপ্তঘাতকের ছুরির নাগাল হ'তে দূরে। বিষ ও কিনতে গিয়েছিল সত্যি। কিন্তু কেন জানো? দুঃখে, হতাশায়, ধিক্কারে বোনটি আমার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল।

ব্যাসদেব। যুবরাজ! আমি বুঝতে পারিনি যুবরাজ! আমি সত্যিই বোকা।

চঞ্চল। তুমি আদর্শ প্রেমিক। প্রেমহীন, দয়ামায়ামমতাহীন চতুর

হওয়ার চেয়ে তোমার মতন বোকায় যদি পৃথিবীর আধখানাও ভর্তি থাক্‌তো, তাহ'লে পৃথিবীটা আজ জীবন্ত নরক না হ'য়ে সোনার স্বর্গ হ'য়ে উঠতো ব্যাসদেব! যাও বন্ধু, কারারক্ষীকে আমার আদেশ দেওয়াই আছে। পাপিয়াকে মুক্ত ক'রে আনো তুমি নিজে।

ব্যাসদেব। যুবরাজ! পাপিয়াকে আমি ভালবাসি। তবু আজ তাকে আমার হিংসে হ'চ্ছে তার মতন "দাদা" আমি একটা পাইনি ব'লে। [ অভিবাদনান্তে মোহন ও ব্যাসদেব প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চঞ্চল। তুমি ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছো মোহন?

মোহন। পাপিয়াকে ছাড়িয়ে আন্‌তে যুবরাজ।

চঞ্চল। সে-কাজটা ব্যাসদেব একাই পার্‌বে। তুমি দাঁড়াও। যাও ব্যাসদেব। [ ব্যাসদেবের প্রস্থান ] মোহন!

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। তুমি তো জান মোহন, আমি কে? তবু আজো তুমি আমায় "যুবরাজ" ব'লে আমার প্রতিটি কথাকে হুকুমের মতন মেনে চলো কেন?

মোহন। যুবরাজ! এম্‌নি হুকুম মানাই আমাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। রাজা বা যুবরাজের স্বরূপ নিয়ে বিচার আমরা করিনা। সিংহাসনে যেই থাকুন, তিনিই আমাদের মালিক। আর তাঁর সামান্য ইঙ্গিতে জ্বলন্ত আগুনেও ঝাঁপ দিতে আমাদের বাধেনা। যদি মরি, সে-মরণ হবে আমাদের পরমবাঞ্ছিত মহামরণ, সে-মরণ আমাদের শ্যাম-সমান।

চঞ্চল। আশ্চর্য শুধু এই যে, যে-রাজ্যে তুমি বাস করো, যে-রাজ্যের তুমি কর্মচারী, সেখানে দেওয়ান রত্নাকরের মতন রাজকর্মচারীরাও আছেন। ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু না, তোমাকে আমার আর একটা হুকুম মান্‌তে হবে—এই মুহূর্তে।

মোহন। আদেশ করুন যুবরাজ!

চঞ্চল। এখান থেকে এখন তুমি আর কোথাও না গিয়ে সোজা চ'লে যাবে ফুলমায়ার কাছে—এখুনি।

মোহন। যুবরাজ!

চঞ্চল। কোনও কথা নয়। আদেশ অমান্য করলে কঠিন সাজা পাবে। যাও—

মোহন। যুবরাজ, আপনার কোন্‌টা সাজা আর কোন্‌টা বকশিস্‌, তা আমি আজো বুঝে উঠতে পার্‌লুমনা।

[ অভিবাদনান্তে প্রস্থান

চঞ্চল। স্বর্গচ্যুত একজোড়া পারিজাত পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। এরা মাঝে মাঝে এম্‌নি ভুল ক'রে পৃথিবীতে এসে পড়ে ব'লেই বোধহয় পৃথিবীটা আজও ধ্বংশ হ'য়ে যায়নি।

অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। যুবরাজ!

চঞ্চল। আবার "যুবরাজ" কেন সর্দার অনন্তরাও? বলো—'নওজোয়ান", বলো—"বেইমান বাঙালী"।

অনন্ত। আর লজ্জা আমায় দেবেননা যুবরাজ! যদি সময় পাই, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করবো। এখন অন্য কথা।

চঞ্চল। বলুন।

অনন্ত। আগামী কাল অভিষেক।

চঞ্চল। আসল যুবরাজের হদিশ্‌ পেলেন?

অনন্ত। পেয়েছি।

চঞ্চল। পেয়েছেন? কোথায় সে?

অনন্ত। আছে।

চঞ্চল। এবার তাহ'লে আমার ছুটি তো?

অনন্ত। না, হয়ত কাল সিংহাসনেও আপনাকে বস্‌তে হবে। তিনি হয়ত শীঘ্রই ফিরবেন। তখন—

চঞ্চল। কখন—কবে ফির্‌বেন তিনি?

অনন্ত। সেটা এখনো বল্‌তে পারছিনা। আমি তাঁকে নিজে দেখিনি। তবে সন্ধান যে দিয়েছে, সে বলেছে—দুচারদিনের মধ্যে তিনি ফিরে আস্‌বেন।

চঞ্চল। অর্থাৎ—আরো দুদিন আমায় সঙ সেজে থাক্‌তে হবে? বেশ, তাই হবে। এ তদূর এসে তীরে আপনাদের তরী ডোবাবো না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

অনন্ত। আমার সব চিন্তা আপনি নির্মূল ক'রে দিয়েছেন যুবরাজ; ক্ষমা পাবো না, জানি। তবে—ক্ষমা যদি আমি আদায় ক'রে না দিতে পারি, তবে আমি রাওবংশের সন্তানই নই। সেলাম—

[ প্রস্থান

চঞ্চল। দুদিন! মোটে আর দুটো দিনের মেয়াদ! তারপর? আবার উধাও পাড়ি!

ওরে যাত্রি, এসেছে আদেশ,
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'লো শেষ॥

[ প্রস্থান

———

## চতুর্থ দৃশ্য

কারা-প্রাঙ্গণ

গীতকণ্ঠে পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া।—

গীত

আমার বীণাটি বাজে নাকো আর, কণ্ঠে নাহিক গান।
দেবতা আমার ত্যজিল দেউল মিছে করি অভিমান॥
মেঘে মেঘে ছায় আমার আকাশ,
হাহাকারে কাঁদে মলয়-বাতাস,
কনক-চাঁপার কালো হ'লো রঙ, যত আশা অবসান॥
ওগো অকরুণ, হানো হানো বাজ,
মুছে নাও মোরে ধরা হ'তে আজ,
জীবনে তো কভু চাহিনিকো কিছু, এইটুকু দাও দান॥

গীতমধ্যে উন্মাদিনী চন্দাবাঈ প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যে পাপিয়ার গান শুনিতেছিল

পাপিয়া। কতদিন—আরো কতদিন এই দুর্বহ জীবনভার বইতে হবে ঠাকুর? আর যে আমি পারিনা গো—পারিনা—[ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ধীরে ধীরে চন্দাবাঈ আগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখে। চমকে ওঠে পাপিয়া ] কে?—ওঃ, চন্দামা? কী দেখ্‌তে এলে চন্দামা?

চন্দা। দেখ্‌ছি—চাকা ঘুর্‌ছে ঘুর্‌ছে আর ঘুর্‌ছে। ঘর্ঘর ক'রে

আওয়াজ হ'য়ে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সাম্‌নে যা পড়্‌ছে—চাকার তলায় পিষে গুঁড়িয়ে ধূলো হ'য়ে উড়ে যাচ্ছে।....কোথায় ছিল এ-চাকাটা এতদিন? দেখিনিতো। কার চাকা? কীসের চাকা রে?

পাপিয়া। তুমি ব'সো চন্দামা, ব'সো।

চন্দা। না—না, বস্‌বো না! বড্ড ভয় দেখাচ্ছে ঐ সর্বনেশে চাকাটা। তাড়া করেছে আমায়। ধর্‌বে। পিষ্‌বে। থেঁতো কর্‌বে। [ সহসা সভয়ে আর্ত্তনাদ করে ] ঐ—ঐ আস্‌ছে! পাপিয়া, ওকে ফেরা! ফেরা মা! মেরে ফেল্‌বে আমায়। যাও—যাও। এসোনা। না-না-না। উঃ! [ নিদারুণ ভয়ে চোখে হাত চাপা দেয় ]

পাপিয়া। চন্দামা! চন্দামা! কোথায় কী?

চন্দা। গেছে? যাক্। তাকে তবু ভয় করে। আমাকে গ্রাহ্যই করেনা। কদিন ধ'রে এমন ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি ঘুমোতে পারছিনা।

পাপিয়া। মিছে ভয় পাচ্ছ তুমি চন্দামা! ওসব তোমার চোখের ভুল।

চন্দা। ওমা, সেকি। চোখের ভুল। [ হেসে ওঠে ] শোনো কথা বোকা মেয়ের! মিছে কী রে? ওই চাকাটা না—ও হ'লো কালের চাকা। কাউকে তুল্‌ছে, কাউকে নামাচ্ছে! ভেঙ্গে চুরে সব তছনছ ক'রে দিচ্ছে। আমি এ্যাদ্দিন ওপরে ছিলুম। হঠাৎ এক ঝাপটায় তলায় ফেলে দিয়েছে। আর তুই—তোকে আমরা জোর ক'রে নিচে দাবিয়ে রেখেছিলুম। পার্‌বো কেন? এবার তোর পালা। ওপরে উঠবি। অনেক ওপরে। ইস্! কী কাণ্ড বল্‌তো? আর তেম্‌নি মজা, না? তোর হাসি পাচ্ছেনা? আমার কান্নাও পাচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। [ হাসতে হাসতে প্রস্থানোদ্যত হয় ]

পাপিয়া। চন্দমা! চন্দমা! শোনো—

ডাক্‌তে ডাক্‌তে ব্যাসদেবের প্রবেশ

ব্যাসদেব। পাপিয়া! পিয়া! এই যে পিয়া! চলো—

পাপিয়া। কোথায়? বিচার হবে আমার?

ব্যাসদেব। হ'য়ে গেছে বিচার।

পাপিয়া। হ'য়ে গেল? কে কর্‌লে বিচার?

ব্যাসদেব। কে আবার? যুবরাজ অবিশ্যি ছিল। তা সে থাকা-না-থাকা সমান। যা বল্‌বার আমিই বল্‌লুম। যা কর্‌বার তাও কর্‌লুম। ভীষণ মেহনৎ হয়েছে।

পাপিয়া। তুমি কর্‌লে আমার বিচার?

ব্যাসদেব। কেন? আমাকে কি একটা কাজের লোক ব'লে গেরাহ্যিই করতে চাওনা নাকি?

পাপিয়া। কি রায় হ'লো? আজীবন কারাবাস, না ফাঁসী!

ব্যাসদেব। মুক্তি।

পাপিয়া। ব্যাস!

ব্যাসদেব। হাঁ—হাঁ, ওসব যাচ্ছেতাই বিচার আমি করিনা। আমার একেবারে চুলচেরা ধর্মরাজের বিচার। যা বল্‌বো তাই। তুমি মুক্তি পেয়েছো। চলো—

পাপিয়া। মুক্তি! না—না, এযে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিনা ব্যাস!

ব্যাসদেব। ব'য়েই গেল! একটা মেয়েমানুষের বিশ্বেস-অবিশ্বাসে—তাই ব'লে তো আর হাকিমের হুকুম নড়্‌বেনা। চলো—এসো। আঃ, এসোনা। আর যা যা জান্‌তে চাও, সব যেতে যেতে বল্‌বো।

[ পাপিয়াকে টেনে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয় ]

চন্দা। ওগো, ও ছেলে! শোন—শোন—

ব্যাসদেব। কী?

চন্দা। ওকে তো নিয়ে যাচ্ছ। আমি কোথায় যাবো বলো তো? কোথায় গেলে মুক্তি পাবো গো?

ব্যাসদেব। ভাগাড়ে।

[ পাপিয়াসহ প্রস্থান

চন্দা। মুক্তি! পাপিয়া মুক্তি পেলো! পাক্। বড় কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। ওর ভাল হোক্, সুখী হোক্।···কিন্তু···আমার কি হবে গো? কেউ মুক্তি দেবেনা? আমার বিচার? কে করবে আমার বিচার? [ সহসা আবার আতঙ্কে ] ওকি!···ঐ—ঐ আবার আস্‌ছে চাকাটা! কী করি? কোথায় পালাই? ঐ আসছে—ছুটে আস্‌ছে—ধর্‌বে! না—না—না—

[ সভয়ে প্রস্থান

———

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

চঞ্চল, অনন্তরাও, মোহন ও ব্যাসদেব

অনন্ত। সমবেত রাজ্যবাসী ও সভাসদগণ! আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। দীর্ঘকাল সিংহাসন শূন্য থাকার পর আজ আবার সেই সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে বসেছেন স্বর্গগত মহারাজ বিশ্বজিৎ রাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সমরজিৎ রাও। আজ থেকে যুবরাজ হলেন, অমিতপ্রতাপ মহারাজ সমরজিৎ রাও রায়রায়ান।

সকলে। জয় মহারাজ সমরজিৎ রাওয়ের জয়! জয় মহারাজ সমরজিৎ রাওয়ের জয়!

রত্নাকরের প্রবেশ

রত্নাকর। থামাও জয়ধ্বনি! ও রাজা জাল।

অনন্ত। দেওয়ান রত্নাকর! সাবধান হ'য়ে কথা বল্‌বে। এ প্রকাশ্য রাজদ্রোহ। আর এ-অপরাধের শাস্তি অতি মর্মান্তিক! অতি কঠোর!

রত্নাকর। আপনার সদুপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ সর্দার অনন্তরাও! কিন্তু আপনারও বোধহয় জানা আছে যে, চক্রান্ত ক'রে আর সবার চোখে ধূলো দিয়ে একটা বিদেশী ছদ্মবেশীকে রাজা সাজিয়ে সিংহাসনে বসানোর শাস্তিটা কী? আমি আপনাকে সেই অপরাধে অভিযুক্ত করছি।

চঞ্চল। তোমার অভিযোগের কোনও প্রমাণ আছে দেওয়ান?

রত্নাকর। আছে বৈকি বহুরূপী মহারাজ!

ব্যাসদেব। বাজে—বাজে! ওর কথায় কাণ দেবেননা মহারাজ! সারাটা জীবনে যে কোনদিন ভুলেও সত্যিকথা বলেনি, আজ সে হঠাৎ একেবারে দোফলা যুধিষ্ঠির হ'য়ে উঠেছে। ইয়ার্কী!

রত্নাকর। তুমি থামো ব্যাসদেব! কথা এখানে তোমাতে-আমাতে নয়!

ব্যাসদেব। না হোক্। তবু—বাজে কথা আমি সইতে পারিনা' সর্বাঙ্গ রি-রি করে।

চঞ্চল। প্রমাণ তাহ'লে তোমার আছে দেওয়ান?

রত্নাকর। আজ্ঞে হাঁ, মেকী মহারাজ।

চঞ্চল। দেখাতে পারো?

রত্নাকর। নিশ্চয়ই পারি।

চঞ্চল। দেখিয়ে তাহ'লে বাধিত করো।

রত্নাকর। আগে তুমি ওখান থেকে নেমে এসো জোচ্চোর বাঙালি!

চঞ্চল। [ অসহ্য রাগে ] হুঁসিয়ার দেওয়ান!

রত্নাকর। [ সকৌতুকে হেসে ওঠে ] বাহবা! বাহবা! দেখ্ছেন, দেখ্ছেন সর্দারজি, প্রমাণ কেমন আমি হাতে হাতে দিতে পারি? নিজে বাঙালী না হ'লে বাঙালীর নিন্দায় আপনার ঐ মহারাজের রেগে ওঠ্বার কী কারণ থাক্তে পারে?

অনন্ত। কারণ অনেক থাক্তে পারে দেওয়ান! তুমি মানুষ, অথচ তোমাকে কেউ কুত্তা বল্লে তুমি বুঝি তাকে খুশি হ'য়ে বুকে ঠাঁই দাও!

মোহন। ঠিক বলেছেন সর্দারজি! ওটা কোনও প্রমাণ নয়। ওটা হ'লো একটা শয়তানী চাল।

রত্নাকর। বটে! তাহ'লে আরো প্রমাণ চাও তোমরা?

অনন্ত। না পেলে খোলা রাস্তায় সবার চোখের সামনে ফাঁসীকাঠে তোমার দোল্-খাওয়া কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না দেওয়ান।

রত্নাকর। শুনেছি, বৃদ্ধকালে আর বিপদে অনেকের মতিচ্ছন্ন ঘটে; সর্দারজি কি তাই নিজের ভবিষ্যৎ ছবিটা আমার কাঁধে চাপাতে চান?

চঞ্চল। অবান্তর তর্ক থাক্ দেওয়ান! তোমার আরো প্রমাণের জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'চ্ছি।

রত্নাকর। তাহ'লে শুনুন বাঙালী রাজা!

চঞ্চল। তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি উদ্ধত দেওয়ান, অভিযোগ প্রমাণ করার আগে আবার যদি আমাকে "মহারাজ" ভিন্ন অন্য কোনও নামে সম্বোধন করার সাহস তোমার হয়, তাহ'লে সেই মুহূর্তে তোমাকে গুলি ক'রে মারার হুকুম দিতে বাধ্য হবো। দাখিল করো তোমার প্রমাণ।

রত্নাকর। অস্বীকার কর্‌তে পারেন—আপনি বাঙালী? প্রমাণ কর্‌তে পারেন যে বাংলাদেশের কোলকাতা সহরে আপনার বাস নয়? আপনি এক লক্ষপতি ব্যবসাদারের একমাত্র সন্তান নন্? আপনার সেই স্বর্গগত পিতৃদেবের নাম কি "স্যার্ শশাঙ্ক সেন" ছিল না?

অনন্ত। আশ্চর্য! এত খবর তুমি কোথা থেকে কেমন ক'রে পেলে দেওয়ান?

রত্নাকর। আমার গুপ্তচরেরা যাদু জানে সর্দারজি—যাদু জানে; বলুন মহারাজ, খবর আমার সঠিক কিনা?

চঞ্চল। তোমার বাহাদুরি আছে দেওয়ান। মান্‌ছি, তোমার খবর-গুলো প্রায় সবই সত্যি।

রত্নাকর। তাহ'লে নেমে আসুন ঐ সিংহাসন থেকে।

চঞ্চল। সবুর—সবুর! বলেছি—খবরগুলো প্রায় সত্যি। পুরোপুরি সত্যি তো বলিনি।

রত্নাকর। মানে? কী বলতে চান?

চঞ্চল। একটু ভুল আছে তোমার এতকষ্টের সংগ্রহে। আর সেই জন্যেই সিংহাসনে আমারও পূর্ণ অধিকার কেউ খণ্ডাতে পারেনা! শশাঙ্ক সেন আমার জন্মদাতা পিতা নন্।

রত্নাকর। তবে?

চঞ্চল। পালক পিতা। তাঁর ছিল অগাধ ঐশ্বর্য, অথচ ভোগ করার কোনও পুত্র-সন্তান ছিলনা। তাই—তিনি আমাকে সংগ্রহ ক'রে সন্তান-স্নেহে পালন করেছিলেন। আর কোথায় তিনি আমায় পেয়েছিলেন, জানো দেওয়ান?

রত্নাকর। কোথায়?

চঞ্চল। তোমাদেরই ঐ সিংহগড়ে!

[ সবাই এবার বিস্মিত হয় ]

রত্নাকর। সিংহগড়ে?

চঞ্চল। হাঁ, সবজান্তা দেওয়ানজি, এই সিংহগড়ে। আজব-দেশ তোমাদের সিংহগড়! কী যে এখানে হয়না, আর হ'তে পারে না, তা আমি আজো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। এই সিংহগড়েই এক শিশু-সন্তানকে হয়ত চুপিচুপি চুরি ক'রে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ থেকে অনেক বছর আগে। কী হ'লো? কথা নেই কারো মুখে? বিস্ময়ে বুঝি সবাই হতবাক্ হ'য়ে গেলেন? আমিও অবাক হয়েছিলুম—যখন আমার পালক-পিতা তার মৃত্যুশয্যায় এই রহস্যকথা প্রথম আমাকে শুনিয়েছিলেন। আমারও মুখে তখন আপনাদেরই মত কোন ভাষা জোগায়নি।

রত্নাকর। হয়ত—আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু, তবু তাতে সিংহাসনে আপনার অধিকার সাব্যস্ত হয়না।

চঞ্চল। ব্যস্ত হবেননা রত্নাকররাও, আরো আছে। আমার কথার প্রমাণ চান্ ?

রত্নাকর। চাই।

চঞ্চল। আর সিংহাসনে আমার দাবীর নিদর্শন দেখ্‌বেন না ?

রত্নাকর। নিশ্চয়ই দেখ্‌বো।

চঞ্চল। দেখুন তাহ'লে ! [ বাহু উন্মুক্ত করে। দেখা যায়, সেখানে আঁকা আছে এক ত্রিশূল-চিহ্ন ] দেখুন, আপনারাও দেখুন। [ সবাইকে দেখায়। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে সবার চোখ ]

মোহন। [ সবিস্ময়ে ] আশ্চর্য !

ব্যাসদেব। [ সবিস্ময়ে ] এ্যাঁ ! ইকি কাণ্ড রে বাবা !

অনন্ত। [ সবিস্ময়ে ] রাজচিহ্ন ! সিংহগড়-রাজবংশের কুলচিহ্ন ! [ অবিশ্বাসভরে চোখ রগ্‌ড়ে দেখে ]

চঞ্চল। এবার স্বীকার কর্‌ছেন আমার অধিকার ?

অনন্ত। আপনি—আপনি কী তবে—না-না, তা কী ক'রে সম্ভব হ'তে পারে !

চঞ্চল। পারে সর্দার ! তোমার অনুমানই সত্য। আমিও এই রাজবংশেরই আর এক বিস্মৃতপ্রায় রাজকুমার।

পাণ্ডুরংয়ের প্রবেশ

পাণ্ডু। উঠেছে ! বিস্মৃত অতীত আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ! যায়না গো, যায়না ; যা সত্যি, তাকে মাটি চাপা দিয়ে, চিরকাল গেরে দিয়ে রাখা যায়না।

অনন্ত। বন্ধু! তুমি জানো এ কী রহস্য?

পাণ্ডু। জানি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ত্রিকালজ্ঞ ভুশণ্ডি কাক আমি, আমি জান্‌বোনা তো জান্‌বে কে?

অনন্ত। বলো তাহ'লে, কী ক'রে এটা সম্ভব হ'লো?

পাণ্ডু। রাজার ছিল দুই ছেলে—যমজ। দিনে দিনে বাড়্‌ছিল চাঁদের কলার মতন। দেখে রাজবাড়ির লোকের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু—মজাটা হ'লো কী জানো? চড়্‌চড়্‌ ক'রে উঠ্‌লো ক'টা দুষ্টু বজ্জাতের বুক। কেন? না, তাদের বাড়াভাতে বুঝিবা ছাই প'ড়ে। টাঁক তাদের সিংহাসনের ওপর। তাই তারা ঠিক কর্‌লো—পথের কাঁটা সরাতে হবে। যে কথা, সেই কাজ। সুযোগ জুটে গেল। ভাব্‌লো তারা—ব্যস্, কেল্লা ফতে! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অনন্ত। কী সেই সুযোগ বন্ধু?

পাণ্ডু। বেড়াতে এলো এক বাঙালী বড়লোক। দেদার টাকা তার। ভোগ কর্‌বার ছেলে নেই। আছে শুধু একটা মেয়ে। দেখা হ'য়ে গেল তার এই বজ্জাতগুলোর সঙ্গে। ব্যস্, একদিন—ওরে বাপ্‌রে, সে কী রাত! আকাশ ফুটো হ'য়ে বৃষ্টি নেমেছে, ঝড় উঠেছে যেন ক্ষ্যাপা ষাঁড়, তছনছ ক'রে ফেল্‌ছে পৃথিবীটাকে। পথে শেয়াল-কুকুর নেই। এমন মওকা আর কী মেলে? সেইরাতে রাজবাড়ি থেকে চুরি হ'য়ে গেল একটা রাজকুমার।

অনন্ত। কে চুরি কর্‌লো?

পাণ্ডু। একটা মেয়ে। রাজবাড়ীতে তখন তার অবাধ গতি আর অগাধ বোল্‌বোলাও। তাকে সাহায্য কর্‌লো আর এক মস্তবড় রাজ-কর্ম্মচারী। ব্যস্, একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে এলো সেই বাঙালী আর এরা দুজন। এরা তার হাতে তুলে দিল ছেলে, আর সে তুলে দিল সেই

—ডাইনীর হাতে নিজের মেয়েটাকে। ভাবলো কেউ টের পায়নি তাদের অকর্ম্মো! কিন্তু পেয়েছিল। ঘাপটি মেরে একজন সব দেখেছিল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনন্ত। কে সেই একজন? তুমি?

পাণ্ডু। হ্যাঁ গো, হাঁ! খুব ভালে দেখে নিয়েছিলুম বাবা, হাঁ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চঞ্চল। বন্ধু, তোমায় হাজার নমস্কার! তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা!

পাণ্ডু। ছাই! করতে তো চেয়েছিলুম কতো কী? কই পারলুম? তোমার আর এক ভাই গো, যে কিনা আসল সমরজিৎ—তাকে ঠাঁই দিলুম—লুকিয়ে রাখলুম শিক্‌রে বাজগুলোর নজর থেকে। অত সেবাযত্ন—সব গেল। পারলুম তাকে বাঁচাতে?

অনন্ত। সেকি! তিনি বেঁচে নেই?

পাণ্ডু। থাকলে—আজই সকালে—ঐ বনের মধ্যে গোর দিয়ে এলুম কাকে?

চঞ্চল। কী ক'রে তাঁর মৃত্যু হ'লো?

পাণ্ডু। তাকে পাথর-ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছিল! খেতে পায়নি। তৃষ্ণায় পায়নি জল। বুদ্ধি ক'রে তবু তাকে গারদ থেকে বার করলুম। পিছু নিয়েছিল একব্যাটা শয়তানের সেপাই! খুন করলুম সেটাকেও। তারপর—ওদের চোখে ধুলো দেবো ব'লে সে-ব্যাটার মুখটাকে এমন ভাবে থেঁতলে দিলুম যাতে চেনা না যায়। সমরজিতের জামা-কাপড় চাপালুম তার দেহে। যাতে সবাই ভাবে যে, সে লাশটা হ'লো সমরজিতেরই। কিন্তু—

অনন্ত। কিন্তু কী?

পাণ্ডু। মরবার আগে সেপাই ব্যাটা একটা বল্লমের খোঁচা মেরেছিল

সমরজিৎকে। অনাহারে, অত্যাচারে রক্ত তো একে ছিলই না শরীরে— যা ছিল, তাও বার হ'য়ে গেল। সে ঘাও আর শুখোলো না। সব চেষ্টা আমার ভেস্তে গেল। ম'রে গেল।

চঞ্চল। কারা সেই হত্যাকারী? কারা তাকে বন্দী ক'রে রেখেছিল?

পাণ্ডু। কারা আবার? যারা তোমাকে পাচার করেছিল, তারাই গো!

চঞ্চল। তুমি চেনো তাদের?

পাণ্ডু। চিনিনে আবার? একজন তো তার মধ্যে ম'রেই গেছে।

অনন্ত। অমরজিৎ?

পাণ্ডু। হাঁ। আর একজন বেঁচেও ম'রে আছে। বাকি যিনি— যিনি এর ওপর আবার চুপি চুপি আপনার শরবতে বিষ মিশিয়ে বেচারী পাপিয়ার কাঁধে দোষ চাপাতে চেয়েছিলেন— তিনি হলেন ঐ—[রত্নাকরকে দেখায়]

রত্নাকর। আমি?

পাণ্ডু। হাঁ গো মিতে, তুমি।

রত্নাকর। মিথ্যেকথা।

পাণ্ডু। বটে! তাহ'লে আমিও মিথ্যে। কি বলো?

চন্দাবাঈয়ের প্রবেশ

চন্দা। কে বলে মিথ্যেকথা? দেওয়ান? ওমা, সেকী গো! আমরা যে এক খেয়ার যাত্রী ছিলুম। তুমি আমি আর অমর। অমরটা ম'রে প্রায়শ্চিত্তির করেছে। আমি জ্যান্তে ভুগ্‌ছি। তুমি ভাগ নেবেনা? তাও কি হয়?

রত্নাকর। না—না, এসব মিথ্যেকথা! আমাকে ফাঁদে ফেলার ফন্দি! কে—কে ঐ পাগলটা?

অনন্ত। চিন্‌তে পারছোনা ওকে?

রত্নাকর। না।

অনন্ত। ও হ'লো—পাণ্ডুরং।

রত্নাকর। পাণ্ডুরং! রাজকবি পাণ্ডুরং? না না, সে তো—

পাণ্ডু। হাঁ মিতে, আমি! এতো টপ ক'রে আমায় ভুলে গেলে? সেকী! বন্ধু সেজে তুমি আমার কম উপকার করেছ? তুমি ভুলতে পারো, সবাই ভুলে যেতে পারে সেকথা। আমি ভুলিনি! তুমি আমার বন্ধু হ'য়ে আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রাজভোগে চড়িয়েছিলে। তুমিই আবার আমার মুখ বন্ধ করার জন্যে মিথ্যে অভিযোগে আমায় পাহাড়-মঞ্জিলে আজীবন বন্দী ক'রে রেখেছিলে। তোমাকে আমি ভুলিনি। ক্ষমাও করিনি। বেঁচে আছি শুধু প্রতিশোধ নেবো ব'লে। এতদিনে আজ যখন সে-সুযোগ এসেছে, তখন—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—[ বীভৎস হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে এগোতে থাকে রত্নাকরের দিকে ]

রত্নাকর। [ সভয়ে ] না—না— [ পালাতে চেষ্টা করে। খোলা তলোয়ার হাতে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় মোহন ]

মোহন। কোথায় পালাবে তুমি শয়তান? পিছনে তোমার মূর্তিমান যম।

চঞ্চল। ওকে নিয়ে যাও মোহন! যে পাষাণ-কারায় ও নির্দোষ সমরজিৎ আর অসহায় পাণ্ডুরংকে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সেখানে—সেই ঘরেই ওকে আজীবন বন্দী ক'রে রাখ্‌বে।

মোহন। আসুন, ভূতপূর্ব দেওয়ানজি, আসুন আমার সঙ্গে।

পাণ্ডু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চল—আমিও যাবো! দু'চোখ ভরে দেখ্‌বো ওর খাতিরটুকু। আমি দেখ্‌বো আর হাস্‌বো! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মোহন। আসুন মহামাননীয় দেওয়ানজি! আসুন—

রত্নাকর। চলো। তবে একটা কথা মনে রেখো মোহনসিং! দেওয়ান রত্নাকররাওকে বন্দী ক'রে আটকে রাখার মত মজবুত কারাগার সিংহগড়ে আজো হয়নি। [ মোহনের সঙ্গে চ'লে যায়

পাণ্ডু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ মোহন ও রত্নাকরের পিছু পিছু চলে সে ]

অনন্ত। পাণ্ডুরং! [পাণ্ডুরং ফিরিল] সেই বাঙালী মেয়েটি কি তবে—

পাণ্ডু। পাপিয়া।

চঞ্চল। পাপিয়া! ঠিক। সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। বন্ধু, শোনো—শোনো—

পাণ্ডু। আস্‌ছি! এখুনি মজাটা দেখে ফিরে আস্‌ছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ মোহন ও রত্নাকরের পিছু পিছু সে-ও চ'লে যায়।

চঞ্চল। আশ্চর্য! একটা মানুষের একী শোচনীয় পরিণাম! অথচ এর জন্যে মানুষই দায়ী।

ব্যাসদেব। যুবরাজ, থুড়ি, মহারাজ!

চঞ্চল। কী ব্যাসদেব?

ব্যাসদেব। আমরা জেগে আছি, না আমাদের সব্বাইকে পেঁচোয় মেরেছে মহারাজ?

চন্দা। ওগো, ও ছেলে! সব্বার বিচার তো হ'লো? আমার বিচারটা তাড়াতাড়ি ক'রে দাওনা বাপু! এ-যাতনা যে আর সইতে পারিনা!

চঞ্চল। তোমায় শাস্তি দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্ব-বিচারক। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি তো নিজের হাতেই করেছ। এর চেয়ে বড় সাজা আর তো কল্পনাও করা যায়না।

চন্দা। এ্যাঁ, সে কিগো! তাহ'লে আমি এখন কী করবো?

চঞ্চল। তুমি মা—সন্তান হারিয়েছ। আমি সন্তান—মা কেমন জানিনা। তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের সেই চির-স্নেহময়ী মা হ'য়ে আমার আঁধার পুরী আলো ক'রে থাকবে।

চন্দা। সত্যি বলছো—আমায় তুমি 'মা' ব'লে ঠাঁই দেবে?

চঞ্চল। তুমি ঠাঁই নিলে আমি ধন্য হবো মা।

চন্দা। ওরে, আমি—আমিই যে একদিন তোকে ভাসিয়ে দিয়েছিলুম রে!

চঞ্চল। তাইতো আজকের এই মিলন আমার কাছে এত মিষ্টি—এত মনোহারী!

চন্দা। ওরে, একবার যদি তোকে—না, না, অত ভাগ্য আমার নয়! তা হয়না—তা হয়না!

চঞ্চল। সন্তানকে বঞ্চিত ক'রোনা মা! এইতো আমি তোমার কাছে। একটু আদর আমায় করবেনা মা?

চন্দা। তবে আয় বাবা, আয়! [ বুকে টেনে নেয় চঞ্চলকে ] আঃ, জুড়িয়ে গেল! জুড়িয়ে গেল!

চঞ্চল। [ মুক্তি পেয়ে ] সর্দারজি!

অনন্ত। আদেশ মহারাজ!

চঞ্চল। রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাও আমার মাকে। যাও মা!

অনন্ত। এসো চন্দাবাঈ। [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

চঞ্চল। সবাইকে ব'লে দিও সর্দারজি, আজ থেকে তারা যেন আমার

মা'কে রাজমাতার সম্মান জানায়। আর তাঁর সম্পর্কে ভুল ক'রেও এর পর কেউ যদি "নটী" কথাটা প্রয়োগ করে, তাহ'লে তার একমাত্র শাস্তি হবে মৃত্যু।

অনন্ত। তাই হবে মহারাজ ! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

চঞ্চল। আবার ভুল করছো সর্দারজি ?

অনন্ত। কী ভুল মহারাজ ?

চঞ্চল। সেলাম ক'রে যাও।

অনন্ত। গোস্তাকী মাফ হোক্ মহারাজ ! বুঝতে পারছি, সত্যিই এবার বৃদ্ধ হ'চ্ছি। সেলাম মহারাজ, সেলাম।

চঞ্চল। দেখ্‌লে সর্দার, বাঙালী নওজোয়ান তোমার সেলাম আদায় করলো কিনা ?

অনন্ত। আমার শেষ সেলাম জানাতে আবার আমি এখুনি ফিরে আসছি মহারাজ !

চঞ্চল। শেষ সেলাম ?

অনন্ত। হাঁ মহারাজ, আমার সত্যিকারের সেলাম।

[ চন্দাবাঈসহ প্রস্থান

ব্যাসদেব। মহারাজ ! আজ্ঞা করুন, এবার আমিও তাহ'লে আসি ?

চঞ্চল। কোথায় যাবে শাস্তি না নিয়ে ?

ব্যাসদেব। এ্যাঁ ! আমারও শাস্তি ! ম'রে যাবো মহারাজ, মাইরি ম'রে যাবো !

চঞ্চল। মরো—বাঁচো, শাস্তি তোমায় নিতেই হবে। দাঁড়াও। [ উচ্চকণ্ঠে ] পাপিয়া ! পাপিয়া ! একবার এদিকে আয় তো বোনটী আমার !

## পাপিয়ার প্রবেশ

পাপিয়া। আমায় ডাক্‌ছো দাদা ?

চঞ্চল। হাঁ। কাছে এসো। আবার কেঁদেছো ?

পাপিয়া। না তো।

চঞ্চল। বেশ, আহা, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার! ব্যাসদেব, শাস্তি নেবে এসো। [ ব্যাসদেব ভয়ে ভয়ে কাছে আসে ] তোমার শাস্তি হ'লো আজীবন বন্ধন। [ সহসা সে ব্যাসদেব আর পাপিয়ার হাত মিলিয়ে দেয় ]

ব্যাসদেব। এ্যাঁ! এ কোন্‌দেশী শাস্তি মহারাজ ?

চঞ্চল। বাংলাদেশের। খবর্দার, বোনটিকে আমার কক্ষনো কিন্তু কাঁদাবেনা।

ব্যাসদেব। হাঁ, সেই বোন কিনা আপনার! আমাকেই বলে এতকাল চোখের জলে নাকের জলে নাস্তা-নাবুদ করেছে!

চঞ্চল। বেশ করেছে! পাপিয়া! বোনটি, মুখ তোল। না—না, লজ্জা কি ? হাসো বোন—হাসো! [ পাপিয়া সলাজ মিষ্টি হাসে ] এইতো! এমন মিষ্টি হাসিটুকু কি লুকিয়ে রাখ্‌তে আছে ? যাও ব্যাসদেব! নিয়ে যাও একে। এসো বোন—

ব্যাসদেব। [ যেতে যেতে সহসা ] মহারাজ, আমি কিন্তু এবার থেকে তোমায় "শালা-রাজা" ব'লে ডাক্‌বো।

চঞ্চল। শূলে দেবো তাহ'লে তোমায়!

[ পাপিয়াসহ ব্যাসদেবের সভয়ে প্রস্থান

[ সকৌতুকে হেসে ওঠে চঞ্চল। অন্যমনস্কভাবে পকেটের সিগ্রেটকেশ থেকে একটা সিগ্রেট বার ক'রে ধরায় ]

পেছনে হ'তে কাবেরীসহ অনন্তরাওয়ের প্রবেশ

অনন্ত। মহারাজ!

চঞ্চল। কী সর্দারজি! [ ফিরে সহসা কাবেরীকে দেখে ] একী!

অনন্ত। আমার শেষ সেলাম দিতে এসেছি মহারাজ।

চঞ্চল। মানে?

অনন্ত। এই নিন্। [ কাবেরীকে চঞ্চলের হাতে তুলে দেয় ] এই আমার শেষ সেলাম! সেলাম মহারাজ, সেলাম—সেলাম—

[ কুর্নিশ করতে করতে অনন্তরাওয়ের প্রস্থান

[ চঞ্চল কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে কাবেরীর দিকে ]

কাবেরী। সমরজিৎ!

চঞ্চল। আমি সমরজিৎ নই কাবেরি। তুমি শোননি সব কথা?

কাবেরী। শুনেছি। তবু আমার কাছে চিরদিনই তুমি সেই একই সমরজিৎ।

চঞ্চল। অর্থাৎ—সেই আমাকে ফাঁদে জড়ালে, তবে তোমার তৃপ্তি হ'লো। না কাবেরি?

কাবেরী। মনে নেই আমার দিব্যির কথা? ফাঁকি অম্‌নি দিলেই হ'লো? ইস্! ধ্যেৎ, কি যে খালি ভোঁস্—ভোঁস্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়ো! তুমি একটা মানুষ, না রেলগাড়ীর ইঞ্জিন?

[ টান মেরে সিগ্রেটটাকে চঞ্চলের মুখ থেকে ফেলে দেয়। পকেট থেকে কেড়ে নেয় সিগ্রেটকেশটা ]

চঞ্চল। [ কাবেরীকে কাছে টেনে ] হ'লো?

কাবেরী। হাঁ, হ'লো?

চঞ্চল। তারপর? আমি বাঁচবো কী ক'রে?

কাবেরী। সিগ্রেট না খেলে মানুষ বুঝি বাঁচেনা ?

চঞ্চল। বাঁচে। যদি সিগ্রেটের বদলে পুরুষমানুষ আর একটা জিনিষ খেতে পায়।

কাবেরী। কী শুনি ?

চঞ্চল। সেটা হ'লো এই—[ চঞ্চলের মুখ নেমে আস্‌তে থাকে কাবেরীর মুখের ওপর ]

কাবেরী। [ সচকিতে ] এই—এই, কী হ'চ্ছে ? না—না—

[ সঙ্গে সঙ্গে সিগ্রেটকেশের আর একটা সিগ্রেট
গুঁজে দেয় চঞ্চলের মুখে ]

—শেষ—